







রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম্-বি
কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

ছাত্র-সংস্করণ
সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রিত

কলিকাতা
এস্, সি, সান্যাল এণ্ড কোং
৩১-৩২ দ্বিতল, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

১৯২২ মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র

PUBLISHED BY

DURGA MOHUN SANIAL

AND

KALIMOHUN SANIAL

TRADING AS

MESSRS. S. C. SANIAL AND Co.,

31-2 First Floor, College Street Market, Calcutta.

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস।

ভিক্টোরিয়া প্রেস্

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর অধিকাংশ কবিতাই ছাত্র ও ছাত্রীদিগের পাঠোপযোগী। সেইজন্য আমি সেইগুলি নির্ব্বাচন করিয়া, এই "ছাত্র-সংস্করণ" প্রকাশ করিলাম। প্রচলিত সংস্করণগুলিতে যে-কয়েক স্থলে ভ্রান্ত-পাঠ এত কাল চলিয়া আসিতেছিল, প্রথম সংস্করণের সহিত মিলাইয়া সেই-সকল স্থলে প্রকৃত পাঠ দেওয়া হইল এবং যে-কয়েক স্থলে কবি পরে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই-সেই স্থলের পূর্ব্ব-পাঠও যথা-স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

কবি-প্রণীত কয়েকটী নীতি-গর্ভ কবিতা এবং অন্য দুইটী প্রসিদ্ধ কবিতা, ছাত্র-ছাত্রীদিগের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী বলিয়া, পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

যাঁহাদের জন্য এই সংস্করণ, তাঁহাদের বোধ-সৌকর্য্যার্থ প্রত্যেক কবিতাটীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। ব্যাখ্যাংশে, কবিতাগুলির ভাব-গত সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাধ্য-মত চেষ্টা করিয়াছি।

* * * *

ছাত্র-সংস্করণ স্থলে-স্থলে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইল। প্রথমবারে নীতি-গর্ভ কবিতাগুলির সঙ্কলনে প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এবারেও পরিশিষ্টাংশে আর কয়েকটী কবিতা তাঁহার প্রণীত "মধু-স্মৃতি" হইতে সঙ্কলন করিলাম। ব্যাখ্যাংশেও কয়েক স্থলে তাঁহার পরামর্শে আমি উপকৃত।

কৃষ্ণনগর
পৌষ—১৩২৮

শ্রীদীননাথ সান্যাল

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গ-বাণীর সেবায় ব্রতী হইয়া, প্রায় চারি-বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সম্মিলন-সম্ভূত, সর্ব্বাংশে নূতন ধরণের এক অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া, কাব্য-প্রতিভার মধ্যাহ্নেই, তাঁহার চির-কল্পিত বাসনা সফল করিতে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ-যাত্রা করেন। ইউরোপ-গমনের জন্য এই প্রবল বাসনাই তাঁহার প্রদীপ্ত কাব্য-প্রতিভানলকে প্রশমিত করিয়াছিল। এই সময়ে লিখিত তাঁহার এক পত্রে আছে ;—

But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse !

(কিন্তু বোধ হয় আমার কবি-জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ডে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি ; সুতরাং আমাকে কবিতা-দেবীর কাছে বিদায় লইতেই হইল)।

এই প্রবল বাসনার বশে তিনি তাঁহার কাব্য-প্রতিভাকে প্রশমিত করিতে বাধ্য না হইলে, বোধ হয়, আমরা বীরাঙ্গনার দ্বিতীয় ভাগ, ব্রজাঙ্গনার অন্যান্য সর্গ এবং আরও কত কি পাইতে পারিতাম !*

ইউরোপে গিয়া মধুসূদন এমন দারুণ অর্থ-কষ্টে পড়িয়াছিলেন যে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তা না পাইলে,

---

* বীরাঙ্গনা-কাব্য ২১ খানি পত্রিকায় শেষ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের শেষে আছে—"ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা-কাব্যে বিরহো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।"—ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য সর্গ লিখিবার কল্পনাও তাঁহার ছিল। ইহা ছাড়া, আরও কাব্য-নাটকাদির কল্পনা যে তাঁহার মনে অঙ্কুরিত হইতেছিল, তাহা তাঁহার তৎকাল-লিখিত পত্রগুলি হইতে বুঝা যায়।

সপরিবারে তাঁহার যে কি দুর্গতি হইত, তাহা ভাবিতে পারা যায় না। এইরূপ কষ্টের সময়েও তিনি কিরূপ উৎসাহের সহিত নানা ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা এবং সেই-সব ভাষার উৎকৃষ্ট কাব্যাদি পাঠ করিতেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। বস্তুতঃ মধুসূদনের মত কাব্য-প্রিয় লোক জগতে কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার এক পত্র হইতে জানা যায়, সেই সময়ে তিনি ইতালীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি পেত্রার্কার চতুর্দ্দশপদী-কাব্য পড়িয়া বাঙ্গালায় সেইরূপ ছন্দের প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন ;—

You again date your letter from Bagirhat. Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some "sonnets" after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ। I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say, the sonnet "চতুর্দ্দশপদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third; I flatter myself that since the day of his death, ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him. There is a variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of poetry. Believe me, my dear friend, our Bengali is a very beautiful language. It only wants men of genius to polish it up; such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it are miserably

wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation; but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living.

(তোমার পত্র পুনরায় বাগেরহাট থেকে লেখা। এই বাগেরহাটই কি আমার ভুমি-প্রবাহিণীর তীরবর্ত্তী? আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রার্কার কাব্য পড়িতেছিলাম এবং তদনুকরণে কতকগুলি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছি। উহাদের মধ্যে একটী ঐ কবতক্ষ নদীর উদ্দেশ্যেই লিখিত। সেইটী এবং আর একটি তোমাকে পাঠালাম। শেষেরটীর সংস্কৃত অনুবাদ পড়িয়া, এখানে আমার কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুর উহা বড়ই ভাল লাগিয়াছে। আমি বলিতে পারি, তোমারও ভাল লাগিবে। তুমি ঐ দুইটী নকল করাইয়া যতীন্দ্র * ও রাজনারায়ণকে † পাঠাবে এবং তাঁহাদের মতামত আমায় জানাবে। চতুর্দ্দশপদী-কবিতা আমাদের ভাষায় চমৎকার লাগিবে, ইহা বলিতে আমার সাহস হয়। শীঘ্রই আমার ক্ষুদ্র একখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইবে, আশা করিতেছি। আর একটী কবিতাও তোমায় পাঠাই। ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার মৃত্যুর পরে, এমন সুন্দর প্রশংসাবাদ আর কাহারও নিকট পান নাই, এই বলিয়া আমি আত্মপ্রশংসা করিতে পারি। এইরূপ নানা বিষয়ে কবিতা থাকিবে। রাজেন্দ্র ‡ এ বিষয় ভাল বুঝেন। ইচ্ছা করি, তাঁহাকেও ঐ কবিতাগুলি দেখাবে। এই নূতন ধরণের কবিতা সম্বন্ধে তোমাদের সকলের কি মত, আমায় লিখিবে। ভাই, সত্যই বলিতেছি, আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর। কেবল, প্রতিভাশালী লোকদের হাতে ইহা মার্জ্জিত হওয়া চাই মাত্র। আমাদের মধ্যে যাঁহারা, তাঁহাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষার দোষে, এই ভাষা প্রায় জানেন না বলিলেই হয়, অথচ উহাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা অতি শোচনীয়-রূপে ভ্রান্ত। ইহাকে মহাভাষা অথবা মহাভাষার উপকরণগুলি এই ভাষায় বিদ্যমান, এ কথা বলা যাইতে পারে। এই ভাষার

---

* ৺মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

† ৺রাজনারায়ণ বসু।

‡ ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করিতে আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তুমি ত জান, আমার এমন কিছু আয় নাই যে, জীবিকার জন্য প্রকৃত-পক্ষে কোন কাজ না করিয়া, কেবলমাত্র সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া জীবন কাটাইতে পারি)।

এই পত্রে বঙ্গ-ভাষা সম্বন্ধে কবির যে মনোগত ভাবটি ব্যক্ত, তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতেও ঠিক সেই সুর কাব্যাকারে ধ্বনিত হইয়াছে ;—

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা' সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি, ইত্যাদি।

এইরূপে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর সর্ব্বত্রই কবির নানাবিধ মনোভাব কাব্যাকারে পরিস্ফুট। এই কবিতাগুলি বর্ণনাত্মক কবিতা নহে ;—প্রায় সকলগুলিই বস্তু-অবলম্বনে ভাবাত্মক কবিতা। সুদূর প্রবাসে বসিয়া অবসর-কালে, বাল্যের কথা, স্বদেশের কথা, স্মৃতি-পথে উদিত হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। উহাতে প্রবাসী মাত্রেরই হৃদয় এক-প্রকার করুণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবাসী কবির হৃদয়ে সেই আনন্দ কাব্য-শ্রী ধারণ করিয়া মুঞ্জরিত হইয়া উঠিবে, ইহা ত হইবারই কথা। সুদূর ফ্রান্স-দেশে অমরাবতী-সদৃশ ভার্সেল্‌স্ নগরে বসিয়া,কবি তাঁহার সেই"জন্মভূমি-স্তনে দুগ্ধ-স্রোতোরূপী কপোতাক্ষ নদ," যাহা তাঁহার মনঃ-ক্ষেত্রে বাল্য-স্মৃতির সহিত চির-প্রবাহিত ; সেই "বটবৃক্ষ", বাল্যে যাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া তিনি তাঁহার আ-শৈশব প্রিয় রামায়ণ পাঠ করিতেন ; "আশ্বিন মাস",যাহা তাঁহাকে বাল্যের সেই দুর্গোৎসবের কথা স্মরণ করাইয়া নয়নে বারি-ধারা বহাইয়া দিত ; "দেবদোল", "শ্রীপঞ্চমী" এবং সেই "কোজাগর-লক্ষ্মী-পূজা", যাহার স্মরণে তিনি নিজের জন্য ভিক্ষা মাগিয়াছেন ;—

থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিত্র-রুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ ; সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সু-তারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে।

রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, যাহা তাঁহার জীবনের চির-সহচর ; স্বদেশী কবি কালিদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, জয়দেব, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত ; আর বিদেশী কবি দান্তে, ভিকৃতর হ্যুগো, টেনিসন্, যাহাদের কবিত্ব-রসে তাঁহার মনোভৃঙ্গ মত্ত থাকিত ; করুণা-সিন্ধু বিদ্যাসাগর, যাঁহার "সুবর্ণ-চরণে" আশ্রয় পাইয়া কবির ঘোরতর দুঃসময় নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গিয়াছিল—এ-সকলই এই কবিতাবলীতে সুন্দর কাব্য-শ্রী ধারণ করিয়াছে। এ-সব ছাড়া, আরও বিবিধ প্রকারের মনোভাব এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে কবিত্বে চিত্রিত হইয়াছে।

কবি উচ্চাঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত হইলেও, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ), জয়দেব, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রতি তাঁহার কি চমৎকার উদার ও সহৃদয় মনোভাব ছিল, এই কবিতাবলীতে তাহা সুন্দর অভিব্যক্ত।

ইউরোপে অর্থ-কষ্টে তাঁহার কাব্য-প্রতিভা ক্রমে নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছিল,ইহা কবি নিজেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, এই কবিতাবলীই তাঁহার নির্ব্বাণ-প্রায় প্রতিভাগ্নির শেষ-শিখা ! তাই, তাঁহার "সমাপ্তে" কবিতায় করুণরসে আর্দ্র হইতে হয় ;—

বিসর্জ্জিব আজি, মাগো, বিস্মৃতির জলে !
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি' !)
ও প্রতিমা !

মারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র মা কি ভুলে তারে ?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি' যাই দূর বনে।
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ, ভারত-রতনে !"

কত অনাহারে, অনিদ্রায়, বরদার সেবা করিয়া শেষে বিদায়-কালে কবি বর চাহিয়াছেন—

জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ, ভারত-রতনে !

ইহার পূর্ব্বে কবি লক্ষ্মীর কাছেও বঙ্গের জন্য এইরূপ ভিক্ষা করিয়াছেন। ইহা হইতেই আমরা কবির মনোমধ্যে যে গভীর স্বদেশ-হিতৈষণার উৎস বিদ্যমান ছিল, তাহার সন্ধান পাই।

* * * *

পরিশিষ্টে যে কয়েকটী নীতি-গর্ভ কবিতা সন্নিবেশিত হইল, তাহাদের মধ্যে রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা ও ময়ূর ও গৌরী এই দুইটী ফ্রান্সে প্রবাস-কালে এবং অন্য গুলি জীবনের শেষ-ভাগে রচিত। ফ্রান্সে থাকিতে, বোধ হয়, ফ্রান্স-দেশীয় কবি Jean La Fontaine-এর কবিতার অনুকরণে মধুসূদন সেইরূপ ভাঙ্গা-মিত্রাক্ষর ছন্দে বালক-বালিকাদের পাঠোপযোগী নীতি-গর্ভ কবিতা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। জীবনের শেষ-ভাগে দারিদ্র-ও-রোগ-প্রপীড়িত হইয়াও যে, তিনি এমন সরল ও সুখ-পাঠ্য কবিতা-গুলি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে বেশী লিখিতে পারেন নাই;—সে অবস্থায় বেশী লিখিবার সম্ভাবনাও ছিল না।

অন্যান্য কবিতাদ্বয়ের মধ্যে "আত্মবিলাপ" কাব্যাংশে অতি উৎকৃষ্ট কবিতা। মানব-জীবনে আশার নিষ্ফলতায় মন কিরূপ ব্যথিত হয়, এই কবিতাটী সেই ব্যাখ্যার কাব্য-চিত্র। সংস্কৃতে হইলে, এই কবিতাটী মোহ-মুদ্গরের অযোগ্য হইত না। ইহা ১৮৬১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময়েই কবি নিজ-জীবনে নানা আশার নিষ্ফলতা নিদারুণ-ভাবে অনুভব করিতেছিলেন। কবিতাটী তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনেরও দ্যোতক। কবিরা বাস্তবিকই দূরদর্শী।

দ্বিতীয় কবিতাটী "বঙ্গভূমির প্রতি" অর্থাৎ তিনি যখন তাঁহার প্রদীপ্ত কাব্য-প্রতিভায় জলাঞ্জলি দিয়া, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ-যাত্রায় উদ্যোগী হইলেন, তখন ঐ কবিতাটী লিখিয়া, তিনি "শ্যামা" জননী বঙ্গভূমির কাছে বিদায় লইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার লিখিত পত্রে আছে—

বঙ্গভূমির প্রতি

"রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে"—ইত্যাদি।

Well,—I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long separation;—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least *respectable*.

My Native Land, Good-Night!—*Byron*.

কবিতাটী বঙ্গ-জননীর পদে কবির করুণ আত্ম-নিবেদন। প্রবাস-

যাত্রা-কালের বিদায়-গ্রহণ হইলেও, ইহা এখন আমাদের মনে তাঁহার চির-বিদায় স্মরণ করাইয়া দেয়। কবির প্রার্থনা সফল হইয়াছে—বঙ্গজননীর মনঃ-কোকনদ "মধুহীন" হয় নাই, হইবেও না।—তাঁহার স্মৃতি-জলে "মধুময় তামরস" চির-প্রস্ফুটিত হইয়া আছে ও থাকিবে।

শ্রীদীননাথ সান্যাল

আদ্য-বর্ণানুক্রমিক সূচী

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

পরিশিষ্ট

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

নীতিগর্ভ-কবিতাবলী

অন্যান্য কবিতা

বিজ্ঞাপন

মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর অধিকাংশ কবিতাই ছাত্র ও ছাত্রীদিগের পাঠোপযোগী। সেইজন্য আমি সেইগুলি নির্ব্বাচন করিয়া, এই "ছাত্র-সংস্করণ" প্রকাশ করিলাম। প্রচলিত সংস্করণগুলিতে যে-কয়েক স্থলে ভ্রান্ত পাঠ এত কাল চলিয়া আসিতেছে, প্রথম সংস্করণের সহিত মিলাইয়া সেই-সকল স্থলে প্রকৃত পাঠ দেওয়া হইল এবং যে-কয়েক স্থলে কবি পরে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই-সেই স্থলের পূর্ব্ব-পাঠও যথা-স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

কবি-প্রণীত কয়েকটী নীতি-গর্ভ কবিতা এবং অন্য দুইটী প্রসিদ্ধ কবিতা, ছাত্র-ছাত্রীদিগের পক্ষে উপযোগী বলিয়া, পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

যাঁহাদের জন্য এই সংস্করণ, তাঁহাদের বোধ-সৌকর্য্যার্থে প্রত্যেক কবিতাটীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। ব্যাখ্যাংশে, কবিতাগুলির ভাব-গত সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাধ্য-মত চেষ্টা করিয়াছি।

কৃষ্ণনগর
অগ্রহায়ণ—১৩২৫

শ্রীদীননাথ সান্যাল

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গ-বাণীর সেবায় ব্রতী হইয়া, প্রায় চারি-বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সম্মিলন-সম্ভূত সর্ব্বাংশে নূতন ধরণের এক অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া, কাব্য-প্রতিভার মধ্যাহ্নেই, তাঁহার চির-কল্পিত বাসনা সফল করিতে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ-যাত্রা করেন। ইউরোপ-গমনের জন্য এই প্রবল বাসনাই তাঁহার প্রদীপ্ত কাব্য-প্রতিভানলকে প্রশমিত করিয়াছিল। এই সময়ে লিখিত তাঁহার এক পত্রে আছে ;—

"But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse !"

(কিন্তু, বোধ হয়, আমার কবি-জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ডে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি ; সুতরাং আমাকে কবিতা-দেবীর কাছে বিদায় লইতেই হইল)।

এই প্রবল বাসনার বশে তিনি তাঁহার কাব্য-প্রতিভাকে প্রশমিত করিতে বাধ্য না হইলে, বোধ হয়, আমরা বীরাঙ্গনার দ্বিতীয় ভাগ, ব্রজাঙ্গনার অন্যান্য সর্গ এবং আরও কত কি পাইতে পারিতাম ! *

ইউরোপে গিয়া মধুসূদন এমন দারুণ অর্থ-কষ্টে পড়িয়াছিলেন যে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তা না পাইলে, সপরিবারে

* বীরাঙ্গনা-কাব্য ২১ খানি পত্রিকায় শেষ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের শেষে আছে—"ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা-কাব্যে বিরহো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।"—ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য সর্গ লিখিবার কল্পনাও তাঁহার ছিল। ইহা ছাড়া, আরও কাব্য-নাটকাদির কল্পনা যে তাঁহার মনে ধূমায়িত হইতেছিল, তাহা তাঁহার তৎকাল-লিখিত পত্রগুলি হইতে বুঝা যায়।

তাঁহার যে কি দুর্গতি হইত, তাহা ভাবিতে পারা যায় না। এইরূপ কষ্টের সময়েও তিনি কিরূপ উৎসাহের সহিত নানা ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা এবং সেই-সব ভাষার উৎকৃষ্ট কাব্যাদি পাঠ করিতেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। বস্তুতঃ, মধুসূদনের মত কাব্য-প্রিয় লোক জগতে কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার এক পত্র হইতে জানা যায়, সেই সময়ে তিনি ইতালীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি পেত্রার্কার চতুর্দ্দশপদী-কাব্য পড়িয়া বাঙ্গলায় সেইরূপ ছন্দের প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন ;—

"You again date your letter from Bagirhat. Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some "sonnets" after his manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ। I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say, the sonnet "চতুর্দ্দশপদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third: I flatter myself that since the day of his death, ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him. There is a variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear friend, our Bengali is a very beautiful language. It only wants men of genius to polish it up; such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably

wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation ; but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living."

(তোমার পত্র পুনরায় বাগেরহাট থেকে লেখা। এই বাগেরহাটই কি আমার জন্মভূমি-প্রবাহিণীর তীরবর্ত্তী ? আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রাকার কাব্য পড়িতেছি এবং তদনুকরণে কতকগুলি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছি। উহাদের মধ্যে একটী ঐ কবতক্ষ নদীর উদ্দেশ্যেই লিখিত। সেইটী এবং আর-একটী তোমাকে পাঠালাম। শেষেরটীর সংস্কৃত অনুবাদ পড়িয়া, এখানে আমার কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুর উহা বড়ই ভাল লাগিয়াছে। আমি বলিতে পারি, তোমারও ভাল লাগিবে। তুমি ঐ দুইটী নকল করাইয়া যতীন্দ্র * ও রাজনারায়ণকে † পাঠাবে এবং তাঁহাদের মতামত আমায় জানাবে। চতুর্দ্দশপদী-কবিতা আমাদের ভাষায় চমৎকার লাগিবে, ইহা বলিতে আমার সাহস হয়। শীঘ্রই আমার ক্ষুদ্র একখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইবে, আশা করিতেছি। আর একটী কবিতাও তোমায় পাঠাই। ভারতচন্দ্র রায় তাহার মৃত্যুর পরে, এমন সুন্দর প্রশংসাবাদ আর কাহারও নিকট পান নাই, এ বলিয়া আত্মপ্রশংসা করিতে পারি। এইরূপ নানা বিষয়ে কবিতা থাকিবে। রাজেন্দ্র ‡ এ বিষয় ভাল বুঝেন। ইচ্ছা করি, তাঁহাকেও ঐ কবিতাগুলি দেখাবে। এই নূতন ধরণের কবিতা সম্বন্ধে তোমাদের সকলের কি মত, আমায় লিখিবে। ভাই, সত্যই বলিতেছি, আমাদের বাঙ্গলা ভাষা অতি সুন্দর। কেবল, প্রতিভাশালী লোকেদের হাতে ইহা মার্জ্জিত হওয়া চাই মাত্র। আমাদের মধ্যে যাঁহারা, তাঁহাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষার দোষে, এই ভাষা প্রায় জানেন না বলিলেই হয়, অথচ উহাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন, তাহারা অতি শোচনীয়-রূপে ভ্রান্ত। ইহাকে মহাভাষা অথবা মহাভাষার উপকরণগুলি এই ভাষায় বিদ্যমান, এ কথা বলা যাইতে পারে। এই ভাষার অনুশীলনে জীবন

* ৺মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

† ৺রাজনারায়ণ বসু।

‡ ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

উৎসর্গ করিতে আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তুমি ত জান, আমার এমন কিছু আয় নাই যে, জীবিকার জন্য প্রকৃত-পক্ষে কোন কাজ না করিয়া, কেবলমাত্র সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া জীবন কাটাইতে পারি।)

এই পত্রে বঙ্গ-ভাষা সম্বন্ধে কবির যে মনোগত ভাবটী ব্যক্ত, তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতেও ঠিক সেই সুর কাব্যাকারে ধ্বনিত হইয়াছে ;—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা' সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি", ইত্যাদি।

এইরূপে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর সর্ব্বত্রই কবির নানাবিধ মনোভাব কাব্যাকারে পরিস্ফুট। এই কবিতাগুলি বর্ণনাত্মক কবিতা নহে ;—প্রায় সকলগুলিই বস্তু-অবলম্বনে ভাবাত্মক কবিতা। সুদূর প্রবাসে বসিয়া অবসর-কালে, বাল্যের কথা, স্বদেশের কথা, স্মৃতি-পথে উদিত হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। উহাতে প্রবাসী মাত্রেরই হৃদয় এক-প্রকার করুণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবাসী কবির হৃদয়ে সেই আনন্দ কাব্য-শ্রী ধারণ করিয়া মঞ্জরিত হইয়া উঠিবে, ইহা ত হইবারই কথা। সুদূর ফ্রান্স-দেশে অমরাবতী-সদৃশ ভার্সেলস্ নগরে বসিয়া, কবি তাঁহার সেই "জন্মভূমি-স্তনে দুগ্ধ-স্রোতোরূপী কবতক্ষ"-নদ, যাহা তাঁহার মনঃ-ক্ষেত্রে বাল্য-স্মৃতির সহিত চির-প্রবাহিত ; সেই "বটবৃক্ষ", বাল্যে যাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া তিনি তাঁহার আ-শৈশব প্রিয় রামায়ণ পাঠ করিতেন ; "আশ্বিন মাস", যাহা তাঁহাকে বাল্যের সেই দুর্গোৎসবের কথা স্মরণ করাইয়া নয়নে বারি-ধারা বহাইয়া দিত ; "দেবদোল", "শ্রীপঞ্চমী" এবং সেই "কোজাগর-লক্ষ্মী-পূজা", যাহার স্মরণে তিনি, নিজের জন্য নহে, বঙ্গের জন্য ভিক্ষা মাগিয়াছেন ;—

"থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চির-রুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ ; সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সু-তারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে।"

রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, যাহা তাঁহার জীবনের চির-সহচর ; স্বদেশী কবি কালিদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, জয়দেব, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত ; আর বিদেশী কবি দান্তে, ভিকৃতর হ্যুগো, টেনিসন্, যাঁহাদের কবিত্ব-রসে তাঁহার মনোভৃঙ্গ মত্ত থাকিত ; করুণা-সিন্ধু বিদ্যাসাগর, যাঁহার "সুবর্ণ-চরণে" আশ্রয় পাইয়া কবির ঘোরতর দুঃসময় নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গিয়াছিল—এ-সকলই এই কবিতাবলীতে সুন্দর কাব্য-শ্রী ধারণ করিয়াছে। এ-সব ছাড়া, আরও বিবিধ প্রকারের মনোভাব এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে কবিত্বে চিত্রিত হইয়াছে।

কবি উচ্চাঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত হইলেও, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ), জয়দেব, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রতি তাঁহার কি চমৎকার উদার ও সহৃদয় মনোভাব ছিল, এই কবিতাবলীতে তাহা সুন্দর অভিব্যক্ত।

ইউরোপে অর্থ-কষ্টে তাঁহার কাব্য-প্রতিভা ক্রমে নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছিল, ইহা কবি নিজেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, এই কবিতাবলীই তাঁহার নির্ব্বাণ-প্রায় প্রতিভাগ্নির শেষ-শিখা ! তাই, তাঁহার "সমাপ্তে" কবিতায় করুণ-রসে আর্দ্র হইতে হয় ;—

"বিসর্জ্জিব আজি, মাগো, বিস্মৃতির জলে !
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি' !)
ও প্রতিমা ! * *
* * * *

নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি' যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গে, ভারত-রতনে!"

কত অনাহারে, অনিদ্রায়, বরদার সেবা করিয়া শেষে বিদায়-কালে কবি বর চাহিয়াছেন—

"জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গে, ভারত-রতনে!"

ইহার পূর্ব্বে কবি লক্ষ্মীর কাছেও বঙ্গের জন্য এইরূপ ভিক্ষা করিয়াছেন। ইহা হইতেই আমরা কবির মনোমধ্যে যে গভীর স্বদেশ-হিতৈষণার উৎস বিদ্যমান ছিল, তাহার সন্ধান পাই।

* * * *

পরিশিষ্টে যে কয়েকটী নীতি-গর্ভ কবিতা সন্নিবেশিত হইল, তাহাদের মধ্যে দুইটী ফ্রান্সে প্রবাস-কালে এবং অন্য গুলি জীবনের শেষ-ভাগে রচিত। ফ্রান্সে থাকিতে, বোধ হয়, ফ্রান্স-দেশীয় কবি Jean La Fontaine-এর কবিতার অনুকরণে মধুসূদন সেইরূপ ভাঙ্গা-মিত্রাক্ষর ছন্দে বালক-বালিকাদের পাঠোপযোগী নীতি-গর্ভ কবিতা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। জীবনের শেষ-ভাগে দারিদ্র ও রোগ-প্রপীড়িত হইয়াও যে, তিনি এমন সরল ও সুখ-পাঠ্য কবিতা-গুলি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে বেশী লিখিতে পারেন নাই;—সে অবস্থায় বেশী লিখিবার সম্ভাবনাও ছিল না।

অন্যান্য কবিতাদ্বয়ের মধ্যে "আত্মবিলাপ" কাব্যাংশে অতি উৎকৃষ্ট কবিতা। মানব-জীবনে আশার নিষ্ফলতায় মন কিরূপ ব্যথিত হয়, এই কবিতাটী সেই ব্যথার কাব্য-চিত্র। সংস্কৃতে হইলে, এই কবিতাটী মোহ-মুদ্গরের অযোগ্য হইত না। ইহা ১৮৬১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময়েই কবি নিজ-জীবনে নানা আশার নিষ্ফলতা নিদারুণ-ভাবে অনুভব করিতেছিলেন। কবিতাটী তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনেরও দ্যোতক। কবিরা বাস্তবিকই দূরদর্শী।

দ্বিতীয় কবিতাটী "বঙ্গভূমির প্রতি" অর্থাৎ তিনি যখন তাঁহার প্রদীপ্ত কাব্য-প্রতিভায় জলাঞ্জলি দিয়া, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ-যাত্রায় উদ্যোগী হইলেন, তখন ঐ কবিতাটী লিখিয়া, তিনি "শ্যামা" জননী বঙ্গভূমির কাছে বিদায় লইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার লিখিত পত্রে আছে—

"Well—I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long separation;—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least *respectable*.

"My Native Land, Good-Night!"—*Byron*.

বঙ্গভূমির প্রতি

"রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে"—ইত্যাদি।

কবিতাটী বঙ্গ-জননীর পদে কবির করুণ আত্ম-নিবেদন। প্রবাস-

যাত্রা-কালের বিদায়-গ্রহণ হইলেও, ইহা আমাদের মনে তাঁহার চির-বিদায় স্মরণ করাইয়া দেয়। কবির প্রার্থনা সফল হইয়াছে—বঙ্গ-জননীর মনঃ-কোকনদ মধুহীন হয় নাই, হইবেও না।—তাঁহার স্মৃতি-জলে "মধুময় তামরস" চির-প্রস্ফুটিত হইয়া আছে ও থাকিবে।

শ্রীদীননাথ সান্যাল

আদ্য-বর্ণানুক্রমিক সূচী

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

—00—

পরিশিষ্ট



নীতি-গর্ভ কবিতাবলী



ভ্রম-সংশোধন

মূল	১২ পৃষ্ঠা—	ফুলাধারে	স্থলে	ফুলাধরে	হইবে।
„	৩৭ „	শশ্মান	„	শ্মশান	„
„	৯৭ „	সুবর্ণারশ্মি	„	সুবর্ণ-রশ্মি	„
ব্যাখ্যা	১৩১ „	সাজি	„	বাজি	„



চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

উপক্রম

(১)

যথাবিধি বন্দি' কবি আনন্দে আসরে,
কহে যোড় করি' কর, গৌড় সু-ভাজনে ;—
সেই আমি,—ডুবি' পূর্ব্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে ;—
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল,—কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;—
কল্পনা-দূতীর সাথে ভ্রমি' ব্রজ-ধামে,
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার-ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হ'য়ে শ্যামে ;)—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যা'র, বীর-জায়া-পক্ষে বীর-পতি-গ্রামে ;—
সেই আমি ;—শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি !—

(২)

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহু-বিধ পিক যথা গায় মধু-স্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি' বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি' নিরন্তরে ;—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি ; বাক্-দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ-বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে(১) এই ক্ষুদ্র মণি,
স্ব-মন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্ন-ভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি',
উপহার-রূপে আজি অরপি রতনে ॥

ফরাসীস্-দেশস্থ ভর্‌সেলস্ নগরে।
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

(১) পায়ে—(১ম সংস্করণ)।

বঙ্গ-ভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা' সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি',
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পর-দেশে, ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি' !
অনিদ্রায়, অনাহারে(১) সঁপি' কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি' ;—
কেলিনু শৈবলে, ভুলি' কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুল-লক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে(২) রতনের রাজি ;
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি', অজ্ঞান তুই, যা, রে, ফিরি' ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

(১) নিরাহারে—(১ম)।
(২) গৃহে তব—(১ম)।

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে। বসি' বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা !) বাম করে সাপটি' হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তা'রে উগরি' সঘনে।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে ;
বহিছে দহের বারি মৃদু কল-কলে।—
কার্ না ভোলে, রে, মনঃ, এ হেন ছলনে !
কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধা-দানে
অমর করিলা তোমা' অমরকারিণী
বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ ;
এবে কে না পূজে তোমা', মজি' তব গানে ?—
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে "চণ্ডী" কমলে কামিনী ॥

অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি',
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ, তব ঘরে
অন্নদা ! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী ;—
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা' রাজপদে বরি',
রাজাসন, রাজছত্র, দেবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী ; ধন-স্রোতে তব ভাগ্য-তরী
ভাসিবে অনেক দিন, জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ;—
চঞ্চলা ধনদা রমা ; ধনও চঞ্চল ;
তবু, কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—"অন্নদা-মঙ্গল"—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডল ॥

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালিয়া(১) সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি' ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা, আনি' মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি' স্ব-বলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি,
জুঁড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।—
হে কাশি, কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান ॥

(১) ঢালি—(১ম)।

কীর্ত্তিবাস

জনক, জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কীর্ত্তিবাস নাম তোমা' !—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবি-পতি,
নয়নরঞ্জন রূপ কুসুম-যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে ! আপনি ভারতী,
বুঝি, ক'য়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব-জনমের তব স্মরি', হে, ভকতি !
পবন-নন্দন হনূ, লঙ্ঘি' ভীম-বলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার-বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ;—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও, গো, রামের নাম সুমধুর-তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি' !

জয়দেব

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে,
শিখী-পুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত-ধড়া গলে,
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে !
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে !
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে ;—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গা'বে পিকগণে ;—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর লহরী ;—
মৃদুতর কল-কলে কালিন্দী আপনি
চলিবে ! আনন্দে শুনি' সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি' কি র'বে ব্রজের সুন্দরী ?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,—
কে আছে ভারতে ভক্ত, নাহি ভাবে মনে ?

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি !
কার্, গো, না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে ?
শুনিয়াছি লোক-মুখে,—আপনি ভারতী,
সৃজি’ মায়া-বলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায় ; অমৃত-রসে রসনা সিকতি’,
আপনার স্বর্ণ-বীণা অরপিলা করে !—(১)
সত্য কি, হে, এ কাহিনী, কহ, মহামতি ?
মিথ্যা বা কি বলে’ বলি ! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি’ জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে !)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি’ ভারতে
(পুণ্যভূমি !), হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে !

(১) অর্পিলা ও করে !—(১ম) ।

যশের মন্দির

সুবর্ণ-দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ-শিরে! সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি, গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ ঊর্দ্ধগামী জনে!
তবুও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি' মনে
বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,
না পারি' লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে।
ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা' সবারে।—
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি';—"ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার্ সাধ্য উঠিবারে?
যশের মন্দির ওই; ওথা যা'র গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে, রে, 'তা'রে!"

কবি

কে কবি—ক'বে কে মোরে? ঘটকালি করি',
শবদে-শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী? তা'র শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয়-শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যা'র মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি'
ভাবের সংসারে তা'র সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যা'র আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যা'র ইচ্ছা-বলে;
নন্দন-কানন হ'তে যে সুজন আনে
পারিজাত-কুসুমের রম্য পরিমলে;
মরুভূমে—তুষ্ট হ'য়ে যাহার ধেয়ানে,
বহে জলবতী নদী মৃদু কল-কলে!

দেব-দোল

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে,—
ভেবো না, গুঞ্জরে অলি চুম্বি' ফুলাধারে ;
ভেবো না, গাইছে পিক কল কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যূষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে !
দেখ, মীলি,' ভক্ত জন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল অম্বরে,—
আসিছেন সবে হেথা—এই দোলাসনে—
পূজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে !
স্বর্গীয় বাজনা ওই ! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি ?
কিন্নরের বীণা-তান অপ্সরার রবে !
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি !

শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূ-ভারতে
বিসর্জ্জিবে ভূ-ভারত,(১) বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে ;—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে !
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁ'র ইচ্ছা-মতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে,
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে !
কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে !
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ?

(১) ভূ-ভারতে,—(১ম)।

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তা'র চক্ষে ধরে
নলিনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যা'র,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে ?
কি কাক, কি পিক-ধ্বনি,—সম ভাব তা'র
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন !—দয়া করি' নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি' অবতার
বাণী-রূপে বীণা-পাণি এ নর-নগরে।—
দুর্ম্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে ! হায়, সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণ-পদ্ম, পদ্মবাসিনী ভারতি !
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা, গো, এ মোর মিনতি।

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষ-মর্দ্দিনী-রূপে ভকতের ঘরে ;
বামে কম-কায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী স্বর্ণ-বীণা করে ;
শিখী-পৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁ'র শরে হত
তারক—অসুর-শ্রেষ্ঠ ; গণ-দল যত,
তা'র পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ ;—আদি-ব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল ! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে !—
কি আনন্দ ! পূর্ব্ব-কথা কেন ক'য়ে, স্মৃতি,
আনিছ, হে, বারি-ধারা আজি এ নয়নে ?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব-ভকতি ?

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়া'য়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি-রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি'
ধরিতেছে তা' সবারে সুনীল আঁচলে!—
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী?
অতি-ত্বরা গড়ি' ধনী দৈব-মায়া-বলে
বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে, লো, হাসি'—
কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে!
সাজাইবে গজ, বাজী; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ-কিরীট দিবে; বহা'বে অম্বরে
নদ-স্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণ-বর্ণ নীরে!
সুবর্ণের গাছ রোপি', শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে!—এ বাজি করি', রে,
শুভ ক্ষণে দিনকর কর দান করে!

সায়ংকালের তারা

কা'র সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি, লো, হেন খনি, যা'র গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির ? কি ফণিনী, যা'র সু-কবরী
সাজায় সে তোমা' সম মণির উজ্জ্বলে ?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা' নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা' বাসে না শর্ব্বরী ?
হেরি' অপরূপ রূপ, বুঝি, ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী ; তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা' সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তা'রা সুহাস-অম্বরে ?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে ?—
ক্ষণমাত্র দেখি' মুখ, চির আঁখি স্মরে !

নিশা-কালে নদী-তীরে বট-বৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির

রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে ;—আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকী-ব্রজ, এই তরু-তলে
পূজিতে রজনী-যোগে বৃষভ-বাহনে।
ধূপ-রূপ পরিমল অদূর কাননে
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতূহলে
মলয় ; কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
বীচী-রব-রূপ পরি' নূপুর, চঞ্চলে
নাচিছে ; আচার্য্য-রূপে(১) এই তরু-পতি
উচ্চারিছে বীজ-মন্ত্র। নীরবে অম্বরে,
তারা-দলে তারা-নাথ করেন প্রণতি—
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে !
তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী,—
সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে !

(১) আশ্চর্য্য-রূপ—(১ম)।

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা করি',
কা'র হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে ?
এ সু-পথ দিয়া কি, গো, ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যা'ন নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে,—সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনি' ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
সৌন্দর্য্যে ?—এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি !
রাণী তুমি ; নীচ আমি ; তেঁই ভয় করে,
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে ; পবন-কিঙ্করে,—
ফুল-কুল-সহ কথা কহ দিয়া যা'রে,—
দেও ক'য়ে ; কহিবে সে কানে, মৃদু স্বরে,
যা' কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে !

বটবৃক্ষ

দেব-অবতার ভাবি' বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর, তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি' !
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু ! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি',
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি' তাঁ'রে।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ-ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি' হৃষ্ট-মনে ;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি' যতনে !
দেব নহ ; কিন্তু গুণে দেবতার মত !

সৃষ্টিকর্ত্তা

কে সৃজিলা এ সু-বিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কা'রে
এ রহস্য-কথা বিশ্বে, আমি মন্দমতি ?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি ;—
দেহ মহাদীক্ষা, দেবি ! ভিক্ষা, চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—
ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে। কহ, হে, আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁ'র আদি-জ্যোতিঃ, হেম-আলোক-সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে ?—
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
কর কেলি, নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ। নদকুল, কহ কল-কলে,
কিম্বা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর স্বননে ॥

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ-দেশান্তরে
দেব ভাবি' পূজে তোমা', রবি দিনমণি!
দেখি' তোমা' দিবা-মুখে উদয়-শিখরে,
লুটা'য়ে ধরণী-তলে, করে স্তুতি-ধ্বনি!—
আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে
শোভ তুমি, বিভাবসু, মধ্যাহ্নে অম্বরে
সমুজ্জ্বল কর-জালে আবরি' মেদিনী।
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি;—
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে;
উর্ব্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বসুমতী;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে!—
কিন্তু কি মহিমা তাঁ'র, কহ, দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যাঁ'র পদ-তলে!

সীতা দেবী

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কখন দেখি, মুদিত-নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারি-দিকে চেড়ীবৃন্দ,—চন্দ্র-কলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে! হায়, বহে বৃথা,
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হ'তে অশ্রু-ধারা ঘনে!
কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চির-জয়ী রণে?
কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস? জানেনা মূঢ়, কি ঘটিবে পরে!
রাহু-গ্রাহ-রূপ ধরি' বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে!
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা, অতল সাগরে!

মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি' আরোহণ,
উতরিনু, যথা বসি' বদরীর তলে,
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি,—ঋষিকুল-ধন !
শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি ; উন্মীলি' নয়ন
দেখিনু কৌরবেশ্বরে, মত্ত বাহু-বলে ;
দেখিনু পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে
হুঙ্কারে ! আইলা কর্ণ—সূর্য্যের নন্দন—
তেজস্বী। উজ্জ্বলি' যথা ছোটে অনম্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামতি,
আলো করি' দশ দিশ, ধরি' বাম করে
গাণ্ডীব—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু-প্রতি।
তরাসে আকুল হৈনু এ কাল-সমরে,
দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি ॥

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি' পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে-রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষাতুর জন যথা হেরি' জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তা'র দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দু'খানি, দেবি সরস্বতি !—
মা'র কোল-সম, মা গো, এ তিন-ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তা'রে ?
কে মোছে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?
কে তা'র মনের খেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাখা কথা ক'য়ে, স্নেহের কৌশলে ?—
এই ভাবি', কৃপাময়ি, ভাবি, গো, তোমারে !

কবতক্ষ-নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে ;
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্র-ধ্বনি) তব কল-কলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !—
বহু-দেশে দেখিয়াছি বহু-নদ-দলে ;
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কা'র জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !
আর কি, হে, হ'বে দেখা ?—যত দিন যা'বে
প্রজা-রূপে, রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি, এ মিনতি,—গা'বে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা রীতে
নাম তা'র, এ প্রবাসে মজি' প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে !

ঈশ্বরী পাটনী

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী"।—অন্নদামঙ্গল।

কে তোর তরীতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি ?
ছলিতে তোরে, রে, যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করী, বাম করে ধরি' যা'রে বলে,
উগরি', গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে সুবদনী ?
রূপের খনিতে আর আছে কি, রে, মণি
এর সম ? চেয়ে দেখ্, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক-কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি', পেলি এ রমণী ?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময়! এ নব যুবতী—
নহে, রে, সামান্যা নারী, এই লাগে মনে ;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা, রে, শীঘ্রগতি।
মেগে নিস্, 'পার করে', বর-রূপ ধনে,
দেখায়ে ভকতি ;—শোন্, এ মোর যুকতি ॥

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ ; যা'র কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জ-বনে !—
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যেমতে,
গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে !
মধুময় মধু-কাল সর্ব্বত্র জগতে ;—
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,
বসুমতী সতী যবে রত প্রেম-ব্রতে ?—
দুরন্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এ দেশে *
নির্দ্দয় ; ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি !—
না দেয় শোভিতে কভু ফুল-রত্নে কেশে ;
পরায় ধবল বাস, বৈধব্যে যেমতি !—
ডাক তুমি ঋতুরাজে,—মনোহর বেশে
সাজাতে ধরায় আসি',—ডাক শীঘ্র-গতি !

* ফরাসিস্ দেশে।

প্রাণ

কি সু-রাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাসন!
বাহু-রূপে তুই রথী, দুর্জ্জয় সমরে,
বিবিধ বিধানে পুরী তব রক্ষা করে;—
পঞ্চ অনুচর তোমা' সেবে অনুক্ষণ।
সু-হাসে ঘ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুল-বন;
যতনে শ্রবণ আনে সু-মধুর স্বরে;
সুন্দর যা' কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, সুনীল নভে, সর্ব্ব চরাচরে!
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, সু-মতি!
পদ-রূপে তুই বাজী তব রাজদ্বারে;
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভবে বৃহস্পতি;—
সরস্বতী-অবতার রসনা সংসারে!
স্বর্ণ-স্রোতোরূপে লহু, অবিরল-গতি,
বহি' অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে, হে, তোমারে!

কল্পনা

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গী কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি ;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি !
চল, যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধা-কান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচা'য়ে, সঘনে
পূরি' বেণু-রবে দেশ !—কিম্বা, শুভঙ্করি,
চল, লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি ;—
কিম্বা, সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শর-জালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি ।—
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,—
নাহি স্থল, যথা, দেবি, নহে তব গতি !

রাশি-চক্র

রাজপথে শোভে যথা, রম্য-উপবনে,
বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িলা তেমতি
দ্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে,
তব নিত্য-পথে শূন্যে, রবি দিনপতি !
মাস-কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি,
গ্রহেন্দ্র ; প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে,—
কখন বা প্রতিকূল জীব-কূল প্রতি !
আসে এ বিরামালয়ে সেবিতে চরণে
গ্রহব্রজ ; প্রজাব্রজ. রাজাসন-তলে
পূজে রাজপদ যথা ; তুমি, তেজাকর,
হৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রসাদের ছলে,
প্রদানো(১) প্রসন্ন-ভাবে সবার উপর।
কাহার মিলনে তুমি হাস কুতূহলে ;
কাহার মিলনে বাম ;—শুনি পরস্পর।

(১) প্রদান—(১ম)।

মধুকর

শুনি' গুন্-গুন্ ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে, রে, বিষাদে!—
ফুল-কুল-বধূ-দলে সাধিস্ যতনে
অনুক্ষণ, মাগি' ভিক্ষা অতি মৃদু নাদে,
তুম্‌কী বাজায়ে যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই ? ক' মোরে, কি সাদে
মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস্ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্র-লোকে, দানব-বিবাদে,
সুধামৃত ? এ আয়াসে কি সু-ফল ফলে ?
কৃপণের ভাগ্য তোর ! কৃপণ যেমতি
অনাহারে, অনিদ্রায়, সঞ্চয়ে বিকলে
বৃথা অর্থ ; বিধি-বশে তোর সে দুর্গতি !
গৃহ-চ্যুত করি' তোরে. লুটি লয় বলে,
পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি !

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে ?
কোন্ জন ? কোন্ কালে ?—জিজ্ঞাসিব কা'রে ?
কহ মোরে, কহ, তুমি কল-কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক, লো, তা'রে !
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি' অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীর্ত্তি তা'র চিরদিন ভবে,—
দীপরূপে আলো করি' বিস্মৃতি-আঁধারে ?
বৃথা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে।
কি আছে, লো, চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে ?
গুঁড়া হয়ে উড়ি' যায় কালের পীড়নে
পাথর ; হুতাশে তা'র কি ধাতু না গলে ?—
কোথা সে, কোথা বা নাম, ধন, লো ললনে ?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল জলে !

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্

ধর ধনুঃ সাবধানে, পার্থ মহামতি।
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধ-ভরে তব পানে! ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা' ছলিতে ছলন!
হুঙ্কারি' আসিছে ছদ্মা মৃগরাজ-গতি;
হুঙ্কারি', হে মহাবাহু, দেহ তুমি রণ।
বীর-বীর্য্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীর-বীর্য্যে আশুতোষে তোষ, বীর-ধন!
করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে;
কিন্তু, হে কৌন্তেয়, কহি, বাচিছ যে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—দুর্লভ এ বর!—
কি লাজ, অর্জ্জুন, কহ, হারিলে এ রণে?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর!

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী ;—
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুসুম-কুলের কলি কুসুম-যৌবনে ;—
বহি যথা সু-প্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ সুখে সিন্ধুর চরণে ;—
এইরূপে ইহ-লোক—শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরন্তর সুখ-রূপ পরম রতনে
পায় পরে পর-লোকে, ধরমের বলে।
হে ধর্ম্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি',
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি' পাপ-ছলে ?
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণ-তরী
তেয়াগি', কি লোভে ডুবে বাতময় জলে ?—
দু-দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি' ?

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি' পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে?
এ মম মিনতি, দেব, আসি' অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।
তা' হ'লে, পূজিব আজি, মজি' কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর, ভারত-ভবনে!
নমি' পায়ে, ক'ব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে;
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে;
কেড়ে ল'ব রাজপদ তব আশীর্ব্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।

শ্মশান

বড় ভালবাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা, দেখি, ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে!
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা! এ সদনে
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে;—
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।—
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি'।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি।

করুণা-রস

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে,—মলিন-মুখী, শরতের শশী
রাহুর তরাসে যেন ! সে বিরলে বসি'
মৃদে কাঁদে সুবদনা ; ঝরঝরে ঝরি',
গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি' !
সে নদের স্রোতঃ অশ্রু পরশন করি',
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণ-কান্তি ধরি',
মধুলোভী মধুকরে মধু-রসে রসি',
গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি' !
না পারি' বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে ; বিজন দেশ ; হৈল দৈব-বাণী ;—
"কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে ;
করুণা বামার নাম—রস-কুলে বাণী ;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে !"

সীতা—বনবাসে

ফিরাইলা বন-পথে অতি ক্ষুন্ন মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিতি' চক্ষুঃ-জলে ;—
উজলিল বন-রাজী কনক-কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে !
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে ;—
"ত্যজিলা কি রঘু-রাজ, আজি এই ছলে,
চির জন্মে জানকীরে ? হে নাথ, কেমনে—
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে ?
কে, কহ, বারিদ-রূপে স্নেহ-বারি-দানে
(দাবানল-রূপে যবে দুখানল দহে),
জুড়াবে, হে রঘু-চূড়া, এ পোড়া পরাণে ?"
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী ; ধীরে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি, নির্ম্মিত পাষাণে !



কত ক্ষণে কাঁদি' পুনঃ কহিলা সুন্দরী ;—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি' কুস্বপনে !
হায়, অভাগিনী সীতা ! ওই যে সে তরী,
যাহে বহি' বৈদেহীরে আনিলা এ বনে
দেবর ! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি !—
কাঁপি' ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে !
অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুরে, লো, ধরি',
গ্রাসিবে ; নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
ভাঙ্গি' বিনাশিবে ওরে ! হে রাঘব-পতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে !
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তা'র গতি !"—
মূর্চ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,
পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি কাননে যেমতি
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে।

বিজয়া-দশমী

'যেয়ো না, রজনি, আজি ল'য়ে তারাদলে !
'গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যা'বে !—
'উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
'নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে !
'বার মাস তিতি', সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
'পেয়েছি উমায়(১) আমি ! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
'তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
'এ দীর্ঘ-বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়া'বে ?
'তিন দিন স্বর্ণ-দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
'দূর করি' অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
'মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে !
'দ্বিগুণ আঁধার ঘর হ'বে, আমি জানি,
'নিবাও এ দীপ যদি !'—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

(১) তোমায়—(১ম)।

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভ নভে, নিশাপতি, এবে, হে, বিমলে !—
হেমাঙ্গী রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি',
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গী-দলে !—
জান না কি, কোন্ ব্রতে, লো সুর-সুন্দরি,
রত ও নিশায় বঙ্গ ? পূজে কুতূহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি' ;
বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে !
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরী !
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি' এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে ;—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ ; সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সুতারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে !

বীর-রস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে ; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন ! ভীম শরাসনে
ধরি' বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ, হুঙ্কারি' ভীষণে !
ব্যোমকেশ-সম কায় ; ধরাতল পদে,
রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি' জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
ঢালখান ; উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি ;
চৌদিকে বিবিধ অস্ত্র। সুধিনু তরাসে,—
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি ?"
আইল শবদ বহি' স্তবধ আকাশে—
"বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি !"

গদা-যুদ্ধ

দুই মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধ শুণ্ড করি',
রকত-বরণ-আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল-রণে,
গরজিলা দুর্য্যোধন, গরজিলা অরি
ভীমসেন। ধূলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল; অধীরে ধরা থর-থর-থরি'
কাঁপিলা;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে;
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন! যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি' চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা
বিজলী; গদায় গদা লাগি' রণ-স্থলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা!
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে!

গোগৃহ-রণে

হুহুঙ্কারি' টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি !
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি-সারি,
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি !—
শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি',
শূরেন্দ্র শোভিলা পুনঃ, যথা দিনপতি,
প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি',
শোভেন অম্লানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলী ;—"চালাও স্যন্দনে,
বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন্য-দলে
লুকাইছে দুর্য্যোধন হেরি' মোরে রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে
বজ্রাগ্নির কাল-তেজে ভয় পেয়ে মনে।—
দণ্ডিব প্রচণ্ডে দুষ্টে গাণ্ডীবের বলে।"

কুরুক্ষেত্রে

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে, সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি', অনিবার-গতি!
সে কাল-অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে, সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে ;—
গরজিলা মহাবাহু চারি দিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি' ঘন ধূমের মূরতি,
উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি' আর্জ্জুনি বিষাদে,
ছাঁড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে!
আঁধারি' চৌদিকে(১) যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে,
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অন্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।

(১) চৌদিক—(১ম)।

রৌদ্র-রস

শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে ;—
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে ;—
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিছে গগনে !
সচূড়ে পাহাড় কাঁপে থর-থর-থরে ;
কাঁপে চারি দিকে বন যেন ভূকম্পনে ;
উথলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধ ভরে,
যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ-ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিনু ভারতীর জ্ঞানার্থে সত্বরে।
কহিলা মা ;—'রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি ;
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি' এই স্থলে,—
(কৃপা করি' বিধি মোরে দিলা এ শকতি)—
বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।
বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি' রোষানলে।

দুঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি', বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে ;
হেরি' ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্র-রূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে !—
পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে ;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহ-নাদে ধরি' মৃগে বনে
কামড়ে(১) প্রগাঢ়ে ঘাড়, লহু-ধারা শোষে ;—
বিদরি' হৃদয় তা'র ভৈরব-আরবে,
পান করি' রক্ত-স্রোতঃ গর্জ্জিলা পাবনি ;—
"মনাগ্নি নিবা'নু আমি আজি এ আহবে,
বর্ব্বর !—পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী ;—
তা'র কেশপাশ পর্শি', আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি।"

(১) কামড়ি—(১ম)।

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথ-চক্র নীরবে ঘুরিল,
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুকায়ে মরিল,
হায় রে, ক'ব তা' কা'রে, ক'ব তা' কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,—
নাহি যা'র মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যা'র কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যা'র নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি' মণ্ডিত কমলে
তোর, যম-দূত, জন্মে বিস্ময় এ মনে!
কোথায় পাইলি তুই,—কোন্ পুণ্য-বলে—
সাজাতে কু-চূড়া তোর, হেন সু-ভূষণে?
বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মণ্ডলে
সৃষ্টি তোর! ছট্‌ফটি', কে না জানে, জ্বলে
শরীর, বিষাগ্নি যবে জ্বালাস্ দংশনে?—
কিন্তু তোর্ অপেক্ষা, রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নর-কুলে!—
তোর সম বাহ্য-রূপে অতি মনোহারী;—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম-ফুলে।
কে সে? ক'বে কবি, শোন্! সে, রে, সেই নারী,
যৌবনের মদে যে, রে, ধর্ম্ম-পথ ভুলে!

শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারী
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে ?
ক' মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মন তোর ? বুঝা, রে, যা' বুঝিতে না পারি !
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি' কি, রে, ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি ?
রোদন-নিনাদ কি, রে, লোকে মনে করে
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি' ?
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে ?--
কবির কু-ভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুঃখের আঁধারে মজি' গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে, রে, মধু-বরিষণে !
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে ?--
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি' হুতাশনে !

দ্বেষ

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মন
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে !
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন,
পোড়ে আঁখি যা'র, যেন বিষ-বরিষণে,
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
বাসন্ত আমোদে পূরি' ভাগ্যের কানন
পরের ! কি গুণ দেখে, ক'ব তা' কেমনে,
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ
তুমি ? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি' যোড় করে
মাগি রাঙা পায়ে, দেবি,—দ্বেষের অনলে
(সে মহা নরক ভবে !) সুখী দেখি' পরে,
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
যদিও না পাত তুমি তা'র ক্ষুদ্র ঘরে
রত্ন-সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে !

ঐ

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে,
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
যেমতি ; তবু সে নদ, শোভে যা'র কূলে
সে কানন, যত্থপিও তা'র কলেবরে
নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুখ সে ভুলে
পড়শীর সুখ দেখি' ; তবুও সে ধরে
মূর্ত্তি তা'র হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে ! আনন্দ-গীত গায় মৃদু স্বরে !—
হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্ করি',
সৃজেছেন দাসে বিধি ; তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি',
কু-ইন্দ্রিয়-বশে হ'ব এ কুপথ-গামী ?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি,
দ্বেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী ।

যশ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর্ সাগরের তীরে,
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি' কি, রে, ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?—
অথবা খোদিনু তা'রে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি' অক্ষর সু-ক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহা, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?—
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে ;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা ; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।
সেইরূপ, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে ;—
কু-যশে নরকে যেন, সু-যশে—আকাশে !

ভাষা

"O matre pulchra—
Filia pulchrior !"—HOR.

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা।—

মূঢ় সে, পণ্ডিত-গণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরী
ভাষা !—শত ধিক্ তা'রে ! ভুলে সে কি করি'
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী !
রূপ-হীনা দুহিতা কি, মা যা'র অপ্সরী ?—
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কু-ধ্বনি ?—
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী ? সীতারে গর্ব্বে ধরিলা ধরণী।
দেব-যোনি মা তোমার, কাল নাহি নাশে,
রূপ তাঁ'র ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব রস-সুধা কোথা' বয়েসের হাসে ?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি !
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী !

সাংসারিক জ্ঞান

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
"সু-মধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
"কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
"মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?
"স্ব-তরীতে তুলি' তোরে বেড়াবে কি বা'য়ে
"সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি' মনে
"কোন জন ? দেবে অন্ন অর্দ্ধ-মাত্র খা'য়ে,
"ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি', রে, তোরণে ?
"ছিঁড়ি' তার-কুল, বীণা ছুঁড়ি' ফে'ল দূরে !"—
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি !
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ?
উদাসীন-দশা তা'র সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা' ভারতি !

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শ্রোতঃ-পথে বহি' যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য ? এই ভাবি মনে ;—
নাহি কি, হে, কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়া'য়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি' মঠ, রাখে তা'র তলে ?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছে পার ; তেঁই গোপ-গ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা' ? স্মরণ-নিকষে
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম, এবে তব নামে
নাহি কি, হে, জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি' নিন্দা তোমা' করে
জ্যোতিষী ? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি !
ছয় চন্দ্র রত্ন-রূপে সুবর্ণ-টোপরে
তোমার ; সু-কটিদেশে পর, গ্রহ-পতি,
হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে !
সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি।
বাখানে নক্ষত্র দল ও রাজ-মূরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ-বীণা বাজা'য়ে অম্বরে।
হে চল রশ্মির রাশি ! সুধি কোন্ জনে—
কোন্ জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ?
জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে ;—
হেন রাজ্য প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে !
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীট-রূপে কুসুম কি নাশে ?

সাগরে তরী

হেরিনু নিশায় তরী অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি', ধীরে ধীরে চলে,
রঙ্গে সু-ধবল পাখা বিস্তারি' অম্বরে!
রত্নের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা-বর্ণ-করে,—
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে।
চারিদিকে ফেনাময় তরঙ্গ সু-স্বরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি' এ সুন্দরী
বামারে, বাখানি' রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে-ব্যস্তে সরি',—
নীচ জন হেরি' যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি',—
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুর-পুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
অর্জ্জুন, স্ব-কাজ যথা সাধি' পুণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে ; তুমি, হে, তেমতি,
যাও সুখে ফিরি' এবে ভারত-মণ্ডলে ;—
মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী !—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে !
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা' ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে
(স্নেহাসার !) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি'
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্ত্তা ।—যাও দ্রুতে, তরি,
নীলমণি-ময় পথ, অপথ সাগরে ! (১)
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গ-লক্ষ্মী ! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে !

(১) অকূল সাগরে ।—(১ম) ।

শিশুপাল

নর-পাল-কুলে তব জনম সু-ক্ষণে,
শিশুপাল! কহি, শুন;—রিপু-রূপ ধরি',
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে
বীরেশ, এ ভব-দহে মুকতির তরী!
টঙ্কারি' কার্ম্মুক, পশ হুহুঙ্কারে রণে;
এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি',
নিন্দা-ছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব-চরণে।
জানি, ইষ্টদেব তব,—নহেন, হে, অরি,—
বাসুদেব; জানি আমি বাগ্‌দেবীর বরে।
লৌহ-দন্ত হল,—শুন, বৈষ্ণব সুমতি,
ছিঁড়ি' ক্ষেত্র-দেহ যথা ফলবান্ করে
সে ক্ষেত্রে; তোমায় ক্ষণ যাতনি' তেমতি
আজি, তীক্ষ্ণ শর-জালে বধি' এ সমরে,
পাঠা'বেন সু-বৈকুণ্ঠে সে বৈকুণ্ঠ-পতি।

তারা

নিত্য তোমা' হেরি প্রাতে ওই গিরি-শিরে
কি হেতু, কহ তা' মোরে, সুচারু-হাসিনি ?
নিত্য অবগাহি' দেহ শিশিরের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী !
বহে কল-কল-রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে ; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি, লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ-মন্দিরে ?—
কিম্বা, দেহ-কারাগার তেয়াগি' ভূতলে,
স্নেহ-কারী-জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
ভালবাসি' এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয়-আঁধার তা'র খেদাইতে দূরে ?
সত্য যদি,—নিত্য তবে শোভ নভস্তলে ;—
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য-নিত্য উরে।

অর্থ

ভেবো না, জনম তা'র এ ভবে কু-ক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যা'র ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ-কিরণে ;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্ব-ভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়া'য়ে আদরে !
কি লাভ সঞ্চয়ি', কহ, রজত-কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয় ? বাঁধা রমা চির কার ঘরে ?
তা'র ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হ'লে, বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দহে।
তা'র ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে !

কবি-গুরু দান্তে

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে ; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান ! জনম তব পরম সু-ক্ষণে !
নব-কবি-কুল-পিতা তুমি মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সু-খণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি' নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে,
সে বিষম দ্বার দিয়া, আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি' আশা, পশে
পাপ-প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।
যশের আকাশ হ'তে কভু কি, হে, খসে
এ নক্ষত্র ? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে ?

পণ্ডিতবর থিওডোর্ গোল্ড্ষ্টুকর্

মথি' জল-নাথে যথা দেব-দৈত্যদলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ব-বলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে !
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে !
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সু-সঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে ?—
বাজা'য়ে সু-কল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে ;
বদরিকাশ্রম হ'তে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম ধ্বনি করে !
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি !—
কে জানে, কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে !

কবিবর আল্‌ফ্রেড্‌ টেনিসন্‌

কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে ! গায় পঞ্চ-স্বরে
পিকেশ্বর, তুষি' মন সুধা-বরিষণে !
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভুবনে,
বাগ্‌দেবি ? অবাক্‌ কবে কল্লোল সাগরে ?
তারা-রূপ হেম-তার, সুনীল গগনে,
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে।
পূজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে
সুন্দর মন্দির তব ? পশ, কবিপতি,
(এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে)—
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজ, করিয়া ভকতি।
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পা'বে পুরস্কারে।
ছুঁইতে শমন তোমা' না পাবে শকতি।

কবিবর ভিক্তর্ হ্যুগো

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মুলে
দিয়াছেন বীণা-পাণি ;—বাজাও হরষে !
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সু-যশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে
বসন্তে ! অমৃত পান করি' তব ফুলে
অলি-রূপ মন মোর মত্ত, গো, সে রসে !
হে ভিক্তর্, জয়ী তুমি এই মর-কুলে।
আসে যবে যম, তুমি হাসো, হে, সাহসে !
অক্ষয়-বৃক্ষের রূপে তব নাম র'বে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে ;
(ভবিষ্যদ্‌বক্তা কবি সতত এ ভবে ;
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গলে' মাটি হ'বে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে !

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে!
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহাপর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ-চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদী-রূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত-ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাস-রূপ ধরি';
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল-শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী;—
নিশায় সু-শান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

সংস্কৃত

কাণ্ডারী-বিহীন তরী যথা সিন্ধু-জলে
সহি' বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কূল কালে, মন্দ পবন-চালনে ;
সে সু-দশা আজি তব সু-ভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে ;—
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে ;
বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে !
রাজাশ্রম আজি তব ! উদয়-অচলে—
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের, লো, হরষে,
নব-আদিত্যের রূপে ! পূর্ব্ব-রূপ ধরি',
ফোট পুনঃ পূর্ব্ব-রূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে !
এত দিনে প্রভাতিল দুঃখ-বিভাবরী ;
ফোট মনানন্দে হাসি' মনের সরসে।

রামায়ণ

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি',
বসিলা শিয়রে মোর; হাতে বীণা করি,'
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে;—
যাহে আজু আঁখি হ'তে অশ্রু-বিন্দু গলে!
কে সে মূঢ় ভূ-ভারতে, বৈদেহী সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মন যা'র তব কথা স্মরি',
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে!
দিব্য চক্ষু দিলা গুরু;—দেখিনু সু-ক্ষণে
শিলা জলে; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,—
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে;
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে।

হরি-পর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে,
আঁধারি' চৌদিক, পড়ে সহসা সে বনে ;
পড়িলা দ্রৌপদী সতী পর্ব্বতের তলে।—
নিবিল সে শিখা, যা'র সুবর্ণ-কিরণে
উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে !
অস্তে গেলা শশিকলা মলিনি' গগনে !
মুদিলা, শুকা'য়ে, পদ্ম সরোবর-জলে !
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে !—
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি' সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি' সে গিরি রোদন-নিনাদে ;
দানবের হাতে হেরি' অমরাবতীরে
শোকার্ত্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।
তিতিল গিরির বক্ষ নয়নের নীরে ;—
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁদিল বিষাদে।

পৃথিবী

নির্ম্মি' গোলাকারে তোমা' আরোপিলা যবে
বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা, ধরা! অতি হৃষ্ট মনে
চারি দিকে তারা-চয় সু-মধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ-বীণা) গাইল গগনে,
কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে,
হুলাহুলি দেয় মিলি' বধূ-দরশনে।
আইলেন আদি-প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি' ধীরে শূন্য-রূপ সুনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি
আবরিলা শ্যাম বাসে বর-কলেবরে;
আঁচলে বসা'য়ে নব ফুল-রূপ মণি ;—
নব ফুল-রূপ মণি কবরী-উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে।

বাল্মীকি

স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব এক জন;
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ—
দ্রোণ যেন ভয়-শূন্য কুরুক্ষেত্র-রণে!
"চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণ?"—
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
"বধি' তোমা' হরি' আমি ল'ব তব ধন,"
উত্তরিল যুব জন ভীম গরজনে।—
পরিবরতিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে
সুধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মন, স্বর্ণ-বীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি!
সে দুরন্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি!

শ্রীমন্তের টোপর

—— "শ্রীপতি ——

শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর।"—চণ্ডী।

হেরি' যথা সফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক, ভেদি' সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি,' অকূল সাগরে,
উজলি' চৌদিক শত রতনের করে,
দ্রুতগতি ! মৃদু হাসি' হেম ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি' দেবী, সু-মধুর স্বরে,
পদ্মারে, কহিলা,—"দেখ, দেখ, লো, নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর, সখি ! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি।"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ-ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইলা জননী।
বজ্র-নখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।

মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তা'রে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা' গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি' উঠে রাগে!
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তা'র, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি' কমলের দলে?—
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে!—
কি কাজ পবিত্রি' মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে?—
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি' পারিজাত-বাসে?
প্রকৃত কবিতা রূপী প্রকৃতির বলে;—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ ফাঁসে?

ভূতকাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত-কালে ?—
কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কা'রে ল'য়ে করি ?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে
এ দুর্লভ দ্রব্য-লাভ ? কোন্ দেবে স্মরি ?—
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম্ম ধরি ?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যা'রে গুরু-পদে বরি ;—
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে ?
পশে, যে প্রবাহ বহি', অকূল সাগরে,
ফিরি' কি সে আসে পুনঃ পর্ব্বত-সদনে ?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে ?—
বর্ত্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে,
তার তুই ! গেলে, তোরে পায় কোন্ জনে ?

আশা

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি', নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে!—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে,
লো আশা!—নিদ্রার কেলি আইলে যামিনী;—
ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে;—
দুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে;—
জাগে যে, স্বপন তা'রে দেখাস্, রঙ্গিণি!
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তা'র তোর বলে;
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি' ভূত, বর্ত্তমান ভুলি' তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হ'বে, সেও মনে করে!
ভবিষ্যত-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে;—
এ কুহক পাইলি, লো, কোন্ দেব-বরে?

সমাপ্তে

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি’ !)
ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি’ !
শুকাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যা’র গন্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিস্মরি’
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ! ডুবিল সে তরী,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন ! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি ! ডাকিলা যৌবনে ;—
যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তা’রে ?
এবে—ইন্দ্রপস্থ ছাড়ি’ যাই দূর বনে !
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ-বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

নীতিগর্ভ কবিতাবলী



রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ-লতিকারে ;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে !
নিদারুণ তিনি অতি,
নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি' সৃজিলা তোমারে !
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তা'য়,
মধুকর-ভরে তুমি পড়, লো, হেলিয়া ! (১)
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
হিমাদ্রি-সদৃশ-আমি, (২)
মেঘ-লোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !
কালাগ্নির মত তপ্ত-তপন-তাপন,—
আমি কি, লো, ডরাই কখন্ ?

(১) ঢলিয়া—(১ম)।

(২) হিমাদ্রি-সদৃশ আমি, বনবৃক্ষ-কুল স্বামী,—(১ম)।

দূরে রাখি' গাভীদলে,
রাখাল আমার তলে,
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ ;—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র-পালন !
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন ;—
কেহ অন্ন রাঁধি' খায়,
কেহ পড়ি' নিদ্রা যায়,
এ রাজ-চরণে !
শীতলিয়া, মোর ডরে,
সদা আসি' সেবা করে
মোর অতিথির, হেথা আপনি পবন !
মধু-মাখা ফল মম বিখ্যাত ভুবনে !
তুমি কি তা' জান না, ললনে ?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি'
বাসা এ আগারে !
ধন্য মোর জনম সংসারে !
কিন্তু তব দুঃখ দেখি' নিত্য আমি দুখী !
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি !"

*   *   *

নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহ-নাদ করি' ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে ;
ঐরাবত-পিঠে চড়ি',
রাগে দাঁত কড়মড়ি',
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড়-কড়-কড়ে !
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
ভীম যোধপতি ;
মহাঘাতে মড়মড়ি',
রসাল ভূতলে পড়ি',
হায় ! বায়ু-বলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে !

উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান-ধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচ-শির জনে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে।

—000—

ময়ূর ও গৌরী

ময়ূর কহিল কাঁদি' গৌরীর চরণে,
কৈলাস-ভবনে ;—
"অবধান কর, দেবি,
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে ।
রথী যথা দ্রুত রথে,
চলেন পবন-পথে
দাসের এ পিঠে চড়ি' সেনানী সু-মতি ;
তবু, মাগো, আমি দুখী অতি !
করি যদি কেকা-ধ্বনি,
ঘৃণায় হাসে অমনি
খেচর, ভূচর জন্তু ;—মরি, মা, শরমে !
ডালে মূঢ় পিক যবে
গায় গীত, তা'র রবে
মাতিয়া জগৎ-জন বাখানে অধমে !
বিবিধ কুসুম কেশে,
সাজি' মনোহর বেশে,

বরেন বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে,
কোকিল মঙ্গল-ধ্বনি করে।
অহরহ কুহু-ধ্বনি বাজে বনস্থলে ;
নীরবে থাকি, মা, আমি ; রাগে হিয়া জ্বলে !
ঘুচাও কলঙ্ক, শুভঙ্করি,
পুত্রের কিঙ্কর আমি এ মিনতি করি,
পা দু'খানি ধরি'।"
উত্তর করিলা গৌরী সুমধুর স্বরে ;—
"পুত্রের বাহন তুমি, খ্যাত চরাচরে ;
এ আক্ষেপ কর কি কারণে ?
হে বিহঙ্গ, অঙ্গকান্তি ভাবি' দেখ মনে !
চন্দ্রক-কলাপে দেখ নিজ পুচ্ছ-দেশে ;
রাখাল-রাজার সম চূড়াখানি কেশে !
আখণ্ডল-ধনুর বরণে
মণ্ডিলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সৃজনে !
সদা জ্বলে তব গলে
স্বর্ণ-হার ঝল-ঝলে,
যাও, বাছা, নাচ গিয়া ঘনের গর্জ্জনে।
হরষে সু-পুচ্ছ খুলি' ;
শিরে স্বর্ণ-চূড়া তুলি' ;

কৌতুকে (১) করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ-বনে।

*　　*　　*

শুন, বাছা, মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন-কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি-জনে;
সু-কলে কোকিল গায়,
বাজ বজ্র-গতি ধায়,
অপরূপ রূপ তব;—খেদ কি কারণে?

নিজ-অবস্থায় সদা স্থির যা'র মন;
তা'র হ'তে সুখীতর অন্য কোন্ জন?

(১) চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর ১ম সংস্করণে পরিশিষ্ট ভাগে তিনটী নীতিগর্ভ কবিতা প্রকাশিত হয়। কবি ইউরোপ হইতে হস্তলিপি পাঠাইয়াছিলেন। পরে উহার কয়েক স্থলে দৈবাৎ পোকায় কাটে। এখানে প্রথম শব্দটী পোকায় কাটিয়াছিল। আমি অনুমান করিয়া "কৌতুকে" বসাইয়া দিলাম।

—০০০—

অশ্ব ও কুরঙ্গ

(১)

অশ্ব, নব-দুর্ব্বাময় দেশে, বিহরে একেলা অধিপতি।
নিত্য নিশা-অবশেষে শিশিরে সরস দুর্ব্বা অতি।
বড়ই সুন্দর স্থল,
অদূরে নির্ঝরে জল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,
বন-বীণা অলিকুল ;
মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া,
পরম শীতল কায়া ;
পবন ব্যজন ধরে,
পত্র যত নৃত্য করে ;
মহানন্দে অশ্বের বসতি !

(২)

কিছুদিনে উজ্জ্বল-নয়ন,
কুরঙ্গ সহসা আসি' দিল দরশন।
বিস্ময়ে চৌদিকে চায়,
যা' দেখে বাগানে তা'য়,

কতক্ষণে হেরি' অশ্বে মনে-মনে কহে ;—
"হেন রাজ্যে এক প্রজা !—এ দুঃখ না সহে।
তোমার প্রসাদ চাই,
শুন, হে বন-গোঁসাই,
আপদে বিপদে, দেব, পদে দিও ঠাঁই।"

(৩)

এক পার্শ্ব করি' অধিকার,
আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহার ;—
খাইল অনেক ঘাস,
কে গণিতে পারে গ্রাস ?
আহার করণান্তরে,
করিল পান নির্ঝরে ;—
পরে, মৃগ তরু-তলে,
নিদ্রা গেল কুতূহলে—
গৃহে গৃহ-স্বামী যথা বলী স্বত্ব-বলে।

(৪)

বাক্য-হীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি' এ লীলা,—
ভোজ-বাজি কিম্বা স্বপ্ন !—নয়ন মুদিলা ;—
উন্মীলি' ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা—

রঙ্গে শুয়ে তরু-তলে !
দ্বিগুণ আগুন হৃদে জ্বলে ;
তীক্ষ্ণ-ক্ষুর-আঘাতনে ধরণী ফাটিল ;
ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল ;—
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল ।

(৫)

নিদ্রা-ভঙ্গে মৃগবর
কহিলা,—"ওরে বর্ব্বর !
কে তুই, কত বা বল ?
সৎ-পড়্সীর মত,
না থাকিবি, হ'বি হত ।"
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন,
ভাতিল সরোষে, যেন দুইটী তপন ।

(৬)

হয়েশ্ব হৃদয়ে হৈল ভয় ;—
ভাবে—এ সামান্য পশু নয়,
শিরে শৃঙ্গ শাখাময় !
প্রতি-শৃঙ্গ শূলের আকার ;

বুঝি বা শূলের মত ধার !—
কে আমারে দিবে পরিচয় !

(৭)

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত ;—
অশ্ব তা'রে বিশেষ চিনিত।
ধরিতে এ অশ্ববরে,
নানা ফাঁস নিরন্তরে,
মৃগয়ী পাতিত।
কিন্তু সৌভাগ্যের বলে,
তুরঙ্গম মায়া-ছলে,
কভু না পড়িত।

(৮)

কহিল তুরঙ্গ ;—
"পশু উচ্চ শৃঙ্গধারী
মোর রাজ্যে এবে অধিকারী !
না চাহিল অনুমতি,
কর্কশ-ভাষী সে অতি ;
হও, হে, সহায় মোর,
মারি তুইজনে চোর !"

(৯)

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা,
কহিলা,—"হা ! এ কি বিড়ম্বনা !
জানি সে পশুরে আমি,
বনে পশুকুলে স্বামী,
শার্দ্দুলে, সিংহেরে নাশে,
দগ্ধে বন বিষ-শ্বাসে ;
এক মাত্র কেবল উপায় ;—
মুখস্ ও-মুখে পর,
পৃষ্ঠে চর্ম্মাসন ধর ;
আমি সে আসনে বসি,
করে ধনুর্ব্বাণ, অসি ;—
তা'হ'লে বিজয় লভা যায় ।"

(১০)

হায় ! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব কু-ছলে ভুলিল ;
লাফে পৃষ্ঠে দুষ্ট সাদী অমনি চড়িল ।
লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাদুকায় ;—
তাহার আঘাতে প্রাণ যায় ।

মুখশ্ নাশিল গতি,
ভয়ে হয়, ক্ষিপ্ত-মতি,
চলে, সাদী যে দিকে চালায়।
কোথা অরি, কোথা বন,
সে সুখের নিকেতন !
দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার শালায়।

(১১)

পরের অনিষ্ট-হেতু ব্যগ্র যে দুর্ম্মতি,
এই পুরস্কার তা'র, কহেন ভারতী ;—
ছায়া সম জয় যায় ধর্ম্মের সংহতি।

—০০০—

সিংহ ও মশক

শঙ্খনাদ করি' মশা সিংহে আক্রমিল ;
ভব-তলে যত নর,
ত্রিদিবে যত অমর,
আর যত চরাচর,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।
হুল-রূপ শূলে বীর, সিংহেরে বিঁধিল !
অধীর ব্যথায় হরি,
উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি',
কহিলা ;—"কে তুই, কেন
বৈরিভাব তোর হেন ?
গুপ্তভাবে কি জন্য লড়াই ?—
সম্মুখ-সমর কর্ ; তাই আমি চাই।
দেখিব বীরত্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প চুর ;
লক্ষ্মণের মুখে কালি
ইন্দ্রজিতে জয়-ডালি,
দিয়াছে এ দেশে কবি।",

কহে মশা ;—"ভীরু, মহাপাপি,
যদি বল থাকে, বিষম-প্রতাপি,
অন্যায়-ন্যায়-ভাবে,
ক্ষুধায় যা' পায়, খা'বে ;
ধিক্, দুষ্টমতি !
মারি' তোরে বন-জীবে দিব, রে, কু-মতি।"

হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে ;
ভীম দুর্য্যোধনে,
ঘোর গদা-রণে,
হ্রদ দ্বৈপায়নে,
তীরস্থ সে রণ-ছায়া পড়িল সলিলে ;
ডরাইয়া জল-জীবী জল-জন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে ভাবিল,
প্রলয়ে বুঝি এ বীরেন্দ্র-দ্বয় এ সৃষ্টি নাশিল !

মেঘনাদ মেঘের পিছনে,
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে ;
কেহ তা'রে মারিতে না পায়,
ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে,—এসে যায়,
জর-জরি' শ্রীরামের কটক লঙ্কায়।

কভু নাকে, কভু কাণে,
ত্রিশূল-সদৃশ হানে
হুল, মশা বীর।
না হেরি' অরিরে হরি,
মুহুর্মুহু নাদ করি',
হইলা অধীর।
হায়! ক্রোধে হৃদয় ফাটিল ;—
গত-জীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল!

ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি' লোক অবহেলে যা'রে,
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

—০০০—

কুক্কুট ও মণি

খুঁটিতে-খুঁটিতে ক্ষুদ্ৰ কুক্কুট পাইল
একটী রতন ;—
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;—
"ঠোটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন ?"
বণিক কহিল,—"ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি, দুটী নাই !"
হাসিল কুক্কুট শুনি' ;—"তণ্ডুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি ;—কি আছে তুলনা ?"
"নহে দোষ তোর, মূঢ়, দৈব এ ছলনা,
জ্ঞান-শূন্য করিল গোঁসাই !"—
এই ক'য়ে বণিক ফিরিল।

মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে ?
নর-কুলে পশু বলি' লোকে তা'রে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই-ভাবে।

—০০০—

সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি

উদয়-অচলে,
দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন,
অংশু-মালা গলে,
বিতরি' সুবর্ণারশ্মি চৌদিকে তপন।
ফুটিল কমল জলে
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে,
কোকিল গাইল কলে,
আমোদি' কানন।
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি' বিশ্ববাসী জন;
পুনঃ যেন দেব স্রষ্টা সৃজিলা মহীরে;
সজীব হইলা সবে জনমি', অচিরে।
অবহেলি' উদয়-অচলে,
শূন্য-পথে রথবর চলে;
বাড়িতে লাগিল বেলা,
পদ্মের বাড়িল খেলা,
রজনী তারার মেলা সর্ব্বত্র ভাঙ্গিল;—
কর-জালে দশ দিক্ হাসি' উজলিল।

উঠিতে লাগিলা ভানু নীল নভঃ-স্থলে ;
দ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিন্ধু-জলে
মৈনাক ভাসিল।
কহিল গম্ভীরে শৈল দেব দিবাকরে ;—
"দেখি' তব ধীর গতি দুখে আঁখি ঝরে ;
পাও যদি কষ্ট,—এস, পৃষ্ঠাসন দিব ;
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।"
কহিলা হাসিয়া ভানু ;—"তুমি শিষ্টমতি ;
দৈব বলে বলী আমি, দৈব বলে গতি :"

মধ্যাকাশে শোভিল তপন,—
উজ্জ্বল-যৌবন, প্রচণ্ড-কিরণ ;
তাপিল উত্তাপে মহী ; পবন বহিলা
আগুনের শ্বাস-রূপে ; সব শুকাইলা—
শুকা'ল কাননে ফুল ;
প্রাণিকুল ভয়াকুল ;
জলের শীতল দেহ দহিয়া উঠিল ;
কমলিনী কেবল হাসিল !
হেনকালে পতনের দশা,
আ মরি ! সহসা

আসি' উত্তরিল ;—
হিরণ্ময় রাজাসন ত্যজিতে হইল !

অধোগামী এবে রবি,
বিষাদে মলিন-ছবি,
হেরি' মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিন্ধু-জলে,
সম্ভাষি' কহিলা কুতূহলে ;—
"পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্ব্বাসন লাগি' ;
দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি ;
লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে ;—
আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে।"

হাসি' উত্তরিল শৈল ;—"হে মূঢ় তপন,
অধঃপাতে গতি যা'র কে তা'র রক্ষণ !
রমার থাকিলে কৃপা, সবে ভালবাসে ;—
কাঁদ যদি, সঙ্গে কাঁদে ; হাস যদি, হাসে ;
ঢাকেন বদন যবে মাধব-রমণী,
সকলে পলায় রড়ে, দেখি' যেন ফণী।"

—o—

মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি' ভৈরবে ;—
ভানু পলাইল ত্রাসে ;
তা' দেখি' তড়িৎ হাসে ;
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে ;
ভাঙ্গে তরু মড়-মড়ে ;
গিরি-শিরে চূড়া নড়ে,
যেন ভূ-কম্পনে ;
অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে।

আইল চাতক-দল,
মাগি' কোলাহলে জল—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি।"
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে,
ভিখারী-মণ্ডল যথা আসে ঘোর রবে ;—
কেহ আসে, কেহ যায় ;
কেহ ফিরে পুনরায়

আবার বিদায় চায় ;
ত্রস্ত লোভে সবে ;—
সেরূপে চাতক-দল,
উড়ি' করে কোলাহল ;—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি।"

রোষে উত্তরিলা ঘনবর ;—
"অপরে নির্ভর যা'র, অতি সে পামর !
বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি',
সাগরের নীল পায়ে পড়ি',
আনিয়াছি বারি ;—
ধরার এ ধার ধারি।

এই বারি পান করি',
মেদিনী সুন্দরী
বৃক্ষ-লতা-শস্য চয়ে
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে
শিশু যথা বল পায়,
সে রসে তাহারা খায়,

অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর ;
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর।

নিজে তিনি হীন-গতি ;
জল গিয়া আনিবারে নাহিক শকতি ;
তেঁই তাঁ'র হেতু বারি-ধারা।—
তোমরা কাহারা ?
তোমাদের দিলে জল,
কভু কি ফলিবে ফল ?
পাখা দিয়াছেন বিধি ;
যাও, যথা জলনিধি ;—
যাও, যথা জলাশয় ;—
নদ-নদী-তড়াগাদি, জল যথা রয়।
কি গ্রীষ্ম, কি শীত কালে,
জল যেখানে পালে,
সেখানে চলিয়া যাও, দিনু এ যুকতি।"

৮

চাতকের কোলাহল অতি।
ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,—
"অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে।"—

তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা।
পলায় চাতক, পাখা জ্বলে'।

যা' চাহ, লভ তা' সদা নিজ-পরিশ্রমে ;
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।



পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু*

অধিক-বয়স-ভরে হ'য়ে হীন-গতি,
সিংহ কৃষ অতি।
জনরব-রূপ-স্রোতে,
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
এই কথা ;—"মৃগরাজ মগ্ন রাজকাজে ;
প্রজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে।"

প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি'
কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী,
করে করি' রাজকর,
পালা-মতে নিরন্তর,
গেলা চলি' রাজ-নিকেতনে,
অতি হৃষ্ট মনে।

শৃগাল-কুলের পালা আসি' উঁভরিল ;
কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল ;

* অপ্রকাশিত পূর্ব্বে

কি ভেট্, কি উপহার,
কি পানীয়, কি আহার,—
এই ল’য়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল।
হেনকালে আর মন্ত্রী সহাসে কহিল ;—
“তর্কের যে অলঙ্কার তোমরা সকলে,—
এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে ;
কিন্তু কহ-দেখি, শুনি, কেন স্থানে-স্থানে
বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে ?—
ফিরে যে আসিছে, তা’র চিহ্ন কে মুছিল ?’

চতুর যে সর্ব্বদর্শী, বিপদের জালে
পদ তা’র পড়িতে পারে কোন্ কালে ?



নীতিগর্ভ কবিতাবলী সমাপ্ত।

অন্যান্য কবিতা *

আত্মবিলাপ

(১)

আশার ছলনে ভুলি,' কি ফল লভিনু, হায়,
তা'ই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি', কাল-সিন্ধু-পানে ধায়,—
ফিরা'ব কেমনে ?
দিন-দিন আয়ু-হীন, হীন-বল দিন-দিন ;—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ;—এ কি দায় !

(২)

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?—
জাগিবি, রে, কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন র'বে ?
নীর-বিন্দু দুর্ব্বা-দলে, নিত্য কি, রে, ঝলঝলে, !
কে-না জানে. অম্বু-বিম্ব অম্বু-মুখে সদ্যঃ-পাতি ?

* ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই কবিতাটী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশ্বিন-সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৩)

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তা'র ?—
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণ-প্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরু-দেশে, নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে ;—
এ তিনের ছল-সম ছল, রে, এ কু-আশার !

(৪)

প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাধে ;—
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি ;—এবে, রে, পরাণ কাঁদে !

(৫)

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে—
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টক-গণে,
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি ; দংশিল কেবল ফণী !—
এ বিষম বিষ-জ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে !

(৬)

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত সে ব্যয়িলি, হায়,—
কʼব তাʼ কাহারে ?
সুগন্ধ-কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে ;—
মাৎসর্য্য-বিষ-দশন, কামড়ে, রে, অনুক্ষণ—
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় !

(৭)

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে, রে, অতল জলে
যতনে ধীবর ;
শত-মুক্তাধিক আয়ু কাল-সিন্ধু-জল-তলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরিʼ দিবে হারা-ধন, কে তোরে, অবোধ মন ?
হায়, রে, ভুলিবি কত, আশার কুহক-ছলে !

—০—

বঙ্গভূমির প্রতি ।*

"My Native Land, Good night !"—*Byron.*

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,—
মধু-হীন করোনা, গো, তব মনঃ-কোকনদে !
প্রবাসে দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে—নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হ'বে,
অমর কে, কোথা, কবে,
চির-স্থির কবে নীর, হায়, রে, জীবন-নদে !
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না, গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নর-কুলে,
লোকে যা'রে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।

* ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে কবি এই কবিতাটী লিখিয়া বঙ্গভূমির কাছে বিদায় লইয়াছিলেন।

কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি ?—কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি কৃপা কর,
ভুলো দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সু-বরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত, কি শরদে !

—000—

পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

উপক্রম

(১)

উপক্রম-শীর্ষক এই দুইটী কবিতা এই কবিতাবলীর ভূমিকা-স্বরূপ।

এই কবিতায় কবি নিজের আত্মপরিচয় দিতেছেন। প্রবাসী কবি বহুদিন পরে বঙ্গের সাহিত্য-আসরে নামিতেছেন, তাই আত্ম-পরিচয়ের সার্থকতা।

চতুর্দ্দশপদী—চতুর্দ্দশ-চরণ-বদ্ধ। ইহাকে ইংরাজীতে "সনেট্" (Sonnet) বলে। ফ্রান্স-দেশে প্রবাস-কালে মধুসূদন বিখ্যাত ইতালীয় কবি Francesco Petrarca-র সনেট্‌গুলি পড়িয়া, তাহার অনুকরণে এই ছন্দের কবিতা বাঙ্গলায় প্রথম প্রবর্ত্তন করিতে প্রণোদিত হয়েন। (ভূমিকায় উদ্ধৃত তাঁহার পত্র দেখ)।

আসরে—আসরকে অর্থাৎ শ্রোতৃবর্গকে।

গৌড় সুভাজনে—বঙ্গের সু-পাত্রগণকে অর্থাৎ সজ্জনগণকে—বঙ্গীয় পাঠকগণকে।

ভারত-সাগরে—সাগরোপম বিশাল মহাভারতের মধ্যে। (তিলোত্তমা-কাহিনী মহাভারতের অন্তর্গত)।

তিলোত্তমা-মুকুতা—তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য। 'মুকুতা' তিলোত্তমার

রূপ-ব্যঞ্জক। স্বর্গজয়ী সুন্দ-উপসুন্দ অসুর-ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ বাধাইবার অভিপ্রায়ে দেবাদেশে বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বের সুন্দর পদার্থ সকল হইতে তিল-তিল লইয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী তিলোত্তমাকে সৃষ্টি কর্রেন।

যৌবনে—(কবির)।

কবি-গুরু—(বাল্মীকি আদি-কবি বলিয়া)।

বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে—তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের পরে মধুসূদন মেঘনাদবধ-কাব্য রচনা করেন। উহা রামায়ণান্তর্গত বিষয় বলিয়া "বাল্মীকির প্রসাদে।" প্রসাদ—অনুগ্রহ।

গম্ভীরে বাজায়ে বীণা—(মেঘনাদবধ-কাব্যের ভাষার গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক)।

সুমিত্রা-পুত্র—লক্ষ্মণ। ইনি রাবণ-পুত্র মেঘনাদকে বধ করিয়াছিলেন।

রক্ষেন্দ্র-নন্দনে—রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র মেঘনাদকে। ইনি অসাধরণ বীর ছিলেন বলিয়া "দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক"।

কল্পনা-দূতীর সাথে—ব্রজাঙ্গনা-কাব্য-রচনায় ব্রজধামে ভ্রমণ করিতে, কল্পনা যেন কবির দূতী হইয়াছিল। "দূতী" এখানে সাথী অর্থে ব্যবহৃত। ব্রজাঙ্গনায় রাধিকা-চিত্র কবির কল্পিত।

গোপিনীর হাহাকার-ধ্বনি—(ব্রজাঙ্গনায় কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধিকার শোকোচ্ছ্বাস-ব্যঞ্জক)। 'গোপিনী' অশুদ্ধ প্রয়োগ। 'গোপী' শুদ্ধ।

বিরহ-লেখন—(বীরাঙ্গনা-কাব্যের অধিকাংশই এই জাতীয়)।

যার—যে কবির।

বীর-জায়া-পক্ষে বীর-পতি-গ্রামে—বীরাঙ্গনা-কাব্যের পত্রিকাগুলি পৌরাণিক সুপ্রসিদ্ধ নারীগণ কর্তৃক তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ পতিগণের প্রতি লিখিত।

(২)

যাঁহার সনেট্ পড়িয়া মধুস্‌দন সেই ছন্দে এই কবিতাবলী রচনা করিয়াছেন, মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ কবি প্রথমে তাঁহার গুণগান করিতেছেন।

কানন—কাননে যেমন নানাবিধ বৃক্ষরাজী থাকে, ইতালী-দেশের সাহিত্যও তেমনি নানা কাব্যে সুশোভিত।

বহুবিধ পিক (পক্ষান্তরে, ভার্জ্জিল্, দান্তে, অভিদ্ ইত্যাদি অনেক সুকবি।

বাসন্ত আমোদে—(ইতালীয় কাব্যাদির সরসতা-ব্যঞ্জক)। বসন্ত-কালের সরস প্রফুল্লতা চিরপ্রসিদ্ধ।

ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা—Francesco Petrarca (Petrarch)। ইনি ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইনি ইতালীর একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।

কবি-কুল-ধন—কবিকুলের মধ্যে প্রিয়। 'ধন' প্রিয়ার্থ-বাচক।

রসনা অমৃতে সিক্ত—(পেতরার্কা-প্রণীত কবিতার অমৃতোপম মিষ্টত্ব-ব্যঞ্জক)।

স্বর্ণ-বীণা করে—পেতরার্কার কবিতার ঝঙ্কার বীণা-ধ্বনির মত মধুর। স্বর্ণ-বীণা—(বীণার উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)।

এই ক্ষুদ্র মণি—(সনেট্-জাতীয় কবিতা)। চতুর্দ্দশ পদে সমাপ্ত বলিয়া "ক্ষুদ্র"।

স্ব-মন্দিরে—ইতালীয় সাহিত্য-মন্দিরে।

কবীন্দ্র—পেতরার্কা।

গ্রহিলা জননী—বাণী অর্থাৎ সরস্বতী তাঁহা গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ জগতে তাঁহার কবিতাগুলি সবিশেষ সমাদৃত হইল।

মনোনীত বর দিয়া—অর্থাৎ অমর করিয়া।

এ উপকরণে—নৈবেদ্য-সামগ্রীকে 'উপকরণ' বলে। পূজায় নৈবেদ্য দিতে হয়। বাণী-পূজায় কবির কবিতাই নৈবেদ্য

ভারতী-পদ—সরস্বতীর চরণ।

অরপি রতনে—এই কবিতা-রত্নগুলি অর্পণ করিতেছি।

বঙ্গভাষা

কবি যৌবনারম্ভে ইংরাজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার ভক্ত ছিলেন এবং ইংরাজী ভাষাতেই কাব্যাদি রচনা করিতে ভালবাসিতেন। বাঙ্গলা দেশের সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ মাতৃ-ভাষার দিকে তাঁহার মন পড়িল। তখন হইতে তিনি মাতৃ-ভাষারই সেবা করিয়াছেন।

ভাণ্ডারে—ভাষা-রূপ ভাণ্ডারে।

বিবিধ রতন—পক্ষান্তরে, নানাবিধ সুরচিত কাব্যাদি। 'রতন' কাব্যাদির উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।

অবহেলা করি—কবি যৌবনারম্ভে বঙ্গ-সাহিত্যে বীতস্পৃহ ছিলেন।

পর-ধন-লোভে মত্ত—(পক্ষান্তরে, অন্যান্য ভাষার চর্চ্চায় আসক্ত)।

করিনু ভ্রমণ পরদেশে—কবি ইউরোপে গিয়া নানা দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ভিক্ষা-বৃত্তি—(পরধন-সংগ্রহার্থ)। ভাবসংগ্রহার্থ অন্যান্য ভাষার কাছে 'ভিক্ষা'।

কুক্ষণে—(নিষ্ফলতা-হেতু)।

অনিদ্রায়, অনাহারে—ইউরোপীয় নানা সাহিত্য চর্চ্চায় কবি নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিকই, যখন অর্থাভাবে তাঁহার অন্নকষ্ট ঘটিয়াছিল, তখনও তাঁহার ভাষা-শিক্ষার বিরাম ছিল না। তৎকালে লিখিত তাঁহার পত্রে এ সকল কথা আছে।

শৈবলে—(পক্ষান্তরে, পরভাষা-চর্চ্চায়)। মাতৃ-ভাষার তুলনায় পর-ভাষা 'শৈবল'।

কমল-কানন—(পক্ষান্তরে, মাতৃ-ভাষা)। 'কমল' বঙ্গভাষার সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ ব্যঞ্জক।

তব কুললক্ষ্মী—বঙ্গ-লক্ষ্মী।

গৃহে তব—পক্ষান্তরে, বঙ্গ-ভাষায়।

রতনের রাজি—পক্ষান্তরে, নানা সু-কাব্যাদি।

এ ভিখারী দশা—পক্ষান্তরে, কবির পর-ভাষা চর্চ্চার প্রয়াস।

যা'রে ফিরি ঘরে—পক্ষান্তরে, মাতৃ-ভাষা চর্চ্চা করিতে আদেশ।

পূর্ণ মণিজালে—(পক্ষান্তরে, বঙ্গ-ভাষায় বহু সু-কাব্যের বিদ্যমানতা ও উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)।

কমলে কামিনী

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত চণ্ডী-কাব্যে "কমলে-কামিনী"-কাহিনী বর্ণিত আছে। ধনপতি সদাগর বাণিজ্যার্থ সিংহলে যাইতে কালিদহে "কমলে কামিনী" দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহল-রাজের প্রত্যয় না জন্মাইতে পারায়, তিনি বন্দী হয়েন। পরে, তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত পিতার অন্বেষণে সিংহল-যাত্রা করেন। তিনিও কালিদহে "কমলে কামিনী" দেখেন। কিন্তু রাজার বিশ্বাস না

হওয়ায়, রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। চণ্ডীর কৃপায় শ্রীমন্ত জয়ী হইলে, রাজা তাঁহাকে ধন-রত্নাদির সহিত কন্যা দান করেন এবং ধনপতিকেও মুক্তি দেন।

কবিকঙ্কণের "কমলে কামিনী"র বর্ণনায় মধুসূদন কিরূপ মুগ্ধ হইতেন, তাহাই এই কবিতায় বর্ণিত।

চন্দ্রিমা—(চন্দ্রিকার্থে)। জ্যোৎস্না। রাত্রিতে সরসীর জলে প্রতিবিম্বিতা জ্যোৎস্না বড়ই মনোহরা।

সাপটি হেলনে—হেলায় অর্থাৎ অনায়াসে ধরিয়া।

গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে—

"কমলে কামিনী দেখি, মুখে সাধু মুদে আঁখি,
কুসুম-নিকরোপরি পড়ে।
পুন সাধু মিলে আখি শতদলে শশীমুখী,
উগারি গিলয়ে করিবরে॥"—(চণ্ডী)

ছলনে—মায়া-দৃশ্যে। ভগবতী ধনপতি সাধুকে ও শ্রীমন্তকে কৃপাচ্ছলে এই মায়াদৃশ্য দেখাইয়াছিলেন।

কবিতা-পঙ্কজ-রবি—কবিতা-রূপ পঙ্কজের রবি অর্থাৎ যাঁহার কাব্য-প্রতিভার কিরণে কবিতা-রূপ পঙ্কজ প্রফুল্ল হয়। (কবির প্রিয় রূপক)। "লঙ্কার পঙ্কজ-রবি"—(মেঘনাদ-বধ)। "কৌরব-পঙ্কজ-রবি"—(বীরাঙ্গনা)।

ভোগিলা দুখ জীবনে—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণ) অনেক দারিদ্র্য-দুঃখ পাইয়াছিলেন। "চণ্ডী" দেখ।

চণ্ডী—কবিকঙ্কণ-প্রণীত চণ্ডী-কাব্য, গৌড়জন-হৃদয়-রূপ হ্রদে "কমলে কামিনী" স্বরূপ। (কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)।

অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

ভবানন্দ মজুমদার নদীয়া-রাজবংশের আদি-পুরুষ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল-কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, অন্নদা স্বয়ং ঝাঁপি লইয়া ভবানন্দের গৃহে রাখিয়াছিলেন। সেই হইতেই ঐ বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। ভবানন্দের গৃহে অন্নদার ঐ আগমন-দৃশ্যটী স্মরণে কবি বলিতেছেন ;—ভবানীর কৃপায় ধন-রত্নের সৌভাগ্য বহুদিন থাকিলেও, উহা জগতে চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল-রূপ যে ঝাঁপি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বদান্যতায় রচনা করিয়া রাজগৃহে রাখিয়া গিয়াছেন, বঙ্গবাসীর কাছে তাহা চিরদিন ঐ রাজবংশের যশ ঘোষণা করিবে

পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ, তব ঘরে—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেখ ;—

"অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে॥"

দেখ—(মানস-নয়নে)। দেবমূর্ত্তি অদৃশ্য। সুতরাং কবি এখানে ভবানন্দকে মানস-নয়নে দেখিতে বলিতেছেন।

বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী ইত্যাদি—অন্নদামঙ্গলে আছে ;—

ভবানন্দ, তাঁহার গৃহে অন্নদা সশরীরে আসিয়াছেন, পাটুনী-মুখে এই কথা শুনিয়া এবং পাটুনীর হাতে সোণার সেঁউতী দেখিয়া ঐ কথায় বিশ্বাস করিয়া, গৃহাভিমুখে গেলেন—

"আপন মন্দিরে গেলা প্রেম ভয়ে কাঁপি।
দেখেন মেঝেয় এক মনোহর ঝাঁপি।
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায়, নাচে গায়, দেখিতে না পান॥"

তবু কি সংশয় তব—তাহা হইলেও, অর্থাৎ ধনদা লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেও, তোমার বংশের যশ-রূপ ঝাঁপি অচঞ্চলা হইয়া থাকিবে, ইহাতে কি সংশয় ?—অর্থাৎ কোন সন্দেহ করিও না। কিরূপে অচঞ্চলা থাকিবেন, তাহা পরে কথিত হইয়াছে।

অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্রের কাব্য, যাহা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজাশ্রয়ে রচিত ও রক্ষিত এবং যাহা চিরকাল বঙ্গ-সাহিত্য-জগতে ঐ রাজার যশ ঘোষণা করিবে।

সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে—সমুদ্র-মন্থনে অমৃত উঠিলে, তাহা লইয়া দেবাসুরে দ্বন্দ্ব হয়। দৈত্য-ভয়ে দেবগণ চন্দ্র-লোকে অমৃত রাখিয়াছিলেন। (মহাভারতে আদি-পর্ব্ব দেখ)।

জননীর বরে—

পুলকে পূরিল অঙ্গ, ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশ-বাণী অন্নদা আইলা॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ, কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে॥—(অন্নদামঙ্গল)।

ধনদা রমা—ধন-সৌভাগ্য-দাত্রী লক্ষ্মী।

কাশীরাম দাস

মহাদেবের জটাজালে আবদ্ধা গঙ্গার ন্যায়, বেদব্যাস-প্রণীত অপূর্ব্ব মহাভারত সংস্কৃত-ভাষায় নিবদ্ধ থাকায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিল। পরে, ভগীরথ যেমন কঠোর তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে সেই জটা-জাল হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়া সগর-বংশের উদ্ধার সাধন করেন, কাশীরামও তেমনই

বাঙ্গলায় মহাভারত রচনা করিয়া বঙ্গবাসীর মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

কাশীরাম—সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গলা-মহাভারতের প্রণয়ন-কর্ত্তা। ইনি (খৃঃ) সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। বর্দ্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী-পরগণান্তর্গত সিঙ্গী নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। এতাবৎকাল ইঁহার বাঙ্গলা মহাভারত বঙ্গের সর্ব্বত্র জনসাধারণ কর্ত্তৃক পঠিত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

চন্দ্রচূড়-জটা-জালে—জাহ্নবী মর্ত্ত্যে আসিবার পূর্ব্বে মহাদেবের জটা-জালে আবদ্ধা ছিলেন, ইহা পুরাণ-কাহিনী।

ভারত-রস—মহাভারত-রূপ রস। 'রস' মহাভারতের উপভোগ্যতা-ব্যঞ্জক।

ঋষি-দ্বৈপায়ন—বেদব্যাস। দ্বীপে জন্ম বলিয়া "দ্বৈপায়ন"।

সংস্কৃত-হ্রদে—সংস্কৃত-ভাষা-রূপ হ্রদে। মূল মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

তৃষ্ণায়—ঐ রস পান করিতে না পাইয়া অর্থাৎ মহাভারত-কথা জানিবার জন্য প্রবল ইচ্ছায়।

বঙ্গ—বঙ্গভাষী জন অর্থাৎ যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না।

কঠোরে—কঠোর তপস্যায়।

ব্রতী—ব্রতাবলম্বী। সগর-বংশের উদ্ধার-সাধন জন্য গঙ্গা-আনয়ন ভগীরথ তাঁহার জীবনের ব্রত-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুকতি—কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত সগর-বংশীয় পূর্ব্ব-পুরুষ-গণের উদ্ধার।

ভাষা-পথ—বঙ্গ-ভাষা-রূপ পথ—(এখানে) খাল।

খননি'—খনন করিয়া।

স্ববলে—পক্ষান্তরে, নিজের কবিত্ব-সাধনায়।

মহাভারতের কথা ইত্যাদি—কাশীরামের মহাভারতের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ভণিতায় আছে ;—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান॥"

কবীশ-দলে—শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে।

কীর্ত্তিবাস

হনুমান যেমন দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন করিয়া সীতার বার্ত্তা আনিয়া রামের উপকার করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাস কবিও তেমনই বাল্মীকির সংস্কৃত-রামায়ণ অবলম্বনে বাঙ্গলায় সুমধুর রামায়ণ রচনা করিয়া বাঙ্গালীকে রাম-গুণ-গান শুনাইয়াছেন। সার্থক "কীর্ত্তিবাস" নাম।

কীর্ত্তিবাস—এই নাম সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে—কীর্ত্তিবাস অথবা কৃত্তিবাস। এখানে 'কীর্ত্তিবাস'ই কবির লক্ষ্য। ইনি ওঝা-উপাধিক ব্রাহ্মণ। খৃঃ-পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া-গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি গৌড়রাজের সভা-পণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং রাজাদেশে বাঙ্গলায় রামায়ণ রচনা করেন। ইনি বাঙ্গালার আদি কবি বলিয়া খ্যাত।

কীর্ত্তির-বসতি—কীর্ত্তিবাস-নামের অর্থও কীর্ত্তিমান্। রামায়ণের জন্য বঙ্গের গৃহে-গৃহে কবি কীর্ত্তিবাসের নামের সঙ্গে তাঁহার সুযশ ঘোষিত হইতেছে।

কোকিলের কণ্ঠে বৃথা স্বর, ইত্যাদি—কোকিলের সহিত সু-স্বরের, প্রস্ফুটিত কুসুমের সহিত নয়নানন্দকর রূপের এবং মাণিকের

সহিত উজ্জ্বল আভার যেমন নিত্য সম্বন্ধ, কীর্ত্তিবাস নামের সহিত সু-যশের তেমনই নিত্য সম্বন্ধ।

নাম—কীর্ত্তিবাস-নাম।

সীতার বারতা—সীতার অন্বেষণে হনুমান্ লঙ্কায় গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত দেখা করিয়া প্রত্যাগত হইয়া, রামকে সে সংবাদ দিয়াছিলেন। সীতা-হরণের পরে, ইহাই রামের প্রথম সীতা-সংবাদ-প্রাপ্তি। পক্ষান্তরে, কৃত্তিবাসই প্রথমে বাঙ্গালীকে বঙ্গ-ভাষায় রামায়ণ শুনাইয়াছেন।

বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি—অর্থাৎ বাল্মীকির অনুগ্রহে। বাল্মীকি-রচিত সংস্কৃত-রামায়ণ অনুসরণেই কীর্ত্তিবাসের বাঙ্গলা রামায়ণ।

জয়দেব

জয়দেব-প্রণীত গীত-গোবিন্দের পদাবলী এমনই মধুর এবং তাহাতে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা এমনই জীবন্ত-ভাবে বর্ণিত যে, কবি কল্পনা-বলে তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-লীলা দেখিতে যাইতে উৎসুক। যদি রাধাকৃষ্ণকে তমালের তলে না দেখিতে পাওয়া যায়, তবে জয়দেব গান করিলেই উহা কৃষ্ণের বংশী-ধ্বনির কার্য্য করিবে।

জয়দেব—সুপ্রসিদ্ধ "গীত-গোবিন্দ"-প্রণেতা। ইনি খৃঃ-দ্বাদশ শতাব্দীর কবি। বীরভূম-জেলায় কেন্দুবিল্ব গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি গৌড়রাজ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সভা-কবি ছিলেন। ইঁহার রচিত "গীত-গোবিন্দ" সংস্কৃত-গীতি-কাব্য। পদ-লালিত্যে উহা অদ্বিতীয়। শ্রীকৃষ্ণের মধুর বৃন্দাবন-লীলা উহাতে বর্ণিত।

তব সঙ্গে—গোকুল-ভবন-দর্শনে "গীত-গোবিন্দ"-প্রণেতা জয়দেবই সুন্দর সঙ্গী। জয়দেব-কৃত বর্ণনার উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।

বেণুর স্বননে—(জয়দেবের কান্ত পদাবলীর মধুরতা-ব্যঞ্জক)। গীত-গোবিন্দের পদাবলী বংশী-ধ্বনির মত মধুর।

ভুলিবে ইত্যাদি—যেমন কৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিতে ভুলিত, ইত্যাদি।

গোকুল-কুল—গোকুলবাসী কুল।

ছলে—কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে জয়দেবের বংশী-ধ্বনি-রূপ ছলনা।

কালিন্দী—যমুনার নামান্তর।

মাধবের রব—শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনির সুমিষ্টতা।

ও তব বদনে—অর্থাৎ জয়দেবের মুখ-নিঃসৃত গীত-গোবিন্দ-গানে।

ভক্ত—কৃষ্ণ-ভক্ত।

নাহি ভাবে মনে—জয়দেবের গান শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনির মতই সুমধুর,—কৃষ্ণভক্ত মাত্রেই এইরূপ মনে ভাবে, ইহাই ভাব।

কালিদাস

কিম্বদন্তী বলে, কবিকুলরাজ কালিদাস মূর্খ ছিলেন। পরে সরস্বতীর বরে দিব্য কবিত্ব-শক্তি লাভ করেন।—এ কথা মিথ্যা বলা যায় না। কারণ, পর্ব্বতে জন্ম লইয়াও গঙ্গা যেমন ভুবন পবিত্র করিয়াছেন, কালিদাসের কবিতাও তেমনই দেশ-দেশান্তরের লোককে আনন্দ দান করিতেছে।

কালিদাস—মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় "নবরত্ন"-মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন। ইনি সরস্বতীর

বরপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার রচিত কাব্য-নাটকাদি দেশ-দেশান্তর-প্রসিদ্ধ। কুমার-সম্ভব, রঘুবংশ ও মেঘদূত এই কাব্যত্রয় এবং শকুন্তলা নাটকাদি সর্ব্বত্র সমাদৃত।

পিককুল-পতি—(পক্ষান্তরে, কালিদাসের কবিত্বের মধুরত্ব-ব্যঞ্জক।

শুনিয়াছি লোকমুখে—কালিদাস সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি অতিশয় মূর্খ ও নির্ব্বোধ ছিলেন। সেই দোষে লাঞ্ছিত হইয়া বনে-বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বর দেন এবং সরস্বতী-কুণ্ডে স্নান ও জলপান করিতে উপদেশ দেন। তাহাই করিয়া, কালিদাস মহাকবি হইয়াছিলেন।

অমৃত-রসে রসনা সিকতি—(কালিদাসের) রসনা অমৃত-রসে সিক্ত করিয়া। (কালিদাসের কবিত্বের অমৃতোপম মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক)। রসনা বাক্-যন্ত্র।

আপনার স্বর্ণ-বীণা—সরস্বতীর নিজের স্বর্ণ-বীণা। কালিদাসের রচনার চরম উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক। ইতিপূর্ব্বে পেতরার্কা-সম্বন্ধে আছে—

"রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ-বীণা করে।"

মিথ্যা বা কি বলে' বলি—ঐ কিম্বদন্তী যে মিথ্যা, ইহাও বলা যায় না। যাঁহার সুধাসম বাক্যে দেশ-দেশান্তরের লোক তুষ্ট হইতেছে, তিনি সরস্বতীর বরপুত্র—সরস্বতী তাঁহাকে নিজের বীণা দিয়াছেন—এ কথা মিথ্যা বলিতে পারা যায় না।

মন্দাকিনী—গঙ্গা। হিমালয় হইতে গঙ্গার উদ্ভব।

আনন্দ জগতে—মন্দাকিনী জগতের আনন্দ; কেন না, তিনি কলুষ-নাশিনী, পতিত-পাবনী বলিয়া পুরাণে কথিত।

সঙ্গীত-তরঙ্গ তব—যেমন শৈলেন্দ্র-সদনে জন্ম-লাভ করিয়া মন্দাকিনী ত্রিভুবনের কলুষ নাশ করেন, তেমনই কালিদাসের সঙ্গীত-তরঙ্গ সুধা-বর্ষণে দেশ-দেশান্তরে লোকের কর্ণ-তুষ্টি করিতেছে।

পুণ্য-ভূমি—উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, কবিত্ব ও জ্ঞানের আকর বলিয়া ভারতবর্ষ 'পুণ্য-ভূমি'।

যশের মন্দির

এখানে কবি কাব্য-যশের কথাই বলিতেছেন, বুঝিতে হইবে। কাব্য-যশ লোভনীয় হইলেও, বড়ই দুষ্প্রাপ্য। কত কবি প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হয়েন। ফলে, সরস্বতীর কৃপা না থাকিলে কাব্য-জগতে প্রকৃত অমর হওয়া যায় না।

সুবর্ণ-দেউল—"দেবকুল" শব্দ হইতে "দেউল" অর্থাৎ মন্দির। "সুবর্ণ" যশোমন্দিরের অক্ষয়-শোভা-ব্যঞ্জক।

অতি তুঙ্গ—(যশোমন্দিরের দুরধিগম্যতা-ব্যঞ্জক)। তুঙ্গ—উচ্চ, দুরারোহ।

অগ্রশস্ত—অপ্রসর। যেথানে কষ্টে উঠিতে হয়। যশের পথ সুগম নয়।

বহুবিধ রোধে—নানা বাধায়। যশোলাভ সহজ নয়; বহু বাধা অতিক্রম করিতে হয়।

উর্দ্ধগামী জনে—শৃঙ্গ-শিরস্থ-যশোমন্দির-যাত্রীদের পক্ষে।

বিকলে—বিকল হইয়া অর্থাৎ অশক্ত বা বিফল-মনোরথ হইয়া।

যত্নে—যত্ন করিয়াও।

সে রত্ন-ভবনে—অমূল্য-রত্নাধার সেই যশোমন্দিরে। 'রত্ন' যশের লোভনীয়ত্ব-ব্যঞ্জক।

ভারতী—সরস্বতী। কবিতাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

অশক্ত আপনি যম ইত্যাদি—অর্থাৎ সে অমর হয়। যমের অধীন হইলে আবার মর্ত্ত্যে আসিতে হয়—অমর হওয়া যায় না; ইহা পৌরাণিক কথা। কবির মেঘনাদ-বধ কাব্যে আছে;—

"পশিয়াছে কত যাত্রী যঃশর মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর!"———(চতুর্থ সর্গ)।

কবি

প্রকৃত কবি কে? যিনি কেবল শব্দের সহিত শব্দের মিল মাত্র করিয়া কবিতা লেখেন, তিনিই কি কবি-পদ-বাচ্য? কবি বলিতেছেন—না। যাঁহার কল্পনা ভাব-জগৎকে সুন্দর করিয়া দেখায়, যিনি কবিতা দ্বারা মানব-মনে নানাবিধ রস-সৃষ্টি করিতে পারেন, যিনি মর্ত্ত্যবাসীকেও স্বর্গ-সুখ ভোগ করাইতে পারেন, এই দুঃখময় সংসার-মরুভূমিতে যিনি সুখের নদী বহাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত কবি।

শবদে শবদে বিয়া—শব্দের সহিত শব্দের বিবাহ অর্থাৎ মিল। "বিয়া" বিবাহের অপভ্রংশ।

যম-দমী—সু-কবি অমর বলিয়া "যম-দমী"। (পূর্ব্ব-কবিতার টীকায় দেখ)।

অক্ষয়-শোভা—(রতনের বিশেষণ)। অক্ষয়-শোভা যাহার।

যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন—(কল্পনা সুন্দরী) যাহার হৃৎ-পদ্মাসনে অধিষ্ঠান করেন। সরস্বতী পদ্মাসনা; এখানে কল্পনাকেও

পদ্মাসনা করিয়া দেখান হইয়াছে। কবির হৃদয়ই কল্পনা দেবীর পদ্মাসন।

আনন্দ, আক্ষেপ ইত্যাদি—আনন্দাদি মনোভাব অর্থাৎ রসাদির সৃষ্টি করিতে যিনি সক্ষম।

অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ—অস্তগামী সূর্য্যের সুবর্ণ-কিরণে সবই সুবর্ণময় দেখায়। কল্পনাও তেমনই সকলকেই সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারে।

অরণ্যে কুসুম—যিনি কল্পনা-বলে সৌন্দর্য্য-হীনে সৌন্দর্য্য দিতে পারেন।

নন্দন-কানন হ'তে—যিনি মর্ত্ত্যে বসিয়া কল্পনা-বলে স্বর্গের সুখ অনুভব করাইতে পারেন।

মরুভূমে ইত্যাদি—(অসাধ্য-সাধন-ব্যঞ্জক)। এই দুঃখময় সংসার-মরুভূমিতে যিনি সুখের নদী বহাইতে পারেন অর্থাৎ দুঃখের মধ্যেও যিনি আনন্দের বস্তু দেখেন এবং দেখান।

দেব-দোল

বসন্ত-কালে শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব হইয়া থাকে। তাহা দেখিতে, সেই দিনে প্রত্যূষে দেবগণ মর্ত্ত্যে আসিয়া থাকেন, ইহাই পৌরাণিক কাহিনী। তাই, সে দিনের প্রাতে নিকুঞ্জে কোকিলের ধ্বনি ও ভ্রমরের গুঞ্জন স্বর্গীয় বাজনার সুধা বর্ষণ করিতেছে; বাসন্ত-কুসুম-সৌরভ-বাহী মলয়-সমীরণ নন্দনের, পারিজাত-পরিমল বিতরণ করিতেছে।

দেবদোল—শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসবে প্রত্যূষে দেবগণ মর্ত্ত্যে আসিয়া থাকেন, ইহারই নাম "দেবদোল"।

ফুলাধরে—ফুল-রূপ অধরকে।

তুষিতে ইত্যাদি—আজ ঋতুরাজেশ্বর বসন্তকে তুষ্ট করিবার জন্য কোকিল কল-স্বরে গান করিতেছে, ভ্রমর মধুর গুঞ্জন করিতেছে, (ইহা ভাবিও না)। অর্থাৎ আজ উহা কোকিলের গান ও ভ্রমরের গুঞ্জন নহে। উহা কি, তাহা পরে কথিত হইতেছে।

ভক্তির নয়নে—চর্ম্ম-চক্ষে দেব-দলের আগমন দর্শন করা অসম্ভব। ভক্তির নয়নেই উহা দেখিতে হয়।

অধোগামী—স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আসিতে 'অধোগামী' হইতে হয়।

দেবগ্রাম—দেব-দল।

এই দোলাসনে—মর্ত্ত্যে, যেখানে কৃষ্ণ দোলাসনে বিরাজ করিতেছেন।

স্বর্গীয় বাজনা ওই—(যাহা নিকুঞ্জ-বনে শুনা যাইতেছে)।

পিকবর কবে ইত্যাদি—(স্বর্গীয় বাজনার পিকাধিক ও মধুপাধিক সুশ্রাব্যতা-ব্যঞ্জক)।

কিন্নরের বীণা-তান অপ্সরার রবে—অপ্সরার সু-রবের সহিত কিন্নরের বীণা-ঝঙ্কার। দেবগণের প্রীত্যর্থে আজিকার কোকিল-ধ্বনি অপ্সরার রব এবং ভ্রমর-গুঞ্জর কিন্নরের বীণা-তান। 'রবে' অর্থাৎ রবের সহিত।

বায়ু-ইন্দ্র—বায়ুকুল-পতি।

শ্রীপঞ্চমী

শ্রীপঞ্চমী—মাঘ-মাসের শুক্ল-পঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা হয় বলিয়া, এই পঞ্চমীর নাম শ্রীপঞ্চমী অর্থাৎ শ্রীযুক্তা পঞ্চমী। পূজার পরে প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হইয়া থাকে। কবি বলিতেছেন, যাঁহার পূজা জগতে চিরস্থায়ী, তাঁহার বিসর্জ্জন কেন ?

নহে দিন দূর—ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, কবি শ্রীপঞ্চমীর কিছু পূর্ব্বেই এই কবিতাটী লিখিয়াছিলেন।

ভূ-ভারতে—ভারত-ভূমিতে।

ভূ-ভারত—ভারতবাসী জন। আধেয়ার্থে আধার।

বিস্মৃতির জলে—জলেই প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হইয়া থাকে। বিসর্জ্জন এক প্রকার "বিস্মৃতি"।

ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে—(সরস্বতী শ্বেতবর্ণা ও সু-কমলদলাসনা)।

কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা—মানব-মনে সরস্বতীর পূজা (আদর চিরস্থায়ী অর্থাৎ তাঁহার বিসর্জ্জন নাই।

মনোরূপ পদ্ম ইত্যাদি—যিনি অর্থাৎ যে বিধাতা এই মানব-দেহ-রূপ সরোবরে মনোরূপ পদ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় সেই মানব-মনোপদ্মে বাণীর নিত্য অধিষ্ঠান। কবিত্বের প্রতি সমাদর মানব-মনের নিত্য ধর্ম্ম, ইহাই ভাব। সরস্বতী পদ্মাসনা বলিয়া মনোরূপ পদ্মের সার্থকতা। ভাবের আধার বলিয়া "হৃৎ-পদ্ম" চিরপ্রসিদ্ধ।

যথা মরকতে ইত্যাদি—মরকত বা পদ্মরাগ মণির সহিত জ্যোতির যেমন নিত্য সম্বন্ধ, মনের সহিত সৌন্দর্য্যানুভূতির বা কবিত্বের সম্বন্ধও তেমনই নিত্য।

দশদিশে—সকল দিকে অর্থাৎ সর্ব্বত্র।

মনঃ-পদ্ম ফোটে—যত দিন মানব-মনে সৌন্দর্য্যানুভূতি থাকিবে, তত দিন লোকে সরস্বতীর পূজা করিতে থাকিবে, ইহাই ভাব।

সনাতনে—'সনাতনি' হওয়াই ব্যাকরণ-সঙ্গত। এখানে মিল রাখিতে গিয়া 'সনাতনা' শব্দ করিয়া, তাহার সম্বোধনে 'সনাতনে'।

কবিতা

যাহার সৌন্দর্য্য-বোধ নাই, কবিত্বের রসে যাহার মন মজে না, যে কবিতা-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ভারতীর চরণ পূজা না করে, সে দুর্ম্মতি। এই বলিয়া কবি সরস্বতীর কাছে মিনতি করিতেছেন, যেন দেবীর কৃপায় তিনি কবিতা-সৌরভে বিজ্ঞ জনের মনস্তুষ্টি করিতে পারেন।

কি রূপ কবে ইত্যাদি—(যে অন্ধ), তাহার চক্ষে নলিনী কবে কি রূপ ধারণ করে? অর্থাৎ কখনও কোন রূপ ধারণ করে না।

রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার—অর্থাৎ যে বধির, কালা।

কি কাক—কি কাক-ধ্বনি।

সম-ভাব তার—কাকের কর্কশ ধ্বনি, কোকিলের মধুর রব, বধিরের পক্ষে উভয়ই সমান। কারণ, সে কোনটাই শুনিতে পায় না।

কবিতা-কুসুম-রত্ন—কবিতার্থে এখানে সু-ভাব বুঝিতে হইবে।

কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে—কবির মুখ-রূপ ব্রহ্ম-লোকে। সরস্বতী ব্রহ্মার মানসী কন্যা বলিয়া "ব্রহ্মলোক" সার্থক।

উরি—উরিয়া, নামিয়া। বাঙ্গলা প্রাচীন কাব্যাদিতে এই শব্দের বহুল ব্যবহার আছে।

অবতার—(অবতীর্ণ-অর্থে)।

বাণী-রূপে বীণা-পাণি—সরস্বতী কবির মুখে বাণী-রূপে অবতীর্ণা হইয়া থাকেন।

এ নর-নগরে—এই মনুষ্য-লোকে।

তুষি যেন—প্রচলিত সকল সংস্করণেই দেখা যায় "তুষিবেন"। ইহা ভুল। ১ম সংস্করণ দেখিয়া ভুল সংশোধন করা গেল।

আশ্বিন মাস

প্রবাসে বসিয়া আশ্বিন-মাসে ৺ দুর্গা-প্রতিমার কথা কবির মনে পড়িত। তাই, কবি বাল্যের সেই আনন্দ, সেই ভক্তির কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

সুশ্যামাঙ্গ—(শস্য-শ্যামল বলিয়া)।

মহাব্রতে—৺দুর্গা-পূজায়।

মহিষ-মর্দ্দিনী-রূপে—আশ্বিনে উমা মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা-রূপে বঙ্গ-গৃহে আসেন।

কম-কায়া রমা—কমনীয়াঙ্গী লক্ষ্মী। লক্ষ্মী-দেবীর রূপ চির-প্রসিদ্ধ।

"রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী"—(ভারতচন্দ্র)।

বচনেশ্বরী—বাগ্‌দেবী, সরস্বতী।

শিখী-পৃষ্ঠে শিখিধ্বজ—ময়ূর-পৃষ্ঠে কার্ত্তিকেয়। ময়ূর ইঁহার বাহন; ইঁহার রথ-ধ্বজাও ময়ূরাঙ্কিত।

যাঁর শরে হত—কার্ত্তিকেয় দেবসেনা-নায়ক হইয়া তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

তারক—তারকাসুর, যিনি স্বর্গ জয় করিয়া দেবগণের লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন। পরে কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে বধ করিলে, দেবগণ পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হয়েন।

গণ-দল—আদিত্যাদি দেব-দল।

করি-শিরঃ—গণেশ। শনির দৃষ্টিতে ইঁহার মস্তক উড়িয়া গেলে, বিষ্ণু হস্তিমুণ্ড যোজনা করিয়া দেন।

আদি-ব্রহ্ম—পুরাণাদিতে গণেশ আদি-ব্রহ্ম বলিয়া খ্যাত।

এক পদ্মে শতদল—(দুর্গা-প্রতিমায় অনেক কমনীয় মূর্ত্তি একত্র বিদ্যমান বলিয়া)।

কি আনন্দ—(প্রতিমা-দর্শনে)।

পূর্ব্ব-কথা—বাল্যে যখন কবি ভক্তি-ভরে দুর্গা-প্রতিমা দেখিতেন,—সে সব কথা।

সায়ংকাল

সায়ংকালে আকাশে মেঘ-মালা অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণোপম কিরণচ্ছটায় মণ্ডিত হইয়া কত বিবিধ প্রকারের আকার সৃষ্টি করে!—সোণার সাজে হাতী-ঘোড়া, সোণার গাছে সোণার পাখী, সোণার পাহাড়, সোণার নদী ইত্যাদি। সূর্য্যদেবের এ এক চমৎকার সাজি!

(যিনি সন্ধ্যার সময়ে আকাশের দিকে কিছুকাল ধরিয়া চাহিয়া দেখিবেন, তিনিই এই কবিতাটীর মর্ম্ম ও সৌন্দর্য্যের চাক্ষুষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।)

মৃদে—মৃদু-ভাবে।

ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন—সায়ংকালে সূর্য্য-কিরণের পীত, রক্তাদি নানবিধ-বর্ণ-হেতু মেঘগুলি কোথাও পীতাভ, কোথাও রক্তাভ ইত্যাদি দেখায়।

কাদম্বিনী—মেঘ-মালা।

কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী—স্ত্রীলোকের অলঙ্কার-প্রিয়তা চির-প্রসিদ্ধ।

ধরিতেছে তা' সবারে—(অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটায় মেঘের সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক)।

গড়ি—(ক্ষণে-ক্ষণে মেঘের রূপ-পরিবর্ত্তনশীলতা-হেতু)।

অলঙ্কার পরিবে ইত্যাদি—নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল মেঘে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া নানা মনোহর আকার সৃষ্টি করে।

অম্বরে নদ-স্রোতঃ—(আশ্চর্য্য-ব্যঞ্জক)। আকাশে নদী।

এ বাজি করি—মেঘের উপরে কিরণ-পাত করিয়া সোণার নানা মূর্ত্তি করা, এক প্রকার চমৎকার 'ভেল্কি'-স্বরূপ।

সায়ংকালের তারা

সায়ংকালের তারা—শুক্র-গ্রহ, যাহাকে লোকে "শুক্-তারা" বলে। ইহা যতদিন সূর্য্যের পূর্ব্ব-দিকে থাকে, ততদিন সূর্য্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে দেখা যায়। সুতরাং শীঘ্রই অস্ত হয়। ইহার ইংরাজী নাম Venus। ইহা দেখিতে যেমন বড়, তেমনই উজ্জ্বল। কিন্তু বেশী ক্ষণ আকাশে দৃশ্যমান থাকে না বলিয়া কবির দুঃখ।

ও রূপের ছটা—উজ্জ্বলতার উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।

মানিনী—রূপাভিমানিনী রজনী। নক্ষত্র-শোভিতা রজনী নিজে অপূর্ব্ব রূপবতী। তাই, অন্যের রূপে ক্ষুণ্ণ-মনা।

সহচরি গোধূলির —(সায়ংকালের শুক্র-গ্রহকে সম্বোধন)।

কি ফণিনী ইত্যাদি—("আছে কি লো'র সহিত অন্বয়)। কি এমন ফণিনী আছে, যার মাথায় শুক্র-তারার মত মণি শোভা পায় ? মণি খনিতে, না হয়, ফণিনীর মাথায় থাকে ; তাই খনি ও ফণিনীর উল্লেখ। সর্পের মস্তকে মণি, কবি-প্রসিদ্ধি।

ক্ষণমাত্র—শুক্র-তারা শীঘ্রই অস্ত যায়।

সখীদল-সনে—অন্যান্য তারার সঙ্গে। নক্ষত্রাবলী যেন রজনী-রাণীর সখী-দল।

যবে কেলি করে তারা—সেই সব সখীদল রাত্রিতে যখন আকাশে আনন্দে ক্রীড়া করে—অর্থাৎ শোভমান হইয়া বিহার করে।

সুহাস-অম্বরে—(অগণ্য নক্ষত্রাদির আলোকে) উজ্জ্বলিত আকাশে।

চির আঁখি স্মরে—(ঐ রূপ) আঁখি চিরকাল স্মরণ করে। (রূপের মহিমা-ব্যঞ্জক)।

নিশা-কালে নদী-তীরে বট-বৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির

অগণ্য উজ্জ্বল জোনাকী পোকা, পরিমল-বাহী মলয়, নদী-তরঙ্গে কৌমুদীর নৃত্য, বায়ু-সঞ্চালিত বৃক্ষ-পত্রের মৃদু-মধুর শব্দ, আকাশে তারাদলের সহিত তারানাথের নীরব দৃষ্টি এবং কল্লোলিনীর রমণীয় নৈশ সজ্জা দেখিয়া, কবি ভাবিতেছেন,—এ সবই শিব-পূজার আয়োজন।

রতন-মুকুট শিরে—(উজ্জ্বলতা-ব্যঞ্জক)। পক্ষান্তরে, জোনাকীও উজ্জ্বল।

সঘনে—শীঘ্র গতিতে।

বৃষভ-বাহনে—মহাদেবকে। ষাঁড় মহাদেবের বাহন।

পরিমল—সুগন্ধ। অদূরস্থ কাননের কুসুম-গন্ধ এই শিব-পূজায় ধূপের কার্য্য করিতেছে।

কৌমুদী—জ্যোৎস্না।

রজত-চরণে—শুভ্র-চরণে। (কৌমুদীর শুভ্রতা-ব্যঞ্জক)।

বীচী-রব-রূপ পরি নূপুর—নদীর তরঙ্গ-কল্লোল যেন নর্ত্তকীর নূপুর-ধ্বনি।

আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি—বট-বৃক্ষ এই পূজায় আচার্য্যের অর্থাৎ মন্ত্র-পাঠকের স্থানীয় হইয়াছে। বট-বৃক্ষ সুবিশাল বলিয়া 'তরু-পতি'।

উচ্চারিছে বীজ-মন্ত্র—(পবনান্দোলনে বৃক্ষের মৃদু-ধ্বনি এই পূজায় 'বীজ-মন্ত্র'-স্বরূপ)।

নীরবে—প্রণতি 'নীরবে'ই করিতে হয়।

মহাব্রতে ব্রতী—শিবারাধনায় উদ্যোগী।

সাজায়েছ দিব্য সাজে ইত্যাদি—সুসজ্জা করিয়াই স্ত্রীলোকে দেব-স্থানে পূজা দিতে যায়।

ছায়াপথ

নিশাকালে নির্ম্মল আকাশে ছায়া-পথ (Milky Way) দেখিতে আলোক-সমুজ্জ্বল রাজ-পথের মত। তাই, কবি রজনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—নিশা-কালে ইন্দ্রাণী-সুন্দরীর নন্দন-কাননে যাইবার জন্যই কি তিনি নিত্য এই পথটী এমন, সুন্দর করিয়া সমুজ্জ্বল করেন?

শশিপ্রিয়ে—(রজনীকে সম্বোধন)। চন্দ্র "রজনী-নাথ"।

উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে—ছায়াপথ অগণ্য তারকার সমষ্টি ; তাই 'উজ্জ্বল'।

ভেটিতে—ভেট্ অর্থাৎ সাক্ষাত করিতে। (হিন্দী-শব্দজ)।

মলিনি—মলিন করিয়া (ইন্দ্রাণী ও তাঁহার সঙ্গিনীদের রূপের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)। রূপের আভায় তারাগণও মলিন হয়।

বিভাবরি—(সম্বোধন)। হে রজনি !

রাণী-তুমি—(রজনী)। নক্ষত্র-সমুজ্জ্বল, সুগন্ধ-কুসুম-গন্ধামোদিত বেশ-ভূষায় রজনীর "রাণী" নাম সার্থক। চন্দ্র নিশানাথ। সুতরাং নিশা তাঁহার রাণী।

নীচ আমি—(সামান্য মনুষ্য বলিয়া)।

পবন-কিঙ্করে—কিঙ্কর পবনকে। চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইয়া বেড়াইতে হয় বলিয়া 'কিঙ্কর'।

সে—(পবন)।

কানে—পবন কানের কাছে মৃদুশব্দ করে। তাহাকে কহিয়া দিলেই, সে কথা আমার কানে আসিবে।

বট-বৃক্ষ

তাপ-প্রধান ও পশু-পক্ষী-সমাকুল ভারতবর্ষে বট-বৃক্ষ মহোপকারী। ইহার সুশীতল ছায়া তপন-তপ্ত পথিকের তাপ-ক্লেশ দূর করে ; পক্ষিকুল উহার আশ্রয়ে বাস করে এবং উহার রাশি-রাশি ফলে ক্ষুধার শান্তি করে। এমন দেবোপম-গুণশালী বৃক্ষকে যাহারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে, তাহাদিগকে নিন্দা করা যায় না।

বন্দে—বন্দনা করে, পূজা করে। হিন্দু বট-বৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং তাহার মূলে জল-দান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করে।

তরুরাজ—বিশাল বৃক্ষ বলিয়া 'রাজ' সার্থক।

প্রত্যক্ষতঃ—চক্ষেই দেখা যায়।

ভারত-সংসারে—(তাপ-প্রধান ও নানাবিধ পক্ষী-সমাকুল) ভারতবর্ষে।

বিধির করুণা ইত্যাদি—জীব-ক্লেশ-নিবারণার্থ বিধাতার দয়া যেন এই বট-বৃক্ষ-রূপে বিরাজ করিতেছে।

তোমার দুহিতা—বৃক্ষের আশ্রিতা বলিয়া ছায়া 'দুহিতা'। সুবিস্তৃত ও গাঢ় ছায়ার জন্য বট-বৃক্ষ প্রসিদ্ধ।

সাধু—বট-বৃক্ষ পরোপকারী বলিয়া এই সম্বোধন।

আগ্নেয় তাপে—অগ্নি-জাত তাপের মত উত্তাপের দ্বারা।

দয়া পরিহরি—দয়া ত্যাগ করিয়া, নির্দ্দয়ের মত।

মিহির—সূর্য্য।

তাঁরে—ছায়া-সুন্দরীকে।

শত-পত্রময় মঞ্চে—বহুপত্রাচ্ছাদিত মঞ্চ-স্বরূপ উচ্চাধিষ্ঠিত শাখায়।

খেচর—অতিথিব্রজ—পক্ষিকুল যেন তরুরাজ-গৃহে অতিথি সমূহ।

পদ্মরাগ-ফলপুঞ্জে—বট-ফল আকারে ও বর্ণে পদ্মরাগ-মণির ন্যায়।

মৃদু-ভাবে—পবনান্দোলনে পত্রপুঞ্জের মৃদু ধ্বনিতে।

শীতলি—শীতল করিয়া।

সৃষ্টিকর্ত্তা

কে এ সু-বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন ?—এই রহস্য-কথা কবি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিয়া, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, নদ-নদী ও সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

বিশ্বে—বিশ্ব-মাঝে।

বসুমতি—(সম্বোধন)। নানারত্নের আধার বলিয়া পৃথিবীর নাম বসুমতী।

মহা-দীক্ষা—"কে সৃজিলা এ সু-বিশ্বে ?"—এই মহান্ তত্ত্ব-জ্ঞান।

ভিক্ষা—এই ভিক্ষা করি অর্থাৎ যেন তাঁহাকে চিনিতে পারি।

অসম্ভ্রমে—নির্ভয়ে। কাশীরামের মহাভারতে ভয়ার্থে 'সম্ভ্রম' শব্দের প্রয়োগ আছে ;—

"কি কারণে সম্ভ্রম করহ, মহাশয়।
এই ক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয়॥"

(আদি-পর্ব্বে হিড়ম্ব-রাক্ষস-বধ)।

দিনেশ রবি—(সূর্য্যকে সম্বোধন)।

হেম-আলোক-সঞ্চারে—(যে আদি-জ্যোতির) স্বর্ণ-বর্ণ আলোক-সঞ্চার দ্বারা।

উজ্জ্বলে—(ক্রিয়াপদ)। উজ্জ্বল করে।

রজত-আসনে—এখানে কবি চন্দ্রের রজত-শুভ্র গোলাকার মূর্ত্তিকে চন্দ্র-দেবের আসন-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। মেঘনাদবধে এক স্থলে সূর্য্যের দৃশ্যমান মূর্ত্তিকে কবি সূর্য্য-দেবের কিরীট-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

নদকুল, কহ কল-কলে—কল-কল-রবই নদকুলের স্বাভাবিক স্বর। কোন-কোন সংস্করণে আছে "কহে" এবং কোন-কোন

সংস্করণে "বহে"। দুই-ই ভুল ও অর্থহীন। প্রথম সংস্করণে আছে, "কহ"। ইহাই ঠিক।

অম্বু-পতি—সাগর।

গম্ভীর স্বননে—(কহ)। (সাগর-কল্লোলের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক)।

সূর্য্য

হে সূর্য্য, তোমার অসীম মহিমা!—তোমার আলোকে পৃথিবী, চন্দ্র ও গ্রহাদি সমুজ্জ্বল; তোমার প্রভাবেই মেঘে জল, ভূমিতে শস্য। এই জন্যই দেশ-দেশান্তরে কত লোকে তোমায় দেবতা-জ্ঞানে নমস্কার করে! তোমারই যখন এমন মহিমা, তখন না-জানি তাঁহার মহিমা কেমন, কোটি কোটি সূর্য্য যাঁহার পদ-তলে নিত্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

দেশ-দেশান্তরে—সূর্য্যোপাসক সম্প্রদায়।

দিবা-মুখে—দিবসের আরম্ভে।

বিভাবসু—মধ্যাহ্ন-সূর্য্য প্রভায় অগ্নি-সদৃশ বলিয়া সূর্য্যের নামান্তর।

চন্দ্র-গ্রহ-দলে—চন্দ্র ও গ্রহগণ সূর্য্যের আলোকেই দীপ্তিমন্ত।

উর্ব্বরা ইত্যাদি—রবি-কর-তেজেই বসুন্ধরা শস্যশালিনী।

বারিদ,প্রসাদে তব ইত্যাদি—সূর্য্য-কিরণে সমুদ্র-জল বাষ্পাকারে উঠিয়া মেঘের সৃষ্টি করে।

কোটি রবি—(এ উক্তি অতি-রঞ্জিত নয়)। আকাশের অগণ্য নক্ষত্র-মণ্ডলীর প্রত্যেকটি একটি সূর্য্য।। ইহা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কথা।

পদ-তলে—কোটি রবি যাঁহার পদের শোভা সম্পাদন করিতেছে। পদ-তলে শোভা পাওয়া সামান্যত্ব-ব্যঞ্জক। কোটি রবি যাঁহার কাছে অতি-সামান্য মাত্র।

সীতা দেবী

সীতার কথা ভাবিতে-ভাবিতে কবি মনশ্চক্ষু দ্বারা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতা-দেবীকে অশোক-বনে চেড়িবৃন্দ-বেষ্টিতা ও রোরুদ্যমানা দেখিয়া ভাবিতেছেন;—কোথা বীরবর রামচন্দ্র, কোথা মহারথী দেবর লক্ষ্মণ! কি সাহসে মূঢ় রাবণ এ কুকর্ম্ম করিল?—আসন্ন বিপদ এমনই করিয়াই লোকের জ্ঞান হরণ করে! মূঢ় রাবণ জানে না যে, তাহার এই পাপে এ রক্ষোবংশ নিশ্চয়ই রসাতলে যাবে!

অনুক্ষণ—সর্ব্বদা। সীতা-চরিত্রের চিত্তাকর্ষকত্ব-ব্যঞ্জক)।

মুদিত নয়নে—চক্ষু বুঁজিয়া অর্থাৎ মনশ্চক্ষু দ্বারা (দেখি)।

একাকিনী—রাম-লক্ষ্মণ-বিরহিতা।

অশোক-কাননে—রাম-বিরহ-সন্তাপিতা সীতাকে রাবণ লঙ্কায় তাঁহার "অশোক" নামক উদ্যানে রাখিয়াছিলেন।

চেড়িবৃন্দ—ইহারা সীতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা হইয়াছিল।

চন্দ্রকলা যথা আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে—চেড়ি-পরিবৃতা সীতা মেঘাচ্ছন্না চন্দ্রকলার ন্যায়। সীতা রূপে চন্দ্রকলাসদৃশী এবং রাক্ষসীরা মেঘের মত কৃষ্ণবর্ণা।

বহে বৃথা—যেখানে সহানুভূতি নাই, সেখানে রোদন, অরণ্যে রোদনের ন্যায় 'বৃথা'।

ঘনে—(ক্রিয়া-বিশেষণ)। অবিরলে।

কোথা ইত্যাদি—কোথায় ছিলেন ? রাম-লক্ষ্মণের কেহ উপস্থিত থাকিলে রাবণ সীতাকে হরণ করিতে পারিতেন না, ইহাই ভাব।

রাহু-গ্রাহ-রূপ ধরি—রাহু-রূপ কুম্ভীরের রূপ ধরিয়া।

বিপত্তি—(কর্ত্তৃকারক) বিপদ। এখানে আসন্ন বিপদ। বিপদ্ ঘটিবার সময়ে, লোকের জ্ঞান লোপ পায়।

আঁধারে—(ক্রিয়াপদ)। আঁধার করে অর্থাৎ জ্ঞান-রূপ সূর্য্যকে গ্রাস করে।

মজিবে—ডুবিবে। (মজ্জন-শব্দজ)।

খ্যাত ত্রিসংসারে—রক্ষোবংশ ত্রিভুবন-বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এক সীতা-দেবীর হরণে এমন বংশ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। (ইহা সতী-মাহাত্ম্যের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)।

মহাভারত

কবি কল্পনা-বলে বদরিকাশ্রমে গিয়া দেখিলেন—ব্যাস-দেব গম্ভীরে মহাভারত-গান করিতেছেন। তাহা শুনিয়া কবির মানস-নয়ন খুলিয়া গেল; কবি দেখিলেন,—কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধন ও ভীম এবং কর্ণ ও অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ সমবেত। এই ক্ষত্র-কুল-ধ্বংসকারী কাল-সমর দেখিয়া কবি ভীত হইলেন।

বদরীর তলে—বদরিকাশ্রমে, যেখানে ব্যাসদেব থাকিতেন। ইহা এখন তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। ইহা কাশ্মীরান্তর্গত।

গাইছেন গীত—(মহাভারত রচনা করিতেছেন)।

সত্যবতী-সুত—বেদব্যাস।

কুতূহলে—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া। মহাভারতের কথা কৌতূহল-প্রদ।

কৌরবেশ্বরে—দুর্য্যোধনকে।

পবন-পুত্রে—ভীমকে।

কর্ণ—ইনি দুর্য্যোধনের পক্ষে।

অনম্বরে—আকাশে। অম্বর-হীন অর্থাৎ আচ্ছাদন-হীন, আকাশে।

ক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্রে।

পার্থ—অর্জ্জুন।

গাণ্ডীব—বরুণ-দত্ত অর্জ্জুনের প্রসিদ্ধ ধনু।

এ কাল-সমরে—এ লোক-ক্ষয়-কর যুদ্ধ দেখিয়া।

গোগৃহ-রণে উত্তর—বিরাট-রাজার পুত্র উত্তর। কৌরবগণ বিরাট-রাজার গোগৃহে আসিয়া গো-হরণ করিতে থাকিলে, ছদ্ম-বেশী অর্জ্জুনের সঙ্গে উত্তর কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু কৌরবদের সেনা-সংখ্যা দেখিয়া ভীত হয়েন। কাশীরামের মহাভারতে বিরাট-পর্ব্বে গোগৃহ-রণ-স্থলে, ভীত উত্তর অর্জ্জুনকে কহিতেছেন;——

"কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরু-সৈন্য মধ্যে করিনু প্রয়াণ।
যুদ্ধের থাকুক কাজ দেখি ছন্ন হইনু।
ছাড়িল শরীর প্রাণ তোমারে কহিনু।"

সরস্বতী

তপন-তাপিত পথিকের পক্ষে যেমন ছায়া, তৃষাতুর জনের পক্ষে যেমন নদী, তেমনি (কবি বলিতেছেন) তিনি নিজে দুঃখার্ত্ত হইলে, সরস্বতীর চরণাশ্রয়ে কাব্য-সেবায় দুঃখ-নিবৃত্তি করেন। স্নেহময়ী জননীর বাক্য-সুধা ভিন্ন দুঃখী সন্তানের দুঃখ আর কিসে নিবারিত হইতে পারে? (কবি প্রবাসে অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন এবং কাব্য-সেবায় তাঁহার সেই দুঃখ ভুলিতেন। এই কবিতাটী তাঁহার আত্মকাহিনী)।

দড়ে-বড়ে—(ব্যগ্রতা-ব্যঞ্জক)।

এ দাস তেমতি—(কবি প্রবাসে থাকিয়া অর্থাভাবে বড়ই মনঃ-কষ্টে পড়িয়াছিলেন এবং কাব্য-সেবা দ্বারা নিজের চিত্ত-বিনোদন করিতেন)।

আশ্রম—আশ্রয়-স্থল।

সান্ত্বনে—সান্ত্বনা করে।

অমনি—তৎক্ষণাৎ। সরস্বতীর সেবায় মনোদুঃখ তৎক্ষণাৎ দূর হয়।

মধু-মাখা—জননীর, তথা সরস্বতীর, বাণী মধু-মাখা অর্থাৎ সুমিষ্ট। সরস্বতী অমৃতভাষিণী। কাব্যও অমৃত, সুধা, বলিয়া কথিত।

স্নেহের কৌশলে—মধু-মাখা কথা কহা, পুত্রের দুঃখাপনোদনের উপায়-স্বরূপ।

এই ভাবি’—এই ভাবিয়া।

ভাবি—স্মরণ করি।

কবতক্ষ নদ

কবির জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি এই নদের উপরে অবস্থিত বলিয়া, উহা কবির মধুর বাল্য-স্মৃতির সহিত এমনই বিজড়িত, যেন নদটী কবির একজন অন্তরঙ্গ সখা। তাই, কবি কবতক্ষের উদ্দেশে বলিতেছেন ;—আর দেখা হইবে কি না, জানি না ; যত দিন তুমি বহিতে থাকিবে, তত দিন তোমার মধুর ধ্বনিতে এই প্রবাসী সখার নাম বঙ্গবাসীকে শুনাইও।

কবতক্ষ নদ—ইহার শুদ্ধ নাম "কপোতাক্ষ" হইলেও, লোকে ইহাকে "কবতক্ষ" বলে। মধুসূদনও 'কবতক্ষ'ই বলিতেন, বুঝিতে হইবে।

এ বিরলে—স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-হীন এই সুদুর প্রবাস-স্থলে।

মায়া-যন্ত্র-ধ্বনি—স্বপ্ন-শ্রুত বাদ্য-যন্ত্রের শব্দ যেমন অলীক, দুরে থাকিয়া কল্পনা-বলে কপোতাক্ষ নদের মধুরধ্বনি শুনাও তেমনই অলীক।

ভ্রান্তির ছলনে—সতত তোমার যে কল-কল-ধ্বনি শুনিয়া আমি কাণ জুড়াই, তাহা ভ্রান্তির ছলনা মাত্র—স্বপ্নে মায়া-যন্ত্র-ধ্বনি শুনার মত। কারণ, কোথায় তুমি, আর কোথায় আমি!

এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?—বাল্যকাল হইতে কপোতাক্ষের সহিত কবির স্নেহের সম্বন্ধ। সুতরাং সেরূপ স্নেহ তিনি আর কোন নদের কাছে পাইতে পারেন না। "স্নেহের তৃষ্ণা" স্নেহ পাইবার আকাঙ্ক্ষা।

দুগ্ধস্রোতোরূপী ইত্যাদি—শিশুর পক্ষে যেমন স্নেহময়ী জননীর স্তন্য-ধারা, কবির পক্ষে বাল্যের সেই জন্মভূমি-প্রবাহিণী কপোতাক্ষ নদও তদ্রূপ।

যতদিন যাবে ইত্যাদি—যত কাল তুমি বহিতে থাকিবে।

এ মিনতি—(তোমায়) এই অনুরোধ (করি)।

সখা-রীতে—সখা-রীতি-অনুসারে। বন্ধুর নাম করা বন্ধুর রীতি।

লইছে যে তব নাম—অর্থাৎ কবি।

ঈশ্বরী-পাটনী

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত ভবানীর ভবানন্দ-ভবনে যাত্রায় ঈশ্বরী নামে পাটনী তাহার খেয়া-নৌকায়, তাঁহাকে গাঙ্গিনী পার করিয়াছিল। সেই বর্ণনা-স্মরণে কবি সৌভাগ্যশালী ঈশ্বরী পাটনীর উদ্দেশে তাহার সৌভাগ্য জ্ঞাপন করিতেছেন।

ঈশ্বরী পাটনী—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-কাব্যে যে পাটনী ভবানীকে নদী পার করিয়াছিল।

কামিনী কমলে—"কমলে কামিনী"। যিনি কালিদহের কমল-বনে বসিয়া সিংহল-যাত্রী ধনপতি সদাগর ও পরে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সদাগরকে ছলনা করিয়াছিলেন।

কোথা করী ইত্যাদি—কালিদহে কমল-বনে ভবানী অপূর্ব্ব কামিনীর আকারে বসিয়া, বাম করে এক হস্তী ধরিয়া পুনঃ-পুনঃ তাহা গিলিয়া আবার উদ্গীরণ করিয়াছিলেন।

পদ-ছায়া-ছলে—কামিনীর অলক্তকাঙ্কিত পদের ছায়া জলে পড়িয়া দেখাইতেছিল, যেন প্রফুল্ল কনক-কমল।

"বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ,
কিবা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ!"—(অন্নদামঙ্গল)

কাঠের সেঁউতি…স্বর্ণময়—

"পাটুনী বলিছে, মাগো, বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরে কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আল্‌তা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটুনী বলিছে, মাগো, শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে॥"—(ঐ)।

মেগে নিস্, পার করে, মনোনীত বর—

"বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব।
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥"——(ঐ)।

বসন্তে একটী পাখীর প্রতি

ইউরোপে শীত-কালে দুরন্ত শীতে তুষার-পাত হয়। বৃক্ষ-লতাদি সকলই পুষ্প-পল্লব-হীন ও তুষারাচ্ছন্ন হওয়ায় বসুন্ধরা যেন নিরাভরণা ধবল-বসনা বিধবার মত দেখায়। তাই, বসন্তারম্ভে, সে দেশের একটী পাখীকে গান করিতে শুনিয়া কবি তাহাকে, কোকিলের

ন্যায়, ঋতুরাজ বসন্তকে ডাকিতে বলিতেছেন। কারণ, বসন্ত আসিলেই পৃথিবী আবার মনোহর সাজে সাজিবে।

একটী পাখীর প্রতি—(ফ্রান্স-দেশীয়)।

পিক—কোকিল।

মাধবের বার্ত্তাবহ—ভারতে কোকিল "বসন্ত-দূত" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মঞ্জু—সুন্দর, মনোহর।

যেমতে—যেমন করিয়া। এখানে, যেমন ভাল করিয়া।

মধুময় মধু-কাল ইত্যাদি—সর্ব্বত্র বসন্ত-কাল মধু-পূর্ণ অর্থাৎ মনোহর, সুন্দর।

কে কোথা ইত্যাদি—বসন্তের আগমনে কিছুই ম্লান থাকে না, অর্থাৎ সবই প্রফুল্ল।

বসুমতী ইত্যাদি—বসন্তে পৃথিবী নানা সাজে সজ্জিতা হইয়া জগতের প্রীতি-সাধন-ব্রতে ব্রতী।

হেমন্ত—এখানে, শীত-কাল বুঝাইতেছে।

দুষ্ট—(হেমন্ত)। কষ্ট-দায়ক বলিয়া 'দুষ্ট'।

কেশে—(ধরার কেশকে)। ইউরোপে শীত-কালে বৃক্ষ-লতাদি পুষ্প-পল্লব-হীন হয়।

পরায় ধবল বাস—(ধরাকে)। নীহার-পাতে 'ধবল বাস'।

মনোহর বেশে ইত্যাদি—অর্থাৎ বৃক্ষ-লতাদিকে পুষ্পিত ও পল্লবিত করিয়া।

প্রাণ

কবি প্রাণকে এই দেহ-রূপ রাজ্যের রাজা-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। দুই বাহু যেন বাহুবলে বলী দুই রথী, সতত রাজপুরী রক্ষা করিতেছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভৃত্য-রূপে রাজার সেবায় নিযুক্ত। দুইটী পদ রাজার গমনাগমনের জন্য যেন দুইটী অশ্ব, নিরন্তর রাজ-দ্বারে প্রস্তুত। জ্ঞান-দেব মন্ত্রী-স্বরূপ কার্য্যাকার্য্যের মন্ত্রণা দিতেছেন। জিহ্বায় যেন স্বয়ং বাণী-দেবী এবং দেহাভ্যন্তরে রক্ত-স্রোত যেন স্বর্ণ-ভাণ্ডার, রাজার যাবতীয়-প্রয়োজন-সাধনে ধন-স্বরূপ।

সুরাজ্যে—দেহ-রূপ সুন্দর রাজ্যে।

দুর্জ্জয় সমরে—বাহু-বলে 'দুর্জ্জয়'।

বিবিধ বিধানে—নানা উপায়ে, নানা কার্য্য করিয়া।

পঞ্চ অনুচর—চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রাণের ভৃত্য-স্বরূপ।

সেবে—(বহির্জগৎ হইতে নানাবিধ উপভোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া)।

সুহাসে ঘ্রাণেরে ইত্যাদি—ফুল-বন আহ্লাদের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সুগন্ধ দান করে;—রাজা তাহাই উপভোগ করেন।

শ্রবণ আনে—শ্রবণেন্দ্রিয় সুমধুর স্বর আনিয়া রাজাকে শুনায়।

স্বরে—(কর্ম্মকারক)।

দেখায় দর্শন—দর্শনেন্দ্রিয় পৃথিবী, আকাশ—সর্ব্ব চরাচরের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া রাজাকে তৃপ্ত করে।

ভোগ—উপভোগ্য সামগ্রী।

সুমতি—(প্রাণকে সম্বোধন)।

তব রাজদ্বারে—অর্থাৎ রাজার গমনাগমনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত।

বাজী—অশ্ব। (পদ-পক্ষে, গমনশীলতা-ব্যঞ্জক)।

জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—জ্ঞানের মন্ত্রণা-বলে দেহ-রাজ্য রক্ষিত হয়। জ্ঞানের দ্বারাই জীবের কার্য্যাকার্য্য নিরূপিত হয়।

ভবে বৃহস্পতি—বৃহস্পতি দেবগণের গুরু এবং মন্ত্রী। মন্ত্রণায় "বৃহস্পতি" প্রবাদ-স্বরূপ। প্রাণ-রাজার পক্ষে জ্ঞান-দেব যেন পৃথিবীতে বৃহস্পতি অর্থাৎ হিতাহিত কর্ত্তব্যের মন্ত্রণাদানে তত্তুল্য।

সরস্বতী অবতার—রসনা যেন বাণীর অবতার। বাক্য থাকায় রাজার অনেক সুবিধা।

ধনী—রক্ত-প্রবাহ-রূপ স্বর্ণ-স্রোতে প্রাণ 'ধনী'; যেহেতু, রক্তই জীবনের 'ধন'-স্বরূপ।

কল্পনা

কল্পনা-বাহনে কবিরা যেখানে ইচ্ছা যাইয়া অতীত ঘটনা যেন চাক্ষুষ দেখিতে পা'ন। তাই কবি কল্পনাকে কহিতেছেন—আমাকে গোকুল-কাননে লইয়া চল, যেখানে কৃষ্ণের বেণুর রবে গোপীরা নৃত্য করিতেছে; অথবা লঙ্কায়, যেখানে রাবণ-বধার্থ রাম অকালে দেবী-পূজা করিতেছেন; অথবা কুরুক্ষেত্রে, যেখানে মহারথী অর্জ্জুন ক্ষত্র-কুল নাশ করিতেছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, কল্পনা-দেবীর কৃপায় কবি এ সকলই মানস-চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন।

হেমাঙ্গী কল্পনে—এখানে হেমাঙ্গিনী পক্ষিণীর ভাব আছে, বুঝিতে হইবে। কবি যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী, উড়িতে অক্ষম। কল্পনাকে বাহন করিয়াই তিনি বিচরণ করিবেন। কল্পনায় কবিরা নানাবিধ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন বলিয়া কল্পনা "হেমাঙ্গী"।

বাগ্দেবীর প্রিয়সখি—(সম্বোধন)। কবিদিগের রচনায় সরস্বতীর কৃপার সহিত কল্পনা-দেবীর কৃপাও লক্ষিত হয়। কবি তিলোত্তমা-সম্ভব ও মেঘনাদ-বধ, উভয় কাব্যেই সরস্বতীর পরে কল্পনাকেও আহ্বান করিয়াছেন। (যথাক্রমে ২য় ও ১ম সর্গে দেখ)।

গতিহীন ইত্যাদি—এ মানব-দেহ ধারণ করিয়া তোমার মত স্বেচ্ছা-বিহারে অক্ষম।

মনানন্দে—কোন এক আধুনিক সংস্করণে ইহা "মহানন্দে" পরিণত হইয়াছে।

সরস বসন্তে—বসন্ত-কালে বৃক্ষ-লতাদি সজীবতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া, বসন্ত 'সরস' অর্থাৎ রসযুক্ত ; ভাবার্থ, মধুর।

সঘনে—সতেজে।

শুভঙ্করি—(কল্পনাকে সম্বোধন)।

আতঙ্কে—রাবণ-বধের দুঃসাধ্যতা ভাবিয়া, ভয়ে।

পূজেন উমায় রাম—রাবণ-বধার্থ লঙ্কায় রাম দুর্গা-পূজা করিয়াছিলেন। (কৃত্তিবাসের রামায়ণে দেখ)।

ভীষণ ক্ষেত্রে—অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা যেখানে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে, সেই ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্রে।

রাশি-চক্র

সুবিস্তীর্ণ রম্য উপবনে রাজার বিশ্রামার্থ যেমন স্থানে-স্থানে বিরামালয় থাকে, আকাশ-দেশে গ্রহ-রাজ সূর্য্যের বিশ্রামার্থ তেমনি তাঁহার কক্ষা-পথে মেষ, বৃষ, মিথুনাদি দ্বাদশ রাশি বিদ্যমান। এক-এক রাশিতে এক-মাস করিয়া তাঁহার অবস্থান। তথায় প্রজা-রূপ

গ্রহগণ তাঁহার সেবা করিতে আসিয়া থাকে। গ্রহরাজও নিজের আলোক-রাশি-দানে তাঁহাদের তুষ্টি-সাধন করেন। তবে সকল গ্রহ তাঁহার আনন্দজনক নহে—শুভ-গ্রহদের মিলনে তিনি সুখী; কিন্তু ক্রূর-গ্রহগণের মিলনে তিনি অসন্তুষ্ট।

রম্য উপবনে—সূর্য্যপক্ষে, নক্ষত্রাদি ভূষিত কক্ষা-পথে।

বিবিধ রতনে—(রাশি-চক্র-পক্ষে, তদন্তর্গত নক্ষত্রপুঞ্জের বিবিধ বর্ণ ও উজ্জ্বলতা ব্যঞ্জক)।

তব নিত্য পথে—রাশি-চক্র রবির চির-ভ্রমণ-পথে অবস্থিত।

মাস কাল—সূর্য্য একমাস করিয়া এক-এক রাশিতে থাকে।

কখন সুক্ষণে—ফলিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্র-মতে,কখন শুভ-ফল-দায়ক;

কখন বা প্রতিকূল—কখনও বা অমঙ্গল-কারক।

আসে...গ্রহব্রজ—গ্রহগণও রাশি-চক্রে ভ্রমণ করে এবং নির্দ্দিষ্ট কালে রবির সহিত সম-রাশিতে মিলিত হয়।

হৈমময় তেজঃপুঞ্জ—স্বর্ণময় আলোক-রাশি। 'হেমময়' হইলেই ব্যাকরণ-সঙ্গত হইত। 'হৈম' অর্থেই হেমময়।

প্রসাদের ছলে—রাজপ্রসাদ অর্থাৎ রাজানুগ্রহরূপে।

প্রদান—(ক্রিয়া-পদ)। প্রদান কর অর্থাৎ প্রদান করিয়া থাক। সূর্য্যালোকেই গ্রহগণ দীপ্তি পায়।

হাস—(শুভ-দৃষ্টি-ব্যঞ্জক)।

বাম—(অশুভ-দৃষ্টি-ব্যঞ্জক)।

শুনি পরস্পর—লোক-মুখে এই কথা শুনিয়া থাকি।

মধুকর

মধুকর করুণ স্বরে ফুল-কুলের কাছে মধু ভিক্ষা করিয়া কত যত্নে, কত ক্লেশে মধু-চক্র প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যে সেই মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। কিন্তু কৃপণের ধনের মত, সে মধু সে ভোগ করে না;—অন্যে তাহার চাক্ ভাঙ্গিয়া সে মধু লুটিয়া লইয়া যায়। মধুকরের দুর্ভাগ্য!

বিষাদে—(গুণ্-গুণ্-ধ্বনির করুণ স্বর শুনিয়া)।

ফুল-কুল-বধূ-দলে—ফল-প্রসবিত্রী বলিয়া ফুলকুল "বধূ"। ফুল-কুল সুশ্রীও বটে।

তুম্‌কী—তুম্বকী। শুষ্ক অলাবুর খোলে নির্ম্মিত মৃদু-ধ্বনি-কারী এক-তার-বিশিষ্ট যন্ত্র-বিশেষ।

তোরণে—রাজ-প্রাসাদের বহির্ভাগের নাম 'তোরণ'।

সাদে—(সাধে)।

মোমের ভাণ্ডারে—মধু-চক্রে।

ইন্দ্র যথা—সমুদ্র-মন্থনে অমৃত উঠিলে, তাহা লইয়া দেব-দানবে বিবাদ হয়। তখন ইন্দ্র চন্দ্র-লোকে অমৃত রক্ষা করিয়াছিলেন।

আয়াসে—কষ্ট করিয়া যত্নে রক্ষা করায়।

সঞ্চয়ে—(ক্রিয়াপদ)। সঞ্চয় করে।

বিকলে—অনাহারে, অনিদ্রায় নিজে বিকল অর্থাৎ অবসন্ন হইয়া।

বৃথা অর্থ—কৃপণ তাহার সঞ্চিত অর্থ ভোগ করে না বলিয়া 'বৃথা'।

বিধি-বশে—মধুকর স্বভাবের বশেই ঐরূপ করিয়া থাকে।

গৃহ-চ্যুত করি—লোকে মধু-সংগ্রহ করিবার কালে চাক্ ভাঙ্গিয়া লইয়া আসে। মধুকর চাক্ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়।

সঙ্গতি—সংস্থান, সঞ্চয়।

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

যিনিই হউক, তিনি কীর্ত্তি রাখিবার জন্যই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি ভাবেন নাই যে, এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়? কালের হাতে সবই লোপ পায়। একদিন এ মন্দির গুলির চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকিবে না। তখন কোথাকার তিনি, কে তিনি, এ সব কথা জল-বিম্বের মত কালের সাগরে মিশিয়া যাবে।

দ্বাদশ শিব-মন্দির—(ইহা, বোধ হয়, কোন্নগরের গঙ্গা-তীরস্থ প্রসিদ্ধ "দ্বাদশ-মন্দির" স্মরণ করিয়া)।

কহ মোরে ইত্যাদি— নদীর জানা সম্ভব; কারণ, যখন মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখনও এই নদী তথায় প্রবাহিত হইত।

কল-কল-রবে—(নদীর ভাষায়)।

দেউল—(পূর্ব্বে "যশের মন্দির" দেখ)।

উৎসর্গিল—শিব-স্থাপন করিয়া শিবের নামে, মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিল।

বৃথা ভাব—যদি মন্দির-নির্ম্মাতা ইহা ভাবিয়া থাকে, তবে তাহার এ ভাব অর্থাৎ এরূপ মনোভাব বৃথা।

পাথর—(কঠিনত্ব-ব্যঞ্জক)। পাথর সহজে গুঁড়া হয় না।

হুতাশে তার—কাল-রূপ অগ্নির তেজে। হোমের অগ্নিতে

প্রক্ষিপ্ত ঘৃতাদির নাম হুত। হুত অশন অর্থাৎ ভক্ষণ-দ্রব্য যাহার, তাহাই হুতাশন বা হুতাশ অর্থাৎ অগ্নি।

কি ধাতু—এমন কঠিন কি ধাতু আছে, যাহা কাল-অগ্নির তেজে না গলে?

বিম্ব—জল-বুদ্‌বুদ্‌।

চল-জলে—প্রবহমান জলে, চঞ্চল জলে। "চলোর্ম্মি"—(মেঘনাদবধ)।

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্

পাণ্ডবদিগের বনবাস-কালে অস্ত্র-লাভার্থ অর্জ্জুন হিমালয়-পর্ব্বতে মহাদেবের প্রীত্যর্থে তপস্যা করিতে থাকিলে, মহাদেব অর্জ্জুনকে পরীক্ষাচ্ছলে ছদ্ম কিরাতের বেশে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (কাশীরাম-মহাভারতে বনপর্ব্বে দেখ)।

মহাভারতের এই চমৎকার চিত্রটী মানস-চক্ষে দেখিয়া, কবি অর্জ্জুনকে উৎসাহ দিতেছেন। বীরত্ব না দেখাইতে পারিলে পাশুপত-অস্ত্র-লাভের উপায় নাই। আর মহাদেবের সহিত যুদ্ধে হারিলেই বা লজ্জা কি? তিনি মহাদেব; অর্জ্জুন মনুষ্য মাত্র।

পশুপতি—মহাদেবের নামান্তর।

ছলন—বীরত্ব-পরীক্ষার্থে কিরাত-বেশে যুদ্ধে আহ্বান-রূপ ছলনা।

বীর-বীর্য্যে ইত্যাদি—অর্থাৎ বীরত্বে মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া অস্ত্র-লাভের আশা সফল কর।

করেছ কঠোর তপঃ—কিরাত-বেশী মহাদেবের সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে, হিমালয়ে থাকিয়া অর্জ্জুন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

কিন্তু—তপস্যা করিয়াছ সত্য ; 'কিন্তু' শুধু তপস্যায় হবে না, বীরত্ব দেখান চাই।

যে শর—যে অস্ত্র অর্থাৎ "পাশুপত অস্ত্র"।

পরলোক

সূর্য্যের আলোক-সাগরে যেমন প্রভাতের ক্ষীণোজ্জ্বল নক্ষত্র আত্ম-বিসর্জ্জন করে, রাত্রির আগমনে যেমন কুসুম-কলি আনন্দে প্রস্ফুটিত হয়, নদী যেমন সমুদ্রে পড়িয়া চির-নির্ব্বাণ-সুখ ভোগ করে, তেমনই ধর্ম্মের বল থাকিলে, লোকে ক্ষণ-স্থায়ী ইহলোকের অবসানে পরলোকে অনন্ত সুখ পাইয়া থাকে। তবে কেন লোকে এ জীবনে ধর্ম্ম-পথ ত্যাগ করিয়া পাপ-পথে চলে ?—দুদিন সুখে বাঁচিতে গিয়া অনন্ত দুঃখময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে ?

প্রভাতের তারা—সূর্য্যালোকের তুলনায় নিতান্তই ক্ষীণোজ্জ্বল। ইহকালের সুখ পরলোকের সুখের তুলনায়ও তদ্রূপ।

কুসুম-কুলের কলি—প্রস্ফুটিত ফুলের তুলনায় নিতান্তই হীন-জ্যোতিঃ। পরলোকের তুলনায় ইহলোকের সৌন্দর্য্যও তদ্রূপ।

কুসুম-যৌবনে—প্রস্ফুটিত অবস্থাই কুসুমের যৌবন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অবস্থা। ধার্ম্মিকের পক্ষে, ইহলোকের তুলনায় পরলোকের অবস্থাও তদ্রূপ।

প্রবাহ-বাহিনী—প্রবাহিণী।

লভে নিরবাণ সুখে সিন্ধুর চরণে—সিন্ধুতে মিশিয়া নদী নির্ব্বাণ-

সুখ লাভ করে। ক্ষুদ্র ইহলোকও পরলোকে চির-নির্ব্বাণ লাভ করে।

ইহলোক—এই মর্ত্ত্যের লোক অথবা ইহ-জীবন।

নিরন্তর সুখ—নিরবচ্ছিন্ন সুখ।

পাপ-ছলে—পাপের ছলনায়, কুহকে। পাপ লোভনীয় মূর্ত্তিতে ছলনা করে।

স্বর্ণ-তরী—'স্বর্ণ' শ্রেষ্ঠত্ব-ব্যঞ্জক। ভব-সাগরে ধর্ম্ম-তরীই শ্রেষ্ঠাশ্রয় বলিয়া 'স্বর্ণ-তরী'।

ডুবে বাতময় জলে—(অধর্ম্মের ভগ্ন তরী আশ্রয় করিয়া),—এই ভাব উহ্য আছে, বুঝিতে হইবে। ভব-সাগর নিরন্তর বাত্যাবিক্ষুব্ধ সুতরাং দুস্তরণীয় বলিয়া কথিত।

দুদিন বাঁচিতে চাহে—(ইহলোকে স্বল্প-কাল সুখ-ভোগ করার নাম যদি বাঁচিয়া থাকা হয়, তবে তাহা দুদিন মাত্র।

চিরদিন মরি—(পরলোকে অনন্ত কাল দুঃখ-ভোগ অনন্ত মৃত্যু-স্বরূপ।

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে

কবি, তাঁহার এক মান্য এবং গুরু-স্থানীয় বন্ধুর উদ্দেশে বলিতেছেন,—গুরুদেব, অর্জ্জুন যেমন অজ্ঞাত-বাসের অবসানে গোগৃহ-রণে আচার্য্য দ্রোণের পদে ও কর্ণ-মূলে বাণ-ত্যাগ করিয়া প্রণাম ও নিজের কুশল জানাইয়াছিলেন, কবিকে সেই বিদ্যা শিখাও, যাহা দ্বারা সে এই দূর প্রবাসে থাকিয়া তোমার পদে প্রণাম করিয়া কুশল জানাইতে পারে; অর্জ্জুনের মত আরও জানাইতে

পারে যে, অচিরে কবি দেশে ফিরিয়া উচ্চ পদ অধিকার করিবে। তখন আপনি দেখিয়া সুখী হইবেন যে, অর্জ্জুনের মত, কবিও তাঁহার প্রবাস-কালে কত বিদ্যা লাভ করিয়াছেন!

বঙ্গ-দেশে ইত্যাদি—(কবির গুরু-স্থানীয় এই "মান্য বন্ধু"টী কে, তাহা এতদিন পরে নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ যত দিন জীবিত ছিলেন, তখন অনুসন্ধান করিলে, এ তথ্য জানিবার সম্ভাবনা ছিল।)

দুরে থাকি পার্থ রথী ইত্যাদি—যখন বিরাট-রাজ-গৃহে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত-বাস করিতেছিলেন, তখন উত্তর-গোগৃহে কুরুদের সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে অর্জ্জুন দুর হইতে আচার্য্য দ্রোণকে প্রণতি-স্বরূপ চারিটী বাণ তাঁহার পদতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কাশীরামের মহাভারতে বিরাট-পর্ব্বে দেখ;—

"দূরে থাকি ভীষ্ম-কৃপে করিল প্রণতি।
চারি বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি॥
দুই শর পড়িল গুরুর পদতলে।
দুই অস্ত্র পরশিল দুই কর্ণমূলে॥
* * *
এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল।
চরণে ধরিয়া মোরে প্রণাম করিল॥"

তুষিলা তোমায় কর্ণ—অর্জ্জুন আর দুই বাণ আচার্য্যের কর্ণ-মূলে নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের কুশলাদি জানাইয়াছিলেন।

"দুই বাণ পরশিল দুই কর্ণে আর।
এক কর্ণে কহিল সকল সমাচার॥
আর কর্ণে কহিলেক আইলাম আমি।
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমী॥"

দেব—গুরু-স্থানীয় মান্য বন্ধুকে সম্বোধন।

পদ—(কর্ম্ম-কারক)। পদ (পূজিব)।

আজু—আজিও।

হস্তিনা-নগরে—কবি-পক্ষে, স্বদেশে। অর্জ্জুনাদিও অজ্ঞাত-বাসান্তে হস্তিনায় ফিরিয়াছিলেন।

রাজ-পদ—অর্জ্জুন-পক্ষে, দুর্য্যোধনের রাজ-পদ। কবি-পক্ষে, বিদ্যা-বলে শ্রেষ্ঠ স্থান।

বিদ্যা-লাভ—অর্জ্জুন-পক্ষে, নানা-অস্ত্র-বিদ্যা-লাভ। কবি-পক্ষে, ইউরোপীয় নানা-ভাষা-জ্ঞান।

দ্বাদশ বৎসরে—অর্জ্জুন-পক্ষে, দ্বাদশ বৎসর বনবাস-কালে। কবি-পক্ষে, প্রবাস-কাল-মধ্যে। পাণ্ডবদিগের দ্বাদশ বৎসর বনবাস-কালে অর্জ্জুন নানাস্থানে গিয়া নানা উপায়ে নানা অস্ত্র-বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে বনপর্ব্বে এ সব কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

শ্মশান।

ভাবিয়া দেখিলে শ্মশান বড়ই তত্ত্ব-শিক্ষার স্থান। ইহা মৃত্যুর রাজ্য। এখানে চিতা-ভস্মের উপর মূর্ত্তিমান মৃত্যু বিরাজিত—তাঁহার চক্ষু তেজোহীন, গলায় হাড়-মালা, অধরে বিকট হাসি—যেন জীবের পরিণাম দেখাইয়া বিদ্রূপের হাসি। অর্থের গৌরব, রূপের ছটা, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান—এখানে সবই বিফল। ধনী, নির্ধন, রাজা, প্রজা—সকলকেই এখানে আসিতে হয়।

তত্ত্বদীক্ষা-দায়ী স্থল—শ্মশান দেখিলে সংসারের অনিত্যত্ব-জ্ঞানের শিক্ষা হয়।

জ্ঞানের নয়নে—জ্ঞানের চক্ষে (দেখিলে) অর্থাৎ ভাবিয়া দেখিলে।

নীরব—(মৃত-দেহের নীরবতা-ব্যঞ্জক)।

ভস্মাসনে—চিতা-ভস্মই মৃত্যুর আসন-স্বরূপ।

মৃত্যু—(মূর্ত্তিমান্) মৃত্যু।

তেজোহীন আঁখি—(মৃত-দেহে চক্ষুর নিস্তেজতা-ব্যঞ্জক)।

হাড়-মালা গলে—দেহ-ধ্বংসের পরে অস্থি অবশিষ্ট থাকে বলিয়া, উহা জীবের শেষ-পরিণাম-ব্যঞ্জক।

বিকট অধরে হাসি—মৃত-দেহের মুখ-বিকৃতি-হেতু বোধ হয়, যেন হাসিতেছে; কিন্তু সে হাসি 'বিকট', ভয়ঙ্কর।

ঠাট-ছলে—ঠাট্টার ছলে অর্থাৎ জীবের পরিণাম দেখাইয়া জীবিতের প্রতি বিদ্রূপচ্ছলে।

এ সদনে—মৃত্যুর এই স্থানে অর্থাৎ শ্মশানে।

রূপের প্রফুল্ল ফুল ইত্যাদি—প্রফুল্ল-ফুল-সদৃশ রূপ এখানে চিতাগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়।

বিফল সকলে—বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান কিছু দ্বারাই এই পরিণাম এড়াইবার যো নাই; সকলই মৃত্যু-নিবারণ-পক্ষে 'বিফল'।

অট্টালিকা—অট্টালিকা-বাসী।

হেথা উভয়ের গতি—"The paths of glory lead but to the grave" (*Gray's Elegy*).

এ সাগরে—মৃত্যু-সাগরে। "জীবন-প্রবাহ বহি, কাল-সিন্ধুপানে ধায়"—কবির "আত্ম-বিলাপ"।

এ নদ-পাড়ে—মৃত্যু-রূপ নদের পাড়ে। "এ" বলায় বুঝাইতেছে, যেন কবি শ্মশানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন। শ্মশান নদী-তীরেই হইয়া থাকে।

করুণা-রস

কাব্যের করুণ-রসকে কবি রমণী-রূপে কল্পনা করিতেছেন। বামা, সুন্দরী; কিন্তু মলিন-মুখী—একাকিনী কাব্য-রস-রূপ নদ স্রোতের তীরে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সে অশ্রু নদীতে পড়িয়া প্রফুল্ল-কমল-শ্রী ধারণ করিতেছে; তাহার মধুতে মধুকর তৃপ্ত হইতেছে; সমীরণ গন্ধে আমোদিত হইতেছে। কাব্য-রস-মধ্যে ইনিই রাণী। যে কবি ইহাঁকে বশ করিতে পারেন, তিনিই ধন্য।

করুণা রস—'করুণ' ও 'করুণা' দুইই শুদ্ধ প্রয়োগ। তবে অলঙ্কার-শাস্ত্রে "করুণ-রস"ই ব্যবহৃত। কবি এখানে ঐ রসকে বামা-রূপে দেখাইয়াছেন বলিয়া, ইচ্ছা করিয়াই "করুণা" লিখিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণে তাহাই আছে। পরবর্ত্তী সংস্করণকারকেরা এতটা না ভাবিয়াই "করুণা" স্থলে "করুণ" চালাইয়া দিয়াছেন। এখানে "করুণা"ই কবির লিখিত এবং অভিপ্রেত।

সুন্দর নদের—কবিতা-রসের স্রোত বলিয়া 'সুন্দর'।

সুন্দরী বামারে—করুণ-রস পরম উপভোগ্য কাব্য-রস বলিয়া করুণা 'সুন্দরী'।

মলিন-মুখী—করুণার মুখ-শ্রী সুন্দর হইলেও "মলিন"। (স্বভাবোক্তি)।

শরদের—(শরতের)।

স্বর্ণ-কান্তি—(করুণ-রসের উপভোগ্যতা-হেতু)।

মধু-লোভী মধুকরে—কবিতা-পক্ষে, কাব্য-রসজ্ঞ সুধী-জনকে।

গন্ধামোদী গন্ধবহে—(ঐ)।

রাণী—(রস-মধ্যে করুণ-রসের শ্রেষ্ঠত্ব-হেতু)।

তপোবলে—কবিত্ব-সাধনার বলে যিনি করুণ-রসকে নিজের

বশে আনিতে পারেন অর্থাৎ যিনি ইচ্ছা-মত করুণ-রস সৃষ্টি করিতে পারেন।



সীতা—বনবাসে

রাবণাপহৃতা সীতাকে পুনর্গ্রহণ করায় প্রজাগণ রামের নিন্দা-বাদ করিতেছে শুনিয়া, রাম প্রজারঞ্জনার্থ সীতাকে বর্জ্জন করার অভিপ্রায় করিলে, তাঁহার আজ্ঞায় লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া গঙ্গার অপর পারে বাল্মীকির তপোবন-প্রান্তে রাখিয়া ফিরিতেছেন—এই দৃশ্যটীই এখানে কবির লক্ষ্য।

ফিরাইয়া বন-পথে—সীতাকে তপোবনে রাখিয়া নদী পার হইয়া লক্ষ্মণ রথারোহণে বন-পথে অযোধ্যাভিমুখে ফিরিলেন।

তিতি চক্ষুঃ-জলে—(নির্ব্বাসিতা সীতার জন্য)।

উজলিল বনরাজী—বনরাজীকে উজ্জ্বল করিল।

কনক-কিরণে—স্বর্ণ-রথের স্বর্ণ-বর্ণ আভায়।

স্যন্দন—(কর্ত্তৃকারক) রথ।

দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে—অস্তগামী সূর্য্যের ন্যায়, ফিরিয়া যাইতেছে বলিয়া, কনক-রথ যেন অস্তাচলারূঢ় সূর্য্য ; অস্তগামী সূর্য্যের ন্যায় রথও শীঘ্রই অদৃশ্য হইবে। রথ কনক-বর্ণে অস্তগামী সূর্য্যের সদৃশ।

শোকের বিহ্বলে—শোকে বিহ্বলা অর্থাৎ অভিভূতা, বিবশা হইয়া।

এই ছলে—ইতিপূর্ব্বে রামের কাছে সীতা তপোবন দেখিবার বাসনা করিয়াছিলেন। পরে, ঘটনাক্রমে সীতাকে ত্যাগ করা

প্রয়োজন হইলে, তপোবন দেখাইবার ছলে সীতাকে নির্ব্বাসিতা করা হয়।

ও পদ-বিরহে—'পদ' কৃপা-ব্যঞ্জক।

বারিদ-রূপে—মেঘ-রূপে। বনে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিলে মেঘের প্রচুর বারি-বর্ষণেই তাহা প্রশমিত হয়।

দাবানল—বনে অগ্ন্যুৎপাত।

নীরবিলা ধীরে—(অকস্মাৎ নিজেকে পরিত্যক্তা বলিয়া বুঝিতে পারিয়া) নীরবে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নির্ম্মিত পাষাণে—(স্তম্ভিতা ও অচেতন-ভাবে দণ্ডায়মানা সীতার সে সময়ের মূর্ত্তির উপযুক্ত উপমান)।

ঐ

এ কবিতাটী পূর্ব্ব-কবিতারই অনুস্মৃতি। রাম-পরিত্যক্তা সীতা নিজেকে কাণ্ডারী-হীনা তরীর সহিত তুলনা করিতেছেন।

নিদ্রায় কি দেখি, ইত্যাদি—রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন,—ইহা সীতার মনে নিশার স্বপ্নবৎ; সীতা ইহা সত্য বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।

এ দশা—কাণ্ডারী-হীনা তরীর দশা।

সংসার-জলে—বিপত্তি-তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-রূপ সমুদ্রে।

প্রলয়ের বলে—(প্রলয়-কালের ঝড়ের বলাধিক্য-ব্যঞ্জক)। সীতা-পক্ষে, এ দুর্দ্দৈবও তদ্রূপ ভীষণ।

বিজয়া-দশমী

শিব-রমণী উমা হিমালয় ও মেনকার এক-মাত্র কন্যা। তাঁহাদের

এক-মাত্র পুত্র মৈনাক ইন্দ্র-কর্তৃক পক্ষচ্ছেদ-ভয়ে সমুদ্রে ডুবিয়াছিলেন। সুতরাং কন্যা দুর্গাই তাঁহাদের এক-মাত্র স্নেহাধার। ইনি মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা-রূপে বৎসরের মধ্যে তিন-দিন-মাত্র পুত্র-কন্যার সহিত পিতৃ-ভবনে (হিমালয়ে) আগমন করেন এবং সকলের কাছে সমাদর ও পূজা পাইয়া থাকেন। চতুর্থ দিনে তিনি পুনরায় কৈলাস-ভবনে ফিরিয়া যান। ইহাই পৌরাণিক কাহিনী। জননী মেনকা সম্বৎসর ধরিয়া কন্যার এই আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ব্যাকুলা থাকেন। সুতরাং কন্যা আসিলে, ঐ তিন দিন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না;—তিন দিন দেখিতে-দেখিতে চলিয়া যায়। চতুর্থ দিনে কন্যা চলিয়া যাবেন ভাবিয়া, মেনকার মনে যে কিরূপ দুঃখ হয়, তাহাই কবি দেখাইতেছেন। নবমীর নিশা-শেষে মেনকা ভাবিতেছেন, রাত্রি পোহাইলেই ত দুর্গা চলিয়া যাবে! তাই, মেনকা রজনীকে কহিতেছেন;—রজনি, তুমি আজ পোহাইও না, ইত্যাদি। কবিতাটী বাৎসল্য-রসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ল'য়ে তারা-দলে—রজনী চলিয়া গেলে, তারাগণও তৎসঙ্গে লুপ্ত হয়। (স্বভাবোক্তি)।

দয়াময়ি—(রজনীকে সম্বোধন)। মেনকার অনুরোধ রক্ষা করা যেন রজনীর দয়া-সাপেক্ষ।

নির্দ্দয় রবি—বিজয়া-দশমী-দিনের রবি মেনকা-পক্ষে 'নির্দ্দয়'; কারণ, ঐ দিন উপস্থিত হইলেই দুর্গা চলিয়া যাবেন।

নয়নের মণি—(কর্ম্ম-কারক)। চক্ষুর ভিতরে কাচবৎ স্বচ্ছ 'মণি' নষ্ট হইলে চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তির লোপ হয়। মেনকার পক্ষে দুর্গাই চক্ষুর 'মণি'-স্বরূপিণী।

অশ্রু-জলে—(দুর্গা-বিরহে)।

পেয়েছি উমায়—(দুর্গা-পূজার তিন দিনের নিশা মেনকার পক্ষে আনন্দ-ব্যঞ্জক)।

কি সান্ত্বনা-ভাবে—কিরূপ সান্ত্বনা-ভাব দ্বারা। (তিন দিন মাত্র দুর্গাকে পাইয়াছি ভাবিয়া, এক বৎসর কাল মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার দুরূহত্ব-ব্যঞ্জক)।

তিনটী—'টী' স্বল্পতা-ব্যঞ্জক।

তারা-কুন্তলে—(রজনীকে সম্বোধন)। তারা-খচিত নীল নভোমণ্ডল যেন রজনীর রত্ন-খচিত কুন্তল-(কেশ-দাম)-স্বরূপ।

দীর্ঘ—(এখানে) বৎসর-ব্যাপী।

বাণী—(উমার)।

নিবাও এ দীপ যদি—পক্ষান্তরে, নবমীর নিশা প্রভাত হইলেই উমা চলিয়া যাবেন।

গিরীশের রাণী—হিমালয়-মহিষী মেনকা।

কোজাগর-লক্ষ্মী-পূজা

৺দুর্গা-পূজার পরবর্ত্তী পূর্ণিমার রাত্রিতে বঙ্গে যে লক্ষ্মী-পূজার-উৎসব হয়, তাহাই "কোজাগর-লক্ষ্মী-পূজা" নামে খ্যাত। সুদূর প্রবাসে বসিয়া ঐ রাত্রিতে কোজাগর-লক্ষ্মী-পূজার কথা মনে পড়ায়, কবি মনে-মনে লক্ষ্মী-দেবীকে বন্দনা করিয়া ভিক্ষা মাগিতেছেন—যেন বঙ্গ-দেশে তিনি চির-অচলা হইয়া থাকেন।

এবে—আজ।

বিমলে—(ক্রিয়া-বিশেষণ)। বিমল-ভাবে। (শরতাকাশের নির্ম্মলতা-ব্যঞ্জক)।

হেমাঙ্গী রোহিণি—রোহিণী-নক্ষত্র চন্দ্রের প্রিয়তমা ভার্য্যা। বৃষ-রাশিস্থ রোহিণী-নক্ষত্র রক্তাভ বলিয়া "হেমাঙ্গী"। ইহার ইংরাজী নাম Aldebaran.

সুর-সুন্দরি—(রোহিণীকে সম্বোধন)।

বঙ্গ—বঙ্গবাসী জন।

শ্যামাঙ্গী—বঙ্গভূমি। শস্য-শ্যামলা বলিয়া 'শ্যামাঙ্গী'।

নিদ্রা পরিহরি—কোজাগর-লক্ষ্মী-পূজার রাত্রিতে জাগরণই বিধি।

ধূপ—ধূপ-গন্ধ।

থাক বঙ্গ-গৃহে—(বাঙ্গলা-দেশে লক্ষ্মী অচলা হউক—কবির এই প্রার্থনা তাঁহার গভীর স্বদেশ-হিতৈষণার পরিচায়ক)।

মানসে—মানস-সরোবরে।

হাসে—প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা পায়। (শোভা-ব্যঞ্জক)।

চির-রুচি—চির-কান্তিময়। যাহার শ্রী কখনও নষ্ট হয় না।

বাসে—বাস করে।

সুগন্ধ—সুগন্ধই কোকনদের মহিমা।

সুরত্নে জ্যোৎস্না—আভাই রত্নের শোভা। 'জ্যোৎস্না' রত্নের শোভার স্নিগ্ধত্ব-ব্যঞ্জক।

সুতারা আকাশে—(শোভা-ব্যঞ্জক)।

শুক্তির উদরে মুক্তা—এক-জাতীয় শুক্তি অর্থাৎ শামুক মুক্তার আধার। মুক্তাই শুক্তির সাফল্য। ভারতীয় সাহিত্যের এই প্রসিদ্ধ উপমানটী পাশ্চাত্য সাহিত্যেও দেখা যায়;—

"Pearl in foul oyster"—

(Shakespeare's "As You Like It")

মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে—মুক্তিই গঙ্গা-জলের মাহাত্ম্য। পুরাণে গঙ্গা

"মোক্ষদা" বলিয়া কীর্ত্তিতা। এখানে, জলার্থে হ্রদ, আধেয়ার্থে আধার।

বীর-রস

মানব-মনের নানাবিধ চমৎকার ভাব অবলম্বনে নানাবিধ রসের সৃষ্টি। উৎসাহই বীর-রসের স্থায়িভাব। দান, ধর্ম্ম, দয়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহ উপলক্ষে যে উৎসাহ, তাহা হইতে চারি প্রকার বীর-রসের উৎপত্তি। এখানে কবি শেষোক্ত বীর-রসকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই বর্ণনায় যুদ্ধ-বীরের বেশ-ভূষা, আকার-প্রকার, মুহুর্মুহু ধনুষ্টঙ্কার ও ভীষণ হুঙ্কার,—সকলই উৎসাহ-ব্যঞ্জক।

শূরে—('শূর' এখানে মূর্ত্তিমান্ বীর-রস)।

বায়ু-রথে—বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া। বায়ু মেঘের বাহন অর্থাৎ রথ-স্বরূপ।

পূর্ণ ইরম্মদে—বিদ্যুৎ-পূর্ণ। (শূর-পক্ষে, তেজোব্যঞ্জক)।

প্রলয়ের মেঘ—(ভয়ঙ্করত্ব-ব্যঞ্জক)।

শরাসনে—(কর্ম্মকারক)। শরের আসন, ধনু।

ব্যোমকেশ-সম কায়—(বিশালতা-ব্যঞ্জক)।

রতন-মণ্ডিত-শিরঃ—(শোভা-ব্যঞ্জক)।

ঠেকিছে গগনে—(দেহের উচ্চতা-ব্যঞ্জক)। বীর-পুরুষের দীর্ঘকায়ত্ব প্রসিদ্ধ।

বিজলী-ঝলসা-রূপে—মেঘ-স্পর্শী শূরের শিরোরত্নের আভা বিদ্যুতের ন্যায়।

চাঁদের পরিধি—"পরিধি" গোলত্ব-ব্যঞ্জক।

"রবির পরিধি"—(মেঘনাদবধ)।

যেন রাহুর গরাসে—ঢাল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া যেন রাহু-গ্রস্ত চন্দ্রের মত।

তরাসে—ত্রাসে। বীরের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া ত্রাস।

রস-কুল-পতি—(অলঙ্কার-শাস্ত্রে বীর-রস "উত্তম-প্রকৃতি" বলিয়া কীর্ত্তিত)। রস-শ্রেষ্ঠ।

গদা-যুদ্ধ

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষ-ভাগে কৌরব-পক্ষ হীন-বল হইলে, দুর্য্যোধন প্রাণ-ভয়ে দ্বৈপায়ন-নামক হ্রদে লুক্কায়িত থাকেন। পাণ্ডবেরা অনুসন্ধান করিয়া তথায় তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, ভীমের সহিত তাঁহার গদা-যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি ভীম কর্তৃক ভগ্নোরু হইয়া মৃতপ্রায় হয়েন এবং পরে প্রাণত্যাগ করেন। কবি এখানে ঐ দুই বীরের গদা-যুদ্ধের ভীষণতা বর্ণনা করিতেছেন।

দুই মত্ত হস্তী যথা—কাশীরামের মহাভারতে রণ-মদে মত্ত ভীম ও দুর্য্যোধন সম্বন্ধে আছে—

"যেন দুই হাতী, যায় দ্রুতগতি,
পদভরে কাঁপে ক্ষিতি।"—(গদা-পর্ব্ব)

বীর-পক্ষে, "হস্তী" বীর-দেহের বিশালত্ব-ব্যঞ্জক এবং উভয় বীরই মদ-মত্ত হস্তীর ন্যায় রণোন্মত্ত।

ঊর্দ্ধ-শুণ্ড—(শূন্যে ঘূর্ণ্যমান গদার উপমান)। শুঁড় উচুঁ (করিয়া)।

রকত-বরণ আঁখি—(ক্রোধ-ব্যঞ্জক)। হস্তীদ্বয় ও বীরদ্বয়, উভয় পক্ষেই প্রযুজ্য।

গরজে সঘনে—(ঐ)।

ধরা···কাঁপিলা—(রণোন্মত্ত বীরদ্বয়ের পদ-ভরে)।

দ্বৈপায়নে—দ্বৈপায়ন-নাম হ্রদের তীরে এই গদা-যুদ্ধ হইয়াছিল।

মেঘে—(বজ্রানলে ভরা) অন্য মেঘকে।

বাহিরায়— বজ্রাগ্নি-পূর্ণ দুই মেঘের সংঘর্ষে বিদ্যুতাগ্নি প্রকাশিত হয়।

উগরিল অগ্নি-কণা—(উভয় বীর-পক্ষে, গদাঘাতের প্রচণ্ডতা-ব্যঞ্জক)।

দরশন-হরা—যে অগ্নি-কণার তেজ চক্ষে ধাঁধা লাগায়।

গোগৃহ-রণে

বিরাট-রাজের গোগৃহ-নামক স্থানে, যেখানে তাঁহার অসংখ্য গো-পাল থাকিত, কৌরবগণ আসিয়া গো-হরণ করিলে, বিরাট-পুত্র উত্তরের সহিত অর্জ্জুন তথায় গিয়া কৌরব-পক্ষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিরাটের গোধন উদ্ধার করিয়াছিলেন। (মহাভারতে বিরাট-পর্ব্বে দেখ)।

ধনঞ্জয়—অর্জ্জুনের নামান্তর। ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারীর সহিত প্রতিযোগিতায় জননী কুন্তীর শিব-পূজার্থ অর্জ্জুন কুবেরকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার ভাণ্ডার হইতে এক সহস্র হেম-চম্পক আহরণ করায়, তাঁহার ঐ নাম।

মৃত্যুঞ্জয়—মহাদেব। ইনি মরণাতীত বলিয়া মৃত্যুঞ্জয়।

প্রলয়ে যেমতি—মহাদেব প্রলয়-কর্ত্তা। পিনাক-নামক ধনু আস্ফালন করিয়া ইনি জগতের প্রলয় সাধন করেন। ইহা পৌরাণিক কাহিনী।

রথ সারি-সারি—(কৌরব-পক্ষীয়দের)।

স্থির বিজলীর তেজঃ—(রথগুলির চাকচিক্য-ব্যঞ্জক)। বিজলী অর্থাৎ বিদ্যুৎ স্বভাবতঃ চঞ্চলা। কিন্তু রথগুলিতে তাহা যেন স্থির আকার ধারণ করিয়াছে।

বিজলীর গতি—(রথগুলির গতির ক্ষিপ্রতা-ব্যঞ্জক)।

শূর-ব্রজে—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি কুরু-সেনা-নায়কগণকে।

সহজে—অনায়াসে। (অর্জ্জুনের বীরত্বের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)।

প্রখর-কিরণে—(শরজালের উপমান)। যেমন মেঘ বিদারণ করিতে সূর্য্যের প্রখর কিরণ, শত্রু-নিবারণে অর্জ্জুনের শরজালও সেইরূপ।

খ-মুখে—আকাশের মুখে, আকাশের দিকে। সূর্য্য মেঘাপেক্ষা উচ্চে স্থিত বলিয়া তাঁহার কিরণ অধঃস্থ-আকাশ-মুখী হইয়া মেঘ নিবারণ অর্থাৎ দমন করে। অর্জ্জুন-পক্ষে, সম্মুখে।

উত্তরের প্রতি—বিরাট-রাজের পুত্র উত্তর এই সময়ে অর্জ্জুনের রথ চালাইয়াছিলেন।

বলী—অর্জ্জুন।

স্যন্দনে—রথকে।

সৈন্যদলে—সৈন্যদলের মধ্যে।

লুকাইছে দুর্য্যোধন—কুরু-সেনা-নায়কেরা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্ব-পশ্চাতে রাখিয়াছিলেন ;—

"ভীষ্ম বলে আমার রক্ষিত দুর্য্যোধন।
আমা না জিনিলে কোথা পাবে দরশন॥"

(কাশীরামের মহাভারত—বিরাট-পর্ব্ব)।

মৈনাক যথা—হিমালয়-পুত্র মৈনাক, ইন্দ্র কর্ত্তৃক পক্ষচ্ছেদ-ভয়ে সমুদ্রের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মৈনাক যেমন ইন্দ্রের বজ্রাগ্নির

ভয়ে সাগর-জলে লুকাইয়াছিলেন, দুর্য্যোধনও তেমনি অর্জ্জুনের বজ্রাগ্নি-সম শরানল-ভয়ে সাগরোপম বিপুল কুরু-সেনার মধ্যে লুকাইতেছেন।

কাল-তেজে—কাল-সম তেজে। 'কাল' মৃত্যু-ব্যঞ্জক।

প্রচণ্ড—(ক্রিয়া-বিশেষণ)। প্রচণ্ড-ভাবে।

দুষ্টে—দুর্য্যোধনকে। পরশ্রী-কাতর ও পাণ্ডব-দ্বেষী বলিয়া 'দুষ্ট'।

গাণ্ডীবের বলে—গাণ্ডীব ব্রহ্মা-নির্ম্মিত দেব-ধনু। খাণ্ডব-দাহ-কালে অগ্নি-দেবের প্রার্থনায় বরুণ ইহা অর্জ্জুনকে প্রদান করেন। ইহার শক্তি প্রসিদ্ধ।

কুরুক্ষেত্রে

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অভিমন্যু-বধ এই কবিতার লক্ষ্য। সুভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের এই পুত্রের জন্ম হয়। ইনি অতি অল্প বয়সেই পিতার নিকটে ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিয়া অসাধারণ বীর হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-কালে ইনি ষোড়শ-বৎসর-বয়স্ক বালক মাত্র। কৌরব-পক্ষীয় দ্রোণাচার্য্য এক অপূর্ব্ব চক্র-ব্যূহ গঠন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, অভিমন্যুই অসাধারণ সমর-কৌশলে সেই ব্যূহ ভেদ করেন। তিনি পিতা অর্জ্জুনের কাছে ব্যূহ-ভেদ শিখিয়াছিলেন; কিন্তু নির্গমনোপায় শিখেন নাই। বালক অভিমন্যু ব্যূহ-মধ্যে থাকিয়া অসাধারণ বীরত্বে শত্রু-পক্ষের বহু সেনা ক্ষয় করিতে থাকিলে, কৌরব-পক্ষীয় সপ্ত রথী বালক-বীরকে বেষ্টন করিয়া, কেহ তাহার রথ, কেহ অশ্ব, কেহ ধনু, কেহ গুণ, কেহ তূণ, নষ্ট করিয়া বীর-বালককে পরাস্ত করেন। এই সপ্ত রথীর সহিত অভিমন্যু বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া, পরে নিহত হয়েন।

অনল-প্রাচীরে—অনল-রূপ প্রাচীর দ্বারা।

সিংহ-বৎসে—(পক্ষান্তরে, কুমার অভিমন্যুর বিক্রম ও অল্প-বয়স্কতা-ব্যঞ্জক)।

সপ্ত রথী—দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন, শকুনি ও জয়দ্রথ।

বেড়িলা—(ব্যূহ-মধ্যে)।

কুমারে—অর্জ্জুন-পুত্র বালক অভিমন্যুকে।

অনল-কণা-রূপে শর—দাবানল-বেষ্টিত সিংহ-শিশুর শিরে অনল-কণা-বর্ষণের মত সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর শিরে শর-বৃষ্টি।

অনিবার-গতি—অনিবার্য্য গতিতে অথবা অনিবার গতি যাহার, এমন যে শর।

সে কাল-অনল-তেজে—সেই সব শরের তেজ কালানল-সম। 'কাল' মৃত্যু-ব্যঞ্জক।

মহাবাহু—বীর অভিমন্যু। আজানুলম্বিত বাহু বীরের একটী দৈহিক লক্ষণ বলিয়া, 'মহাবাহু' বীরত্ব-ব্যঞ্জক। 'বাহু' বল-ব্যঞ্জক।

উড়িলা চৌদিকে ধূলা—অভিমন্যুর অশ্বের ক্ষিপ্রগতি-ব্যঞ্জক।

আর্জ্জুনি—অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু।

বিষাদে—একাকী সপ্ত রথীর সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করার অসম্ভবত্বে 'বিষাদ'।

অন্তের শয়নে—শেষ-শয্যায় অর্থাৎ ভূমিতলে।

অন্যায়-বিবাদে—অন্যায় যুদ্ধে। ব্যূহ-মধ্যে সপ্ত রথী মিলিয়া একাকী বালককে নিরস্ত্র করিয়া বধ করা ন্যায়-সঙ্গত নহে।

রৌদ্র-রস

রৌদ্র-রস নানাবিধ কাব্য-রসের অন্যতম। ক্রোধ ইহার স্থায়ি-ভাব। কবি এখানে ক্রোধের চিত্র দিয়া রৌদ্র-রসকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইতেছেন।

ক্ষুধার্ত্ত কেশরী—(রোষ-ব্যঞ্জক)।

প্রভঞ্জন—প্রবল বায়ু।

নির্ঘোষ-ঘোষণে—ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে-করিতে।

ভারতীরে—সরস্বতীকে। রস কাব্যালঙ্কারের বিষয় বলিয়া সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা সঙ্গত।

জ্ঞানার্থে—জানিবার জন্য অর্থাৎ ঐ ভয়ঙ্কর শব্দের হেতু জানিবার জন্য।

রৌদ্র অতি—অতি প্রচণ্ড।

বাড়বাগ্নি—সমুদ্র-মধ্যস্থ অগ্নি। রৌদ্র-রসের স্থায়িভাব ক্রোধও অগ্নি-সম প্রচণ্ড।

কর্কশ-ভাষী—ক্রোধের ভাষা স্বভাবতঃ কর্কশ।

নিষ্ঠুর—(ক্রোধ) দয়াহীন।

দুর্ম্মতি—ক্রোধে লোকের বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়।

সতত বিবাদে মত্ত—ইহাও ক্রোধের ক্রিয়া।

পুড়ি রোষানলে—(ক্রোধই রৌদ্র-রসের স্থায়িভাব)।

দুঃশাসন

দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় তাঁহার ভ্রাতা দুঃশাসন, কেশাকর্ষণ করিয়া পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীকে কুরু-সভা-স্থলে আনিয়া, তাঁহাকে বিবস্ত্রা

করিতে চেষ্টা করিলে, সেই সময়ে ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে তিনি ঐ কৌরব-কুলাঙ্গারের বক্ষ বিদারণ করিয়া উহার রক্ত-পান করিবেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীম সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়াছিলেন। কবি এই কবিতায় ভীমের সেই প্রতিজ্ঞা-পূরণের চিত্রটী দিতেছেন।

মেঘ-রূপ চাপ ইত্যাদি—তীর যেমন ধনু ছাড়িয়া বেগে ধাবমান হয়, বজ্রাগ্নিও তেমনি মেঘ ছাড়িয়া অতি দ্রুত-বেগে পর্ব্বত-শৃঙ্গে পড়ে।

ক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্রে।

ক্ষত্র-গ্লানি—ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার। সভা-মধ্যে ভ্রাতৃ-বধূর অবমাননা করা কলঙ্ক-ব্যঞ্জক।

রৌদ্ররূপী—প্রচণ্ড-রূপী।

পদাঘাতে—পদ-ভরে।

বসুমতী কাঁপিলা সঘনে—(ভীমের পদ-ভরের গুরুত্ব-ব্যঞ্জক)।

সিংহ-নাদে—ভীষণ শব্দ করিয়া।

প্রগাঢ়ে—প্রগাঢ় রূপে।

লহু-ধারা—রক্ত-ধারা।

ভৈরব আরবে—উল্লাস-জনিত ভীষণ শব্দ করিয়া।

মনাগ্নি—দ্রৌপদীর অবমাননা-হেতু মনের ক্রোধ।

আহবে—যুদ্ধে।

পাঞ্চালী—দ্রৌপদী। পঞ্চাল-রাজের কন্যা বলিয়া 'পাঞ্চালী'।

কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা—যখনই দুঃশাসন দ্রৌপদীকে সভা-সমক্ষে অপমানিতা করিলেন, তখনই রাজলক্ষ্মী কুরু-বংশকে ত্যাগ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। কদাচারীর গৃহে লক্ষ্মী থাকেন না, ইহাই প্রসিদ্ধি।

নূতন বৎসর

এক বৎসর গেল। এইরূপে তালে-তালে অনাদি অনন্ত কাল-সাগরে বৎসরগুলি উঠিতেছে ও মিশিয়া যাইতেছে;—ইহার বিরাম নাই। বৎসরান্তে মানুষের মনে কত আশাই না হয়! আবার বৎসর-শেষে দেখা যায়, কত আশাই না বিফল হইয়া যায়! আবার নূতন বৎসরে মনে নূতন আশার উদয় হয়; আবার তাহা বিফল হইয়া যায়। এইরূপে মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে দিন যায়; সন্ধ্যা আসে; সম্মুখে মৃত্যু-স্বরূপ ভীষণ কাল-রজনী!

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে—অতীত-কাল-রূপ সাগরে। কালের অনাদিত্ব হেতু "সিন্ধু" সার্থক।

ঢেউর গমনে—সাগরে ঢেউ যেমন নিরন্তর তালে-তালে উঠে ও পড়ে, কাল-সমুদ্রে বৎসরের পরে বৎসর তেমনই ভাবে আসে ও যায়।

"এক যায়, আর আসে জগতের রীতি,—
সাগর-তরঙ্গ যথা।"—(মেঘনাদ-বধ)

নিত্য-গামী—(কালের অবিরামত্ব-ব্যঞ্জক)।

নীরবে ঘুরিল—সাধারণ রথের চক্র ঘুরিতে থাকিলে শব্দ হয়; কিন্তু কাল-রথ-চক্র নীরবেই ঘুরে;—কোন শব্দ নাই, অথচ দিবা-নিশি চলিতেছে।

আয়ুর পথে—আয়ু-রূপ পথে। কালের গতি দ্বারাই আয়ুর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়।

শুকায়ে মরিল—(কাল-রথ-চক্রের পেষণে)।

সে বীজ ইত্যাদি—যে আশা অতীতে সফল হয় নাই, পুনরায় সে আশা করিতে সহজেই সাহস হয় না। বীজ—আশার বীজ।

বাড়িতে লাগিল বেলা—জীবনের অপরাহ্ন আসিতে লাগিল অর্থাৎ জীবন ফুরাইতে চলিল।

তিমিরে—সূর্য্যাস্তে অন্ধকার আসে বলিয়া রবি যেন তিমিরেই ডোবে, বলা হয়। জীব-পক্ষে, মৃত্যুর পরবর্ত্তী কাল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়া 'তিমির'।

রজনী—জীব-পক্ষে, মৃত্যু।

নাহি যার ইত্যাদি—সাধারণ রজনী অন্ধকারময় হইলেও, সে বায়ুর স্বননে কথা কয়, যাহা শুনিয়া লোকের কান জুড়ায়; সে নভোমণ্ডল-রূপ সুনীল কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি পরিয়া শোভা পায়, যাহা দেখিয়া লোকের চক্ষু জুড়ায়; প্রতিদিন ঊষা আসিয়া তাহার রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দেয়, তখন লোকে আলোক দেখিয়া আবার পুলকিত হয়; কিন্তু কাল-রজনীর এ সব কিছুই নাই—বায়ুর স্বনন নাই, তারার শোভা নাই,—প্রভাতও নাই। ঐ সবের অভাব কাল-রজনীর ভীষণতা-ব্যঞ্জক।

তপনের দূতী—সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত-পূর্ব্ব-কালকে ঊষা বলে। সুতরাং ঊষাই যেন সূর্য্যোদয়ের বার্ত্তা দেয় বলিয়া "তপনের দূতী"।

অরুণ-রমনী—অরুণ সূর্য্যের সারথি; সুতরাং সূর্য্যের অগ্রে দৃশ্যমান হয় এবং ঊষাও সূর্য্যোদয়ের অগ্রগামিনী বলিয়া অরুণের স্ত্রী-রূপে কল্পিতা। ইহা পুরাণ-কাহিনী।

কেউটিয়া সাপ

কেউটে সাপের মস্তক সুন্দর পদ্মে চিত্রিত হইলেও, উহা ভয়ঙ্কর বিষের আকর, জীবের পক্ষে বড়ই অহিতকারী। কিন্তু মনুষ্য-মধ্যে

এমন লোক আছে, যে তদপেক্ষাও অধিকতর অহিত সাধন করে। যে নারী ধর্ম্ম-পথ ভুলিয়া অধর্ম্মের পথে যায়, সেও বাহ্য রূপে সাপের মতই শোভা ধারণ করে; কিন্তু সাপ অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্টকারিণী।

কেউটিয়া সাপ—বিষাকর সাপের মধ্যে এই-জাতীয় সাপের বিষ সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র ও আশু প্রাণ-নাশক।

শিরঃ মণ্ডিত কমলে—ফণার উপরে যে চক্রাকার চিহ্ন থাকে, উহা সর্প-মস্তকের শোভা বৃদ্ধি করে বলিয়া, কবি উহাকে 'কমল' আখ্যা দিয়াছেন।

কু-চূড়া—সাপের ফণা শিরঃস্থ বলিয়া 'চূড়া' এবং বিষাকর বলিয়া 'কু'।

সু-ভূষণে—ফণার চক্রাকার চিহ্নটী দেখিতে সুন্দর।

এ ভবনে—এ সংসারে।

দংশনে—দংশনের দ্বারা।

অরি—অহিতকারী জন।

রূপ-পদ্ম-ফুলে—শ্রী-রূপ পদ্ম-ফুলে। রূপই রমণীর শোভা.

ধর্ম্ম-পথ ভূলে—অর্থাৎ যে নারী ধর্ম্ম-পথ ভুলিয়া অধর্ম্ম-পথ-গামিনী হয়।

শ্যামা-পক্ষী

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী কি সুখে গান করে, বুঝা যায় না। বোধ হয়, কবিদিগের মত, সেও দুঃখের যাতনায় রোদন করে, এবং তাহাই লোকে না বুঝিয়া মধু-মাখা গীত-ধ্বনি মনে করে।

শ্যামা-পক্ষী—এখানে, পিঞ্জরাবদ্ধ বুঝিতে হইবে।

কি রঙ্গে—কি আনন্দে। (পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় আনন্দের অসম্ভবত্ব-হেতু প্রশ্ন)।

পূর্ব্বের সুখ—স্বাধীন অবস্থার সুখ।

ও কারাগারে—পিঞ্জর-মধ্যে।

রোদন—(পূর্ব্ব-সুখ-স্মরণে)।

অজ্ঞানে বিচারি—অজ্ঞান-কৃত বিচারে ভ্রমই সম্ভব। লোকে পাখীর দুঃখ না জানিয়া, না বুঝিয়া, তাহার রোদন-ধ্বনিকে মধু-মাখা গীত-ধ্বনি মনে করে।

কে ভাবে—কে ভাবিয়া দেখে?

কবির কু-ভাগ্য—কবিরাও প্রায়ই মনোদুঃখে দুঃখী। তাঁহারাও মনের দুঃখে গান করেন এবং লোকে তাহাই মধু-মাখা জ্ঞান করে।

"Our sweetest songs are those that tell
Of saddest thought."—*Shelley*.

মোহে গন্ধে ইত্যাদি—গন্ধরস নিজে আগুণে পুড়িয়া সুগন্ধে লোকের মন মোহিত করে। মোহে—(ক্রিয়া-পদ)।

দ্বেষ

পর-শ্রী-কাতরতাকে ধিক্। তাই, কবি লক্ষ্মীর কাছে নিবেদন করিতেছেন যে, তাঁহার নিজের সৌভাগ্য না ঘটিলেও, পরের সৌভাগ্যে যেন তাঁহার মন কাতর না হয়।

যেন বিষ-বরিষণে—বিষাক্ত দ্রব্য চক্ষে পড়িলে, চক্ষু যেমন জ্বলে।

বিকশে কুসুম ইত্যাদি—পরের ভাগ্যোদ্যানে ফুল ফুটিলে ও কোকিল ডাকিলে অর্থাৎ পরের সৌভাগ্য ঘটিলে। বসন্তেই ধরা সৌভাগ্য-শ্রী ধারণ করে।

সে মহানরক ভবে—দ্বেষানল, ইহাই এ পৃথিবীতে নরকাগ্নি।

যদিও না পাত ইত্যাদি—যদিও আমার কুভাগ্য-বশে, আমাকে ধন-রত্নাদি দিয়া সুখী না কর; তবু এই ভিক্ষা মাগি, যেন পরের সুখ-সম্পদ দেখিয়া আমার মন দ্বেষ-রূপ নরকাগ্নিতে না পুড়ে।

রত্ন-সিংহাসন—ধন-রত্নেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান বলিয়া, ঘরে লক্ষ্মীর রত্ন-সিংহাসন পাতা বলিতে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান বুঝায়।

———o———

ঐ

বসন্ত-কালে কানন কত-রকম ফুলে শোভা পাইতে থাকে! কিন্তু সে সময়ে নদীর তেমন শোভা থাকে না। তবু, নদী তাহার তীরস্থ কাননের প্রতিবিম্বিত শোভা নিজ-হৃদয়ে ধারণ করিয়া কতই সুখী হয়! অজ্ঞান নদও বিধির কৃপায় কেমন জ্ঞানবান!—নিজের শোভা না থাকিলেও, পরের শোভায় আনন্দিত! লক্ষ্মীর কাছে কবি প্রার্থনা করিতেছেন, যেন তিনি (কবি) দ্বেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী না হয়েন—যেন তিনি পরের সৌভাগ্যে কাতর না হইয়া, বরং সুখী হইতে পারেন।

যাইতে বাসরে যেমতি—(নানা-অলঙ্কার-সাজে)।

তার কলেবরে নাহি অলঙ্কার—(বসন্ত-কালে নদীর বিশেষ-কিছু শোভা থাকে না।

সে দুখ—অলঙ্কার-হীনতার দুঃখ।

ধরে মূর্ত্তি—প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তি ধারণ করে।

হিয়া-রূপ দরপণে—নদীর নির্ম্মল ও স্বচ্ছ জল-রাশিতে কাননের প্রতিবিম্ব ঠিক দর্পণের প্রতিবিম্বের মতই দেখায়।

আনন্দ-গীত ইত্যাদি—তরঙ্গ-কল্লোলচ্ছলে আনন্দ-ধ্বনি করে; কাননের শোভা হৃদয়ে ধারণ করিয়া "আনন্দ"।

অজ্ঞান নদ—(কর্ম্ম-কারক)। অচেতন নদকে।

জ্ঞানবান্ করি—পরসুখে দ্বেষ না করিয়া, বরং তাহাতে সুখী হওয়া জ্ঞানবানের কর্ম্ম। নদী নিজে অবশ্য জ্ঞানহীন। বিধাতাই তাহাকে ঐরূপ জ্ঞানবান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ নদীর স্বভাবই ঐ।

তব মায়া—কু-ইন্দ্রিয় দ্বারা ছলনা।

স্বামী—কর্ত্তা অর্থাৎ (ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখিবার) ক্ষমতাশালী।

যশ

নির্গুণের যশ বালির উপরে নামাঙ্কিত করার মত অস্থায়ী। গুণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে যশ, তাহাই স্থায়ী—মরিয়া গেলেও লোকে সেই গুণী জনকে নিত্য স্মরণ করে। গুণী জনের প্রাণ, তাঁহার দেহান্তে তাঁহার যশ আশ্রয় করিয়া অমরতা লাভ করে।

বালিতে—(লেখার অস্থায়িত্ব-ব্যঞ্জক)।

ফিরে—সমুদ্রের তরঙ্গাবলী তটে আসিয়া চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে।

তারে—নামকে।

যশোগিরি শিরে—যশোরূপ পর্ব্বতের উপরে। (স্থায়িত্ব-ব্যঞ্জক)।

গুণ-রূপ যন্ত্রে—গুণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যশই স্থায়ী, ইহাই ভাব।

অক্ষর—নামাক্ষর।

সুক্ষণে—(চির-স্থায়িত্ব-হেতু)।

শূন্য-জল জল-পথে ইত্যাদি—যাহা জল-পথ (যেমন নদী), তাহা জল-শূন্য হইলে, লোকে তাহা দেখিয়াই জলের কথা স্মরণ করে।

দেব-শূন্য দেবালয়ে ইত্যাদি—শূন্য মন্দির দেখিলে লোকে সেই মন্দিরে যে দেবতা ছিলেন, তাঁহাকেই স্মরণ করে।

ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে—ভস্ম দেখিলে লোকের মনে আচ্ছাদিত অগ্নির কথাই উদিত হয়।

যশোরূপাশ্রমে প্রাণ—গুণী মানুষের দেহান্তে, তাঁহার প্রাণ যশো-রূপ দেহ আশ্রয় করিয়া ধরাধামে বাস করে অর্থাৎ গুণী লোক মরিয়া গেলেও তাহার যশে তাঁহার প্রাণ বিরাজ করিতে থাকে।

আকাশে—স্বর্গে।

ভাষা

কে বঙ্গ-ভাষার নিন্দা করে? সংস্কৃত-ভাষা-রূপ জননীর দুহিতা কি কখন নিন্দনীয়া হইতে পারে? কিন্তু সংস্কৃত-ভাষা রূপবতী হইলেও, এখন প্রাচীনা। তাঁহার দুহিতা বঙ্গ-ভাষা নবীনা;—নব শশিকলার ন্যায় সুন্দরীও সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় সুকুমার।

ভাষা—এখানে, বঙ্গ-ভাষাই কবির উদ্দিষ্ট।

পণ্ডিত-গণে—পণ্ডিতগণের মধ্যে।

শকুন্তলা—মেনকা-অপ্সরীর কন্যা। ভাষা-পক্ষে, সংস্কৃত-দুহিতা।

মেনকা জননী—মেনকা পরম রূপবতী অপ্সরী। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত ভাষাও পরম-সৌন্দর্য্যশালিনী।

বীণার রসনা-মূলে—বীণার মুখে। ধ্বনি হয় বলিয়া, বীণায় 'রসনা' আরোপ।

শ্বাসে—(ক্রিয়া-পদ)।

দেব-যোনি—(অমরত্ব-ব্যঞ্জক)। সংস্কৃত-ভাষা দেব-ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধি।

নব-রস-সুধা ইত্যাদি—অধিক বয়সের হাসিতে যৌবনের রস-সুধা থাকে না। সংস্কৃত-ভাষা এখন প্রাচীনা; তাই, তাহাতে এখন আর যৌবন-সুলভ সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখা যায় না।

নব শশিকলা—(বঙ্গ-ভাষার নবীনত্ব-ব্যঞ্জক)।

নব ফুল বাক্য-বনে—বাণী-রূপ কাননে বঙ্গ-ভাষা সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুল-স্বরূপা। 'নব ফুল' বঙ্গ-ভা ষার নবীন-সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক।

নব মধুমতী—বঙ্গ-ভাষা-রূপ নূতন ফুলের মধুও নূতন মধু। নূতন বলিয়া সু-স্বাদু।

সাংসারিক জ্ঞান

সাংসারিক জ্ঞান কবিত্বের বিরোধী। কিন্তু কবিত্বের এমনই মোহিনী শক্তি যে, যাঁহার হৃদয়ে উহা অধিষ্ঠান করে, তিনি সাংসারিক জ্ঞানের উপদেশ শুনিতে চান না। তাই দেখা যায়, কবিরা প্রায়ই দারিদ্র-দুঃখ-পীড়িত।

বাজায়ে বীণা—কবিতা এক-প্রকার গান। তাই, কবিতা-রচনাকে বীণা বাজান বলা হইয়া থাকে।

প্রতিধ্বনি—কবিতা কবির মনোভাবের প্রতিধ্বনিবৎ।

গরজে—গর্জ্জে অর্থাৎ গর্জ্জিয়া।

ঘন—(ক্রিয়া-বিশেষণ)। ঘন অর্থাৎ জমাট-ভাবে।

মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে—মেঘ-গর্জ্জন শুনিলে ময়ূর আনন্দে নৃত্য করে; ইহাই কবি-প্রসিদ্ধি। পক্ষান্তরে, কাব্যের রসাত্মক বাক্যেও মন প্রফুল্ল হয়।

স্ব-তরীতে তুলি ইত্যাদি—অর্থাৎ কেহ কি দীন নিরাশ্রয় কবিকে আশ্রয় দিবে?

বা'য়ে—বাহিয়া।

খা'য়ে—খাইয়া।

তোরণে—গৃহ-দ্বার-মুখে, যেখানে দাঁড়াইয়া ভিখারী ভিক্ষা প্রার্থনা করে।

ছিঁড়ি তার-কুল ইত্যাদি—(বীণার) তারগুলি ছিঁড়ে বীণা ফেলে দাও অর্থাৎ কবিত্ব একেবারে ছাড়িয়া দেও।

ভবে বৃহস্পতি—বৃহস্পতি সুর-গুরু—জ্ঞানোপদেষ্টার অগ্রগণ্য। সংসারের লোকে সাংসারিক জ্ঞানকেই অর্থাৎ সংসার-জ্ঞানের উপদেষ্টাকেই বৃহস্পতি-তুল্য মানে।

এ বীজ—কবিত্ব-বীজ।

অঙ্কুরে—(ক্রিয়া-পদ)। অঙ্কুরিত হয়।

উপাড়ে ইহায় ইত্যাদি—সাংসারিক জ্ঞানের উপদেশ দিয়া কবির কবিত্বকে দমন করিতে পারে, কাহার সাধ্য?

উদাসীন-দশা—দারিদ্র্য। কবিরা সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন বলিয়া প্রায়ই দরিদ্র।

জীব-পুরে—এ সংসারে।

অভাগা—চির-প্রসিদ্ধ দারিদ্র্য-হেতু কবিরা 'অভাগা'।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—(১২১৩—১২৬৫)। মাইকেল মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের অন্যতম। ইনি সরস কবিতা-রচনায় সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন এবং উহার জন্যই তাঁহার প্রসিদ্ধি। এমন কবির মৃত্যুর পরে, দেশের লোকে তাঁহার স্মরণার্থ কিছুই করে নাই বলিয়া, মধুসূদন এই কবিতায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। *

ক্ষণকাল—পক্ষান্তরে, ঈশ্বর গুপ্তের কবি-জীবনের স্বল্পতা-ব্যঞ্জক।

অল্পায়ু—বর্ষার বা বন্যার জল বেশী দিন স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে, গুপ্ত-কবিও স্বল্পায়ু ছিলেন। ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

কোবিদ বৈদ্য—(এখানে) বৈদ্যবংশজ জ্ঞানবান ব্যক্তি। কোবিদ—পণ্ডিতদিগের মধ্যে বেদজ্ঞ।

চিতা-ভস্ম-রাশি কুড়ায়ে—পক্ষান্তরে, কবিত্ব-গুণাদি স্মরণ করিয়া।

যতনে—(কবিত্ব-গুণে স্মরণীয়-ব্যঞ্জক)।

স্নেহ শিল্পে গড়ি মঠ—পক্ষান্তরে, শ্রদ্ধার সহিত স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করিয়া।

রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে—(গুপ্ত-কবির রস-রচনার মধুরতা-ব্যঞ্জক)।

জীবে—জীবদ্দশায়।

যমুনা হয়েছ পার—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-লীলান্তে ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া

* গুপ্ত-কবির মৃত্যুর বহুকাল পরে, সন ১২৯২ সালে তাঁহার কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুপ্ত-কবির জীবনী-কথা বিবৃত ও কবিত্ব সমালোচনা করেন।

যমুনার অপর পারে মথুরায় চলিয়া যান। ব্রজে আর ফিরেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র পক্ষে, ইহলোক-ত্যাগ।

গোপ-গ্রামে—ব্রজধামে। ব্রজ গোপ-রাজ্য ছিল। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরচন্দ্রের লীলাভূমি এই বঙ্গদেশে।

স্মরণ-নিকষে—লোক-স্মৃতি-রূপ কষ্টি-পাতরে।

মন্দ-স্বর্ণ-রেখাসম—কষ্টি-পাতরে ঘষিয়া রেখার জ্যোতি অনুসারে সোণার ভাল-মন্দ বিচার হয়। মন্দ স্বর্ণের রেখা অপেক্ষাকৃত হীন-জ্যোতিঃ।

ভাল স্বর্ণের পরশে—"যে জ্যোতিঃ" উহ্য বুঝিতে হইবে। কষ্টি-পাতরে ভাল সোণার যেমন উজ্জ্বল দাগ পড়ে, লোকের স্মৃতি-নিকষে গুপ্ত-কবির কবিত্ব-যশো-রেখায় কি সেরূপ জ্যোতিঃ নাই?

শনি

যাঁহারা জ্যোতিষ-শাস্ত্র চর্চ্চা করেন, তাঁহারা জানেন, দূরবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা শনি-গ্রহের কি চমৎকার রূপ! এবং বেষ্টন-মণ্ডলী-সমেত ধরিলে আকারেও শনি অন্যান্য গ্রহাপেক্ষা প্রকাণ্ড। কবি বলিতে-ছেন, এমন সুন্দর গ্রহকে লোকে কু-গ্রহ বলিয়া কেন নিন্দা করে? যাঁহার শিরোদেশে একটী-দুইটী নয়, অনেকগুলি চন্দ্র শোভা পাইতেছে, যাঁহার কটি-দেশে উজ্জ্বল বেষ্টন-মণ্ডলী (Rings) সোণার কোমর-বন্ধের মত দীপ্তি পাইতেছে, এমন সুন্দর গ্রহও কি কখন কু-গ্রহ হইতে পারে? না জানি, শনি-গ্রহে কিরূপ জীবের বাস! সেখানেও কি এখানকার মত পাপ ও মৃত্যু, কুসুমে কীটের ন্যায়, জীবগণের সুখ নাশ করে?

মন্দ-গ্রহ—ফলিত-জ্যোতিষে শনি কু-গ্রহ বলিয়া কীর্ত্তিত।

জ্যোতিষী—ফলিত-জ্যোতির্ব্বেত্তা।

গ্রহেন্দ্র—(রূপে ও বিশালত্বে)।

ছয় চন্দ্র—(উপগ্রহ-স্বরূপ)। কবির সময়ে শনির উপগ্রহ-সংখ্যা আটটী ছিল। এখন আরও দুইটী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

টোপরে—শনির শিরোদেশে অর্থাৎ শনির আকাশে।

হৈম সারসন—উজ্জ্বল কটিবন্ধ। (Bright Belts or Rings of Saturn)। বেষ্টনী বলিয়া 'সারসন'।

আলোক-সাগরে—(সারসনের সহিত সমপদ)। যেন আলোক-সাগর। 'সাগরে', বোধ হয়, মিলের খাতিরে। 'সাগর' হইলেই ঠিক হইত।

বেষ্টনী-ভাবে কবি এই কাব্যে অন্যত্র সাগরকে মেখলা-রূপে বর্ণন করিয়াছেন—

"কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে"—"পৃথিবী"।

ধীরে—মৃদু-গতি বলিয়া শনির আর-এক নাম শনৈশ্চর। সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে শনির কিঞ্চিৎদধিক ২৯ বৎসর লাগে।

সঙ্গীতে—নক্ষত্রগণের সঙ্গীত ইউরোপীয় কবি-প্রসিদ্ধি—(Music of the Spheres)।

হেমাঙ্গ বীণা—উজ্জ্বল নক্ষত্রদের বীণা 'হেমাঙ্গ' হওয়াই সঙ্গত।

হে চল-রশ্মির রাশি—(শনিকে সম্বোধন)। হে গতিশীল আলোকপুঞ্জ। অনুরূপ-পদ—"চলোর্ম্মি"—(মেঘনাদবধ)।

কীট-রূপে কুসুম কি নাশে?—(যেমন আমাদের এই পৃথিবীতে)।



সাগরে তরী

নিশা-কালে সমুদ্রে জাহাজের গতি অতি চমৎকার দৃশ্য—বিরাট-আকার, দুই পাশে শুভ্র এবং প্রকাণ্ড পা'ল বিস্তারিত, উপরি-ভাগে নানা বর্ণের আলোক শোভা পাইতেছে, দুই দিকে তরঙ্গকুল কুলু-কুলু ধ্বনিতে সরিয়া পড়িতেছে। দেখিলে মনে হয়, যেন কোন মহাকায়া নিশাচরী মায়া-বলে প্রকাণ্ড বিহঙ্গিনী-রূপ ধরিয়া চলিতেছে; —বলিহারি তাহার রূপ, সাহস ও আকৃতি!

অপথ সাগরে—মাটির উপরে যেমন যানাদির গতায়াতের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট পথ থাকে, সাগরে সেরূপ পথ নাই—থাকা অসম্ভব।

মহাকায়া—(সমুদ্রগামী জাহাজের প্রকাণ্ডত্ব-ব্যঞ্জক)।

নিশাচরী—(নিশায় চলিতেছে বলিয়া)।

বিহঙ্গিনী-রূপ—পক্ষ-রূপ পা'লে তরী বিহঙ্গিনী-সদৃশী।

ধীরে ধীরে চলে—কলের জাহাজ এখন যেরূপ দ্রুত চলে, পা'লের জাহাজের গতি সেরূপ দ্রুত নহে।

সু-ধবল পাখা—জাহাজের বিস্তারিত পা'ল যেন বিহঙ্গিনী-রূপিণী নিশাচরীর পক্ষ-স্বরূপ।

নানাবর্ণ-করে—নানাবর্ণের আলোক-কিরণে। নানাবিধ সঙ্কেতের জন্য রাত্রিকালে জাহাজে নানা বর্ণের আলোক দেওয়া হইয়া থাকে।

বাখানি'—(অসমাপিকা ক্রিয়া)। ব্যাখ্যা অর্থাৎ প্রশংসা করিয়া।

রূপ—(শোভা-ব্যঞ্জক)।

সাহস—নিশা-কালে সমুদ্রের উপর দিয়া যাওয়া সাহসের কর্ম্ম।

আকৃতি—(বিরাটত্ব-ব্যঞ্জক)।

আস্তে-ব্যস্তে—কোন তরঙ্গ 'আস্তে', কোন তরঙ্গ বা 'ব্যস্তে'।

নীচ-জন—নিম্ন-শ্রেণীর লোক।

গুমরে—অহঙ্কারে।

শিরোমণি-তেজে ইত্যাদি—ফণিনী যেমন নিজের শিরস্থ মণির আভায় পথ আলো করিয়া চলে, তরীও তেমনই শিরস্থ দীপাবলীর আলোকে পথ আলো করিয়া চলিতেছে।

ফণিনীর গতি—সমুদ্রের তরঙ্গে জাহাজের গতিও তরঙ্গায়িত বলিয়া সর্প-গতির সহিত সুন্দর উপমিত হইয়াছে।

—o—

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত-সন্তানের মধ্যে ইনিই প্রথম সিবিলিয়ান্ অর্থাৎ ইংলণ্ডে গিয়া সিবিল্-সার্ভিস্-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ উচ্চ-পদ লাভ করিয়া আসেন। সন্তানের এমন কৃতিত্বে জননী ত পুলকিতা হইবেনই; তা ছাড়া, বাঙ্গালীর এই গৌরবে বঙ্গ-মাতাও গৌরবান্বিতা।

সুর-পুরে ইত্যাদি—কাম্যক-বনে বাস-কালে দৈব-অস্ত্রাদি সংগ্রহার্থ অর্জ্জুন স্বর্গপুরে গিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডে। এ কালে ভারতের তুলনায় ইংলণ্ড 'সুরপুর'।

শূরকুল-পতি—বীরশ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে, কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায়, প্রতিভাশালী।

স্ব-কাজ—অর্জ্জুন-পক্ষে, দৈবাস্ত্র-সংগ্রহ। পক্ষান্তরে, দুর্লভ উচ্চ-পদ-লাভ।

কানন-বাসে—বদরিকা-বনে, যেখানে সে সময়ে পাণ্ডবেরা বাস করিতেছিলেন। পক্ষান্তরে, ভারতে। ইন্দ্র-পুরী ইংলণ্ডের তুলনায় ভারত বন-স্বরূপ।

ফিরি এবে—অর্জ্জুনের ন্যায়, স্বর্গ-ধাম হইতে ফিরিয়া।

আশা-লতা—উচ্চ-পদ-লাভের 'আশা'।

সুভগ—সৌভাগ্যশালী।

তিতিবেন ইত্যাদি—যিনি পুত্রের এই কৃতিত্বের সংবাদ পাইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন।

বৎস—(স্নেহ-বাচক সম্বোধন)। সত্যেন্দ্রনাথ বয়সে মধুসূদনের ছোট বলিয়া, 'বৎস' সার্থক।

স্নেহাসার—এই শুভ-সংবাদে জননীর অশ্রু স্নেহের ধারা-জল। 'আসার' ধারা-বর্ষণ।

জনরব—লোকমুখে সংবাদ।

নীলমণি-ময় পথ—সমুদ্রের গাঢ়-নীল জল-রাশি যেন 'নীলমণি-ময়'।

বঙ্গ-লক্ষ্মী—বঙ্গের ভাগ্য-বিধাত্রী দেবী অকূল-সাগর-পথে সত্যেন্দ্রনাথকে রক্ষা করিতে থাকিবেন। বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন বলিয়া, সত্যেন্দ্রনাথকে রক্ষা করিতে বঙ্গ-লক্ষ্মীর আগ্রহ নিশ্চিত।

আশীর্ব্বাদ করে—(মঙ্গল-কামনা-ব্যঞ্জক)। বয়োজ্যেষ্ঠত্ব-হেতু, কবির 'আশীর্ব্বাদ' সঙ্গত।

শিশুপাল

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে ভীষ্মের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য পাওয়ায়, চেদীশ্বর শিশুপাল সভা-মধ্যে কৃষ্ণ-নিন্দা করিয়া তৎ-কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। (মহাভারতে সভাপর্ব্বে দেখ)। এই ঘটনাটী উপলক্ষ করিয়া কবি শিশুপালকে বলিতেছেন—তুমি নিন্দাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি কর। তাহাতে তিনি তোমায় নিহত করিয়া বৈকুণ্ঠে পাঠাবেন।

জনম সুক্ষণে—শ্রীকৃষ্ণের হাতে যাঁহার মৃত্যু ঘটিবে, তাঁহার 'সুক্ষণে'ই জন্ম বলিতে হয়।

গরুড়ধ্বজ—গরুড়-ধ্বজ রথে। শ্রীকৃষ্ণের রথের ধ্বজা গরুড়-চিহ্নিত।

এ ভব-দহে মুকতির তরী—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলিয়া, ভব-সাগরে মুক্তির নৌকা অর্থাৎ মুক্তি-দাতা।

নিন্দা-ছলে বন্দ—শিশুপাল সভা-মধ্যে নিন্দা-ছলে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তনই করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে রিপু-ভাবে ভজনা।

লৌহ-দন্ত হল—লাঙ্গল, যাহার মুখ লৌহ-নির্ম্মিত। মাটি কাটে বলিয়া 'দন্ত'।

বৈষ্ণব—শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে (রিপু-ভাবে) ভজনা করিয়াছেন বলিয়া 'বৈষ্ণব'।

যাতনি—যাতনা দিয়া।

তীক্ষ্ণ শরজালে—মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সুদর্শন-চক্র দ্বারা শিশুপালকে বধ করেন।

তারা

এখানে শুক্র-গ্রহ (Venus) বুঝিতে হইবে। শুক্র আমাদের ২২৪ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ইহার অর্দ্ধেক-কাল উহা সন্ধ্যার পরে গগনের পশ্চিম প্রান্তে এবং আর-অর্দ্ধেক-কাল নিশা-শেষে গগনের পূর্ব্বপ্রান্তে দেখা যায়। ইহা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া, অন্যান্য অপেক্ষা বড় ও সমধিক উজ্জ্বল দেখায়।

কবি নিশা-শেষে প্রত্যহ গিরি-শিরে এই তারাটিকে দেখিয়া বলিতেছেন—তুমি কি এই গিরিতল-বাহিনী প্রবাহিণীর স্বচ্ছ সলিলে,

তোমার শিশির-স্নাত সুন্দর মুখচ্ছবি দেখিবার জন্য প্রত্যহ গিরি-শিরে দেখা দেও? না, তুমি আমার কোন স্নেহকারী জনের আত্মা, আমার হৃদয়-আঁধার দূর করিবার জন্য প্রত্যহ আমায় দেখা দিয়া থাক? তাই যদি হও, তবে প্রতিদিন দেখা দিও; তোমায় দেখিয়া চক্ষু জুড়াব।

সুচারু-হাসিনি—(শুক্র-তারার সমুজ্জ্বলতা-ব্যঞ্জক)।

অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে—প্রভাতের তারা বলিয়া শিশির-স্নাতা।

হৈমবতি—(সমুজ্জ্বলতা-ব্যঞ্জক)। হেমলঙ্কার-ভূষিতে।

সে দর্পণে—স্বচ্ছ-প্রবাহিণী-রূপ দর্পণ।

কুসুম-শয়ন থুয়ে ইত্যাদি—তোমার স্বর্ণ-মন্দিরে কুসুমাস্তৃত শয্যা ত্যাগ করিয়া। এমন সুরূপার বাস স্বর্ণ-মন্দিরেই সম্ভব এবং শয্যা কুসুমাস্তৃত হওয়াই সঙ্গত।

দেহ কারাগার তেয়াগি ভূতলে—অর্থাৎ মৃত্যুর পরে।

স্নেহকারী-জন-প্রাণ—কবির প্রতি স্নেহশীল কোন লোকের আত্মা। (এখানে কবির মনে, বোধ হয়, তাঁহার পরলোক-গতা জননীর কথাই উদিত হইয়াছিল)।

দেব-পুরে—স্বর্গে।

এ ছলে—তারার আকারে।

হৃদয়-আঁধার ইত্যাদি—অর্থাৎ তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য।

সত্য যদি—যদি তুমি তাহাই হও অর্থাৎ কোন স্নেহকারী জনের আত্মাই হও।

উরে—উরিয়া অর্থাৎ উদিত হইয়া।

——০——

অর্থ

কবি যদি দরিদ্র হয়, তাহাতে তাহার দুঃখ নাই। লক্ষ্মীর কৃপা অপেক্ষা সরস্বতীর কৃপা অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয়। লক্ষ্মী কাহারও ঘরে চিরস্থায়িনী নহেন; কিন্তু যাহার প্রতি সরস্বতীর কৃপা হয়, সে চির-ধনে ধনী; তাহার ধনও অক্ষয় এবং সেও অমর। (এই কবিতাটী কবির নিজের পক্ষেও বেশ খাটে)।

কমলিনী-রূপে—(লক্ষ্মীর রূপ-ব্যঞ্জক)। যাহাদের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হয়, সেও বাহ্য-শোভাশালী।

সুবর্ণ-কিরণে—কমলা-পক্ষে, রূপ-জ্যোতিতে। লোক-পক্ষে, ধন-রত্নাদির শোভায়।

কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে ইত্যাদি—(সরস্বতীর কৃপায়) যে জন কল্পনা-বলে নানাবিধ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া ইত্যাদি।

স্ব-ভাষা—নিজ-ভাষা, মাতৃ-ভাষা।

সঞ্চয়ি—সঞ্চয় করিয়া।

ধন-প্রিয়—(সম্বোধন)। হে ধন-লোলুপ।

বাঁধা রমা চির কার্ ঘরে—(লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য চির-প্রসিদ্ধ)।

তার ধন-অধিকারী ইত্যাদি—যত দিন ধনীর বংশ থাকে, তত দিন লোকে তার নাম করে, কিন্তু বংশ-লোপের সঙ্গে তার নামও বিস্মৃত হয়। কিন্তু কবিত্ব-ধনে যে ধনী, তার স্মৃতি লোপ পায় না।

তুল-শূন্য—অতুল।

তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে—যে কবিত্ব-ধনের অধিকারী, সে অমর।

রসনা-যন্ত্রের তার ইত্যাদি—অর্থাৎ লোকের মুখে যত দিন ভাবের গান হইতে থাকে, তত দিন কবি মরে না, ইহাই ভাব।

'বহে'—বহন করে।

কবি-গুরু দান্তে

দান্তে (খৃঃ ১২৬৫—১৩২১)। ইতালীর এক জন সুবিখ্যাত কবি। ইঁহার "Divine Comedy" জগৎ-প্রসিদ্ধ। ইউরোপের তিমির-যুগের শেষ-ভাগে ইঁহার অভ্যুত্থান। এখানে কবি বলিতেছেন, ইউরোপের নিদ্রিতা ভারতী দান্তের সাধনায় জাগিয়া উঠিলেন—তখন হইতে ইউরোপে নব-যুগের প্রতিষ্ঠা হইল। [কবি ফ্রান্সে থাকিতে এই কবিতাটী ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া দান্তের জন্ম-দিনের শত-বার্ষিকী স্মৃতি-উৎসবের উপলক্ষে ইতালীর রাজাকে পাঠাইয়াছিলেন। ইতালী-রাজও ইহাতে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া মধুসূদনকে পত্র লিখিয়াছিলেন]

সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র—এখানে প্রভাতের "শুক্‌-তারা" কবির উদ্দিষ্ট। উহার হেম-কিরণোজ্জ্বল কান্তি অন্ধকার দূর করে।

তপনের অনুচর—সূর্য্যোদয়ের একটু পূর্ব্বেই শুক্‌-তারা দেখা দেয় বলিয়া 'অনুচর'। 'অনুচর' এখানে দূতার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

তেমতি—ইউরোপে "তিমির-যুগ" অবসানে যে নব-যুগের অভ্যুদয় হয়,—(Renaissance)—দান্তে সেই নব-যুগ-প্রারম্ভের কবি।

প্রভা তব—দান্তের কাব্য-প্রভা;—নক্ষত্রের সুবর্ণ-কান্তি যাহার উপমান।

মানস-ভুবনে—ইউরোপের মনোজগতে।

অজ্ঞান—তিমির-যুগের জ্ঞানার্জ্জন-বিরোধী অন্ধ-বিশ্বাস।

নব-কবি-কুল-পিতা—(দান্তে নব-যুগ-প্রারম্ভের কবি বলিয়া) "কবি-গুরু"।

এ সু-খণ্ডে—ইউরোপ-খণ্ডে। নব-সভ্যতালোকিত বলিয়া 'সু-খণ্ড'।

তোমার সেবনে—তোমার সেবায়, সাধনায়।

পরিহরি নিদ্রা—তিমির-যুগে ইউরোপে ভারতী নিদ্রিতা ছিলেন; অর্থাৎ ঐ যুগে তথায় কোন সু-কবির অভ্যুদয় হয় নাই।

দেবীর প্রসাদে—সরস্বতীর প্রসাদে অর্থাৎ কল্পনা-বলে।

তুমি পশিলা সাহসে ইত্যাদি—দান্তের Inferno-কাব্যারম্ভে দেখা যায়, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী লাতিন্-কবি ভার্জ্জিলের অনুসরণে সশরীরে নরকে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য কাল্পনিক-ভাবে।

ত্যজি আশা, পশে পাপ-প্রাণ—(খৃষ্টীয়-শাস্ত্র-মতে) পাপীদের প্রেতাত্মা ভবিষ্যতের আশা বিসর্জ্জন দিয়া নরকের চির-দুঃখ ভোগ করে।

"All hope abandon, ye who enter here"—এই কথাই মেঘনাদবধ-কাব্যেও আছে—

"হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে"।

এ নক্ষত্র—দান্তে-রূপ নক্ষত্র। কবিতারম্ভেও দান্তেকে নক্ষত্রের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে।

এ কোরকে—এ পুষ্প-কলিকে। নব-যুগ-প্রারম্ভের প্রথম কবি বলিয়া 'কোরক'।

—o—

পণ্ডিতবর থিওডোর্ গোল্ড্‌ষ্টুকর্

গোল্ডষ্টুকর—Theodore Goldstucker—(খৃঃ ১৮২১—১৮৭২) জর্ম্মান্-দেশীয় একজন সংস্কৃত-পণ্ডিত। ইনি লণ্ডনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃতাধ্যাপক হইয়াছিলেন। পাণিনি এবং সংস্কৃত-পুরাণ ও দর্শন সম্বন্ধে ইঁহার অনেক সুরচিত প্রবন্ধ আছে।

কবি বলিতেছেন, যেমন সমুদ্র-মন্থন করিয়া দেবগণ অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, ইনিও তেমনই সংস্কৃত-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিয়া, দেবতাদেরই মত অমর হইয়াছেন। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবিগণ সকলেই ইঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াছেন। কোন রাজার ভাগ্যেও এত সম্মান ঘটে না!

মথি জল-নাথে—সমুদ্র-মন্থন করিয়া। দুর্ব্বাশার শাপে লক্ষ্মী স্বর্গ ত্যাগ করিয়া সমুদ্র-গর্ভে আশ্রয় লইলে, স্বর্গ শ্রী-ভ্রষ্ট হয়। তখন লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধারের জন্য সমুদ্র-মন্থন করা হয়। তাহাতে লক্ষ্মী ও চন্দ্রাদির সহিত অমৃতও উঠিয়াছিল, যাহা পান করিয়া দেবগণ অমর হইয়াছিলেন। দেবাসুরে দ্বন্দ্বও এই অমৃত লইয়া।

দেব দৈত্য-দলে—সমুদ্র-মন্থনের রজ্জু হইয়াছিল বাসুকী-সর্প এবং দণ্ড হইয়াছিল মন্দর-পর্ব্বত। মন্থন-রজ্জুর এক দিক ধরিয়াছিলেন দেবগণ এবং অন্য দিক, দৈত্যগণ।

যশোরূপ-সুধা—যশ, মানুষকে অমর করে বলিয়া, অমৃতের সহিত যশের তুলনা সার্থক।

সংস্কৃত-বিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মন্থনে—সংস্কৃত-বিদ্যার বিপুলত্ব-হেতু "সিন্ধু" সার্থক।

পণ্ডিত-কুলের পতি—সংস্কৃত-পণ্ডিতাগ্রগণ্য।

এ মণ্ডলে—ইউরোপ-খণ্ডে।

পিকবর—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবি। বাক্যের সরসতা-হেতু কবি "পিকবর" অর্থাৎ সুকণ্ঠ কোকিল।

ভারত-কাননে—ভারতবর্ষ-রূপ বনে। কবি 'পিকবর' বলিয়া, ভারতবর্ষ "কানন"।

শ্রবণে—(কর্ম্ম-কারক)। কাণকে (তোষে)।

কোন্ রাজা ইত্যাদি—রাজাদের সভায় কবি থাকে। তিনি রাজাকে কবিতা শুনান। কিন্তু বাল্মীকি, ব্যাস ও কালিদাসের মত কবিগণ গান শুনান, এমন রাজা এ ইউরোপ-খণ্ডে কোথায়? সংস্কৃত-কবিদিগের উৎকৃষ্ট গান শুনিতে পাইতেন অর্থাৎ সংস্কৃতে উৎকৃষ্ট কবিদিগের কাব্যাদির রস-গ্রহণ করিতে পারিতেন বলিয়া, গোল্ড্‌ষ্টু-করের রাজাধিক সম্মান।

সুকল—সু-নাদী, সু-স্বরে বাদ্যমান। (রামায়ণের মধুরত্ব-ব্যঞ্জক)।

রামের কথা—রামায়ণ।

বদরিকাশ্রম হ'তে—ব্যাস বদরিকাশ্রমে বসিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।

মহা-গীত-ধ্বনি—মহাভারত। বিষয়-গুণে ও বিপুলত্বে উহা মহান্।

ভীম ধ্বনি—(মহাভারতে বীর-রৌদ্রাদি রসের প্রাধান্য-ব্যঞ্জক)।

সখা তব কালিদাস—অর্থাৎ কালিদাসের কাব্য-নাটক তোমার প্রিয়। 'সখা' প্রিয়ত্ব-ব্যঞ্জক।

কি পুণ্য ইত্যাদি—বাল্মীকি-ব্যাসাদি মহাকবির মুখে তাঁহাদের কাব্যাদি শ্রবণ করার সৌভাগ্য পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল।

কবিবর আল্‌ফ্রেড্ টেনিসন্

লর্ড টেনিসন্ (খৃঃ ১৮০৯—৯২) উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের প্রধান কবি ছিলেন। ১৮৫০ সাল হইতে ইনি ইংলণ্ডের রাজকবির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মধুসূদন যখন ফ্রান্সে থাকিয়া এই কবিতাটী রচনা করেন, তখন টেনিসন্ জীবিত এবং যশস্বী কবি।

এখানে কবি বলিতেছেন,—কে বলে ইংলণ্ড কবি-হীন? সরস্বতীর মন্দির কি কখন পুজক-হীন থাকে? টেনিসন্ এখন পূজক-রূপে মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। কালে ইনি অসামান্য কাব্য-যশে অমর হইবেন।

বসন্ত—(এখানে, পিক-মুখরতা-ব্যঞ্জক)। কাব্য-কানন কবি-কুল-কোকিল কর্ত্তৃক মুখরিত হয়।

শ্বেত দ্বীপ—ইংলণ্ড-দেশ।

সঙ্গীত-তরঙ্গ—টেনিসনের সুমধুর কবিতা-ধ্বনি।

পঞ্চ-স্বরে—পঞ্চম স্বরে। কোকিলের ধ্বনি "পঞ্চম স্বরে" বলিয়া প্রসিদ্ধি।

পিকেশ্বর—সুকবি টেনিসন্। (তখন, টেনিসনের কাব্য-যশ সুপ্রতিষ্ঠিত)।

ও বীণা—বাগ্‌দেবীর বীণা।

অবাক্ কবে ইত্যাদি—চির-কল্লোলময় সাগরে কল্লোল কখনও অবাক্ অর্থাৎ নীরব হয় না।

তারা-রূপ হেম-তার ইত্যাদি—নক্ষত্রদের সঙ্গীত কবি-কল্পনা। ইতিপূর্ব্বে দেখ;—

"যাথানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মুরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ-বীণা বাজায়ে অম্বরে।"—"শনি"

অনন্ত মধুর-ধ্বনি—"Eternal music of the spheres"।

সুন্দর মন্দির তব—বাগ্‌দেবীর মন্দির।

এ পরম পদ—বাগ্‌দেবীর পূজক-পদ।

পুরস্কারে—পুরস্কার-স্বরূপ।

ছুঁইতে শমন ইত্যাদি—অর্থাৎ তুমি অমর হইবে।

কবিবর ভিকৃতর্ হ্যুগো

ভিকৃতর্ হ্যুগো (খৃঃ ১৮০২—১৮৮৫) ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন। নাটকে, কাব্যে, উপন্যাসে, ইহাঁর যশ জগৎ-ব্যাপী হইয়াছিল।

মধুসূদন ভিকৃতর্-হ্যুগোর কাব্যে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—সরস্বতী নিজের বীণাটী তোমার হাতে দিয়াছেন, এতই তুমি তাঁহার প্রিয়! বাজাও কবি, বাজাও। যদি পরে তোমার স্মৃতি-রক্ষার জন্য কখনও প্রস্তরের স্তম্ভ রচিত হয়, তবে তাহাও যখন কালে গলিয়া যাবে, তখনও লোকের মনে তুমি বিরাজ করিতে থাকিবে।

আপনার বীণা ইত্যাদি—(বীণা-পাণির সবিশেষ প্রিয়-পাত্রত্ব-ব্যঞ্জক)।

অমৃত—হ্যুগোর কাব্যামৃত, তাঁহার রচিত কাব্যের মধুর রস।

তব ফুলে—হ্যুগোর কাব্যাদিতে।

হে ভিকৃতর্ ইত্যাদি—এই মরণশীল মানব-কুলে, তুমি জয়ী—অর্থাৎ তুমি অমর। এখানে "জয়ী" শব্দে "ভিকৃতর্" (Victor) নামের ধ্বনি বিদ্যমান। ভিকৃতর্" অর্থে জয়ী।

সাহসে—অমরতার সাহসে তুমি মৃত্যুকে ভয় কর না।

অক্ষয়-বৃক্ষের রূপে—ভারতের অনেক তীর্থ-ক্ষেত্রে অক্ষয়-বট যেমন চির-পূজ্য, ফ্রান্সে ভিক্তর-হ্যুগোর নামও তদ্রূপ চির-পূজ্য হইয়া থাকিবে।

প্রস্তরের স্তম্ভ ইত্যাদি—কঠিন প্রস্তর ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতে অনেক কাল লাগে। কিন্তু, তাহাও যখন গলিয়া যাবে, তখনও হ্যুগোর নাম থাকিবে। (হ্যুগোর যশের চিরস্থায়িত্ব-ব্যঞ্জক)।

গল্যে—গলিয়া।

মনের সংসারে—মনোজগতে লোকে চিরকাল হ্যুগোর কাব্যে মোহিত হইতে থাকিবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করুণা-মূর্ত্তিই তাঁহাকে দেশ-পূজ্য করিয়াছে। তাই, কবি বলিতেছেন—নিঃসম্বল পথিক যেমন হিমালয়ের আশ্রয় পাইলে, তাহার কোন দুঃখ থাকে না ;—প্রস্রবণের নির্ম্মল জল, অরণ্যের মধুময় ফল, বন-ফুলের সুরভি পরিমল, দিবসে শীতল ছায়া, রাত্রিতে শান্তিময়ী নিদ্রা, সকলই তাহাকে রাজভোগে পরিতৃপ্ত করে,—তেমনই, যে দীন, সে যদি বিদ্যাসাগরের আশ্রয় পায়, তাহারও সেইরূপ সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়।

(কবি ফ্রান্সে প্রবাস-কালে নিদারুণ অর্থ-কষ্টে পড়িয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহাতেই তাঁহার সকল কষ্ট দূর হয়। এই গূঢ় কৃতজ্ঞতা-ধ্বনিটুকু এই কবিতাটীকে চমৎকার মধুরতা দান করিয়াছে)।

দীনের বন্ধু—(বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন)।

উজ্জ্বল জগতে ইত্যাদি—জগতে হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে উজ্জ্বল। হিমালয়ের সূর্য্যোকরোদ্ভাসিত তুষার-মণ্ডিত শিখরগুলির সুবর্ণ-শোভা চির-প্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দানও দেশ-প্রসিদ্ধ।

যে জন আশ্রয় লয়—এইখানে কবির ব্যক্তি-গত ধ্বনি। কবি নিজেই আশ্রয় লইয়াছিলেন।

সুবর্ণ-চরণে—(চরণের মহামূল্যত্ব-ব্যঞ্জক)। পক্ষান্তরে, দীনের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থ-সাহায্যই তাঁহার চরণের (আশ্রয়ের) মাহাত্ম্য।

কত গুণ ধরে, কত মতে—বিদ্যাসাগর-পক্ষে, নানা বিধানে পরোপকার।

গিরীশ—পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ হিমালয়। পক্ষান্তরে, দান-বীর বিদ্যাসাগর।

সেবা—আতিথেয়তা। পক্ষান্তরে, শরণাগতের প্রতি আনুকূল্য।

দানে—(ক্রিয়া-পদ)। দান করে।

নদী-রূপ বিমলা কিঙ্করী—পর্ব্বতরাজের জল-ভাণ্ডার থেকে বিমলা-নাম্নী নদী-রূপিণী দাসী তৃষ্ণাতুরকে জল দান করে। পর্ব্বত-নিঃসৃত জল নির্ম্মল বলিয়া কিঙ্করী নদীর নাম 'বিমলা' সার্থক।

দাস-রূপ ধরি—ফল, প্রকৃত পক্ষে, হিমালয়ের ভাণ্ডারের। বৃক্ষ যেন 'দাস'-রূপে তাহা যোগায় মাত্র।

শীতল-শ্বাসী ছায়া—ছায়া, যেখানে শীতল বায়ু শ্বাস-রূপে বহিতেছে। বনেশ্বরী ছায়া-দেবী যেন শীতল শ্বাস ফেলিতেছেন।

বনেশ্বরী—বনই ছায়া-দেবীর রাজ্য বলিয়া, ছায়া 'বনেশ্বরী'।

ক্লান্তি দূর করে—(ছায়া ও নিদ্রা, উভয়ের সহিত অন্বয়)।

সংস্কৃত

রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে, রাজানুকুল্যে সংস্কৃত-সাহিত্যাদি যেরূপ পরিপুষ্ট হইতে পাইয়াছিল, তৎপরে বহুকাল ধরিয়া উহা কোন রাজার কাছেই সেরূপ আনুকুল্য পায় নাই ; কাজেই নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। এখন, শুভক্ষণে উহার প্রতি ইংরাজ-রাজের শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে—সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত এবং সংস্কৃত-গ্রন্থাদির মুদ্রণ, আলোচনা ও প্রচারের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ, আয়োজন অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাই, কবি বলিতেছেন—নূতন আদিত্যের রূপে আবার বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাতে ভরসা হয়, সংস্কৃত আবার পূর্ব্বের সেই মনোহর রূপ ও রসে, পূর্ব্বেরই মত মনোহর শ্রী ধারণ করিবে।

কাণ্ডারী-বিহীন—পক্ষান্তরে, রাজাশ্রয়-হীন।

সহি বহুদিন ঝড়—পক্ষান্তরে, নানা উপদ্রবের ও ধ্বংসকারীর হাত এড়াইয়া।

সে সুদশা আজি—সংস্কৃত-পক্ষে, রাজার আনুকুল্য-প্রাপ্তি-হেতু 'সুদশা'।

দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে—(সংস্কৃত-ভাষার উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)। ভারতে সংস্কৃত 'দেব-ভাষা' বলিয়া কীর্ত্তিত।

সাগর-কল্লোল-ধ্বনি ইত্যাদি—মানবের মুখে সংস্কৃত-ভাষা, যেন নদীতে সাগর-কল্লোল বা বীণার তারে বজ্র-নাদ। উভয়ই সংস্কৃত-ভাষা-পক্ষে, গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক।

রাজাশ্রম আজি তব—ইংরাজ-রাজ সংস্কৃত-ভাষার প্রতি অনুকুল হইয়াছেন।

আবার ইত্যাদি—একদিন, বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে কালিদাস-

প্রমুখ "নব-রত্ন" সংস্কৃত-ভাষার উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছিলেন, এখন সংস্কৃতের পক্ষে, ইংরাজ-রাজ নব আদিত্যের রূপে বিক্রমাদিত্য। ফলে, সংস্কৃতের পুনরুৎকর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্ব-রূপ ধ'রি—পূর্ব্বের সেই কালিদাসাদি-সৃষ্ট রূপ ধরিয়া।

পূর্ব্বরূপে—পূর্ব্বের মত।

পূর্ব্ব-রসে—(কালিদাসাদি-কৃত সংস্কৃত-কাব্যাদির সরসতা-ব্যঞ্জক)।

ফোটে—কমলের মত, এই ভাব উহ্য বুঝিতে হইবে। আদিত্যের উদয়েই পদ্ম ফোটে। বিক্রমাদিত্যের স্থলে 'নব আদিত্য'-উদয়ে সংস্কৃত-কমলও ফুটুক।

মনের সরসে—মন-রূপ সরোবরে। কাব্যাদি মানসী সৃষ্টি ও মনোহর বলিয়া সরোবরে কমল-স্বরূপ।

রামায়ণ

ইউরোপ-যাত্রা-পথে সিংহলের বন্দরে কবিকে এক রাত্রি থাকিতে হইয়াছিল। সে রাত্রিতে, নিদ্রার পরিবর্ত্তে, রামায়ণ-কাহিনীই তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি মানস-চক্ষে দেখিতে লাগিলেন যেন, বাল্মীকি বীণা হাতে করিয়া রামায়ণ-গান করিতেছেন। এই লঙ্কায় সীতার কথা ভাবিয়া কবির মন আর্দ্র হইতে লাগিল; তিনি যেন দিব্য-চক্ষু পাইয়া, দেখিলেন, জলে শিলা ভাসাইয়া অপূর্ব্ব সেতু নির্ম্মিত হইল; বিরাট-দেহী কুম্ভকর্ণ সমরে প্রবৃত্ত হইল; লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বিনাশ করিলেন। লঙ্কা-যুদ্ধের এই-সব প্রধান ঘটনাগুলি কবি যেন চক্ষের উপরে দেখিতে থাকিলেন।

সুন্দর—(সাগর-বেষ্টিত এবং নানাবিধ বৃক্ষরাজি-শোভিত বলিয়া)।

সিংহলে—কবির ইউরোপ-যাত্রা-পথে সিংহল-বন্দর।

পিতা-বাল্মীকি—কবি-গুরু বলিয়া বাল্মীকি 'পিতা'।

গাইলা সে মহাগীত—অর্থাৎ রামায়ণের সব কথাই কবির মনে হইতে লাগিল। রামায়ণ মহাকাব্য বলিয়া "মহাগীত"।

যাতে হিয়া জ্বলে ইত্যাদি—(রাম-বনবাস, সীতা-হরণ ইত্যাদি ব্যাপার দুঃখ-জনক বলিয়া)।

আজু—আজিও। বাঙ্গালা প্রাচীন-কাব্যাদিতে এ কথার ব্যবহার দেখা যায়।

অশ্রু-বিন্দু গলে—(সতী নারীর বিপদে)।

নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে—অসাধারণ সতীত্ব-গুণে মানব-মনের ভক্তি-সরোবরে সীতা চির-সুশ্রী পদ্ম-ফুল-স্বরূপিণী। সরোবরে পদ্ম কখনও বিকসিত, কখনও ম্লান হয়। কিন্তু মানুষের মানস-ক্ষেত্রে ভক্তি-সরোবরে সীতা-কমল নিত্য-শ্রী-সম্পন্না। রামায়ণে সীতা-চরিত্র সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বাবস্থাতেই সুন্দর, ইহাই ভাব।

দিব্য চক্ষু—যাহা দ্বারা অতীত বা ভবিষ্যৎ, সকল ব্যাপার যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। এখানে, অতীত ঘটনা চক্ষে দেখা, বুঝাইতেছে।

গুরু—কবি-গুরু বাল্মীকি।

সুক্ষণে—সেতু-বন্ধ হওয়াতেই সীতা-উদ্ধার সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া, "সুক্ষণে"।

চলিল অচল যেন ইত্যাদি—পর্ব্বত চলে না, ভীষণ শব্দও করে

না; কিন্তু কুম্ভকর্ণ যেন ভীষণ-শব্দ-কারী সচল পর্ব্বত। 'অচল' কুম্ভকর্ণ-দেহের বিশালতা-ব্যঞ্জক।

বিনাশিলা রামানুজ ইত্যাদি—লক্ষ্মণ, রাবণ-পুত্র মেঘনাদকে এবং রাম, রাবণকে বধ করিয়াছিলেন।

হরি-পর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জয়ী হইয়া যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে, কৃষ্ণের মৃত্যু-সংবাদে পাণ্ডবদের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনা-পুরের রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া যুধিষ্ঠির, চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে করিয়া, পদব্রজে স্বর্গ-গমনার্থ হিমালয়-পথে মহাপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিয়া সুমেরু-পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলে, হরি-পর্ব্বতে পথশ্রান্তা ও শীত-ক্লিষ্টা দ্রৌপদী অবসন্না হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই কবিতাটী দ্রৌপদীর প্রাণ-ত্যাগের একটী করুণ চিত্র।

হরি-পর্ব্বতে—কাশ্মীর-দেশান্তর্গত হিমালয়ের অংশ-বিশেষ।

শমী—ঐ নামে বৃক্ষ-বিশেষ। শাঁই গাছ। এখানে, দ্রৌপদীর উপমান।

বন-শোভা—(পক্ষান্তরে, দ্রৌপদীর উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)।

সে শিখা—পক্ষান্তরে, দ্রৌপদীও 'রূপে-গুণে পাণ্ডবদের মুখোজ্জ্বল-কারিণী মহিষী।

যার সুবর্ণ-কিরণে—পক্ষান্তরে, যার রূপে ও গুণে।

শশি-কলা—এখানে, 'কলা'র ভাব-গত সৌন্দর্য্য কিছু নাই—

অর্থাৎ দ্রৌপদীকে শশী না বলিয়া 'শশিকলা' বলিবার সবিশেষ সার্থকতা নাই। কেবল 'শশী' পুংলিঙ্গ-শব্দ বলিয়া, 'শশিকলা' এই স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দ দ্বারা উপমেয় দ্রৌপদীর সহিত উপমানের সমলিঙ্গতা রক্ষা করা হইয়াছে। 'শশিকলা' সৌন্দর্য্য-শালিনী হইলেও, বয়ো-বৃদ্ধার সঙ্গত উপমান হয় নাই।

মলিনি গগনে—পক্ষান্তরে, পাণ্ডবদিগকে দুঃখিত করিয়া। পঞ্চ-পাণ্ডবদের মধ্যে দ্রৌপদী 'শশি-কলা'রূপে বিরাজিতা ছিলেন।

মুদিলা ইত্যাদি—দ্রৌপদী পাণ্ডব-গগনে 'শশি-কলা', পাণ্ডব-সরোবরে পদ্মিনী, পাণ্ডব-নয়নে উজ্জ্বল বিভা। পদ্ম—(পদ্মিনী)।

দানবের হাতে—দানব-করতলস্থা অর্থাৎ দানবাধিকৃতা। পক্ষান্তরে, যমের হাতে। পুরাণে দানবদের স্বর্গাধিকারের কথা আছে।

অমরাবতীরে—(দ্রৌপদীর উপমান)। রূপ-গুণের সৌন্দর্য্যে দ্রৌপদী ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর মত।

প্রতিধ্বনি-ছলে—দ্রৌপদীর মৃত্যুতে পাণ্ডবদের হাহাকার-ধ্বনির প্রতিধ্বনি, যেন পর্ব্বতেরই বিষাদ-ধ্বনি।

পৃথিবী

পৃথিবী বিধাতার কি সুন্দর সৃষ্টি! চতুর্দ্দিকে অগণ্য তারা ইহাকে বেষ্টন করিয়া আনন্দ করিতেছে; সূর্য্য ইহাকে হেম-প্রভা দান করিতেছে; বসন্ত ইহাকে ফুল-খচিত শ্যাম-বাসে সাজাইতেছে; সাগর মেখলা-রূপে ইহার কটি-দেশে শোভা পাইতেছে!

সুবর্ণ-বীণা—(বীণার, তথা, ধ্বনির উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)।

গাইল গগনে—তারাগণের গান পাশ্চাত্য কবি-প্রসিদ্ধি।

যবে—এখানে, বোধ হয়, 'যথা'র স্থানে 'যবে' হইয়াছে। (প্রথম বার মুদ্রণ-কালে কবি প্রবাসে। সুতরাং ছাপার ভুল হওয়া অসম্ভব নহে। পরে, আর তাহা সংশোধিত হয় নাই)।

আদি-প্রভা—প্রভা-দেবী, যাঁহার প্রভা পাইয়া সূর্য্য প্রভাবান্।

হেম-ঘনাসনে—সূর্য্যের সুবর্ণ-কিরণে 'হেম-ঘন'। সূর্য্য-দেব স্বর্ণ-বর্ণ মেঘে চড়িয়া পৃথিবীকে দেখিতে আসিলেন।

দেখিতে তোমার মুখ—ভাবার্থ, পৃথিবীতে সূর্য্যালোকের আভা পড়িল।

শ্যাম-বাসে—(বসন্তের নবোদ্গত পত্রাবলীর সুশ্যামত্ব-ব্যঞ্জক)।

বর কলেবরে—(পৃথিবীর) সুন্দর দেহকে।

নব রমণী—বিধাতার নূতন সৃষ্টি বলিয়া পৃথিবী নবীনা।

দেবীর আদেশে—আদি-প্রভা-দেবীর আদেশে।

কটিতে মেখলা-রূপে ইত্যাদি—বেষ্টন করিয়া আছে বলিয়া, সাগর পৃথিবীর মেখলা-স্বরূপ!

বাল্মীকি

চ্যবন-মুনির পুত্র রত্নাকর বনে দস্যু-বৃত্তি করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। এক দিন, ব্রহ্মা ছদ্ম সন্ন্যাসীর বেশে সেই বনে উপস্থিত হইলেন। রত্নাকর সন্ন্যাসীকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলে, ছদ্ম-বেশী ব্রহ্মার উপদেশে তাঁহার জ্ঞানোদয় হয়। তৎপরে বহু-কাল রত্নাকর রাম-নাম জপ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার দেহ বল্মীক-(উই-ঢিবি)-সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। পরে, তপস্যান্তে বল্মীক হইতে নির্গত বলিয়া, তিনি বাল্মীকি মুনি বলিয়া খ্যাত।

একদিন তমসা-তীরে ব্যাধ-কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চ-বধ দর্শন এবং ক্রৌঞ্চীর কাতর বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া করুণার্দ্র মুনির হৃদয় বিগলিত হইলে, অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হইতে এক শ্লোক নির্গত হয়—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

ইহাই আদি-শ্লোক বলিয়া কীর্ত্তিত। পরে, বাল্মীকি প্রধানতঃ ঐ ছন্দে রামায়ণ-রচনা করেন। এখানে, কবি স্বপ্নচ্ছলে দুইটী দৃশ্য দেখাইতেছেন ; (প্রথম)—দস্যু রত্নাকর, ছদ্মবেশী ব্রহ্মাকে মারিতে উদ্যত ; (দ্বিতীয়)—বাল্মীকি কবি, মধুর রামায়ণ-গানে বিভোর !

গহন কাননে—দস্যু রত্নাকর বনে দস্যুবৃত্তি করিত।

যুব একজন—দস্যু রত্নাকর।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ—বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশে ব্রহ্মা।

দ্রোণ যেন—কৌরবাচার্য্য দ্রোণও 'প্রাচীন ব্রাহ্মণ'।

ভয়-শূন্য—বীর দ্রোণাচার্য্যের ন্যায়, এই প্রাচীন ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মা) দস্যু-সম্মুখীন হইয়াও নির্ভীক।

পরিবরতিল স্বপ্ন—উপরি-উক্ত ঘটনার পরে, ব্রহ্মার উপদেশে রত্নাকর রাম-নাম জপ করিতে-করিতে বহু দিন তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন ; এমন কি, সুদীর্ঘ তপস্যা-কালে তিনি বল্মীকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন, যাহা হইতে তাঁহার নাম বাল্মীকি। ইনিই পরিণামে রামায়ণ-রচনা করেন। স্বপ্নে কবি প্রথমে রত্নাকরের দস্যু-মূর্ত্তি দেখিয়া, এখন উহার বাল্মীকি-মূর্ত্তি দেখিতেছেন।

সুধাময় গীত-ধ্বনি—সুমধুর রামায়ণ-গান।

মনোহর অতি—"রম্যা রামায়ণী কথা"।

ভারত—হে ভারতবর্ষ !

তব কবি-কুল-পতি—রামায়ণ-রচক বাল্মীকিই ভারতে আদি-কবি বলিয়া 'কবি-কুল-পতি।'

শ্রীমন্তের টোপর

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আছে;—রাজার আদেশে ধনপতি সদাগর সিংহল-যাত্রা করিয়াছিলেন। সিংহলের নিকটে তিনি কালিদহে "'কমলে কামিনী' দেখেন এবং সিংহল-রাজকে সে কথা বলেন। রাজা ইহাতে প্রত্যয় না করায় এবং রাজাকে ইহা দেখাইতে না পারায়, ধনপতি সিংহল-রাজ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হয়েন। পরে, ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত পিতার অন্বেষণার্থ সিংহল-যাত্রা করেন এবং কালিদহে তাঁহার পিতা যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ কমলে কামিনী দেখেন। শ্রীমন্ত এই সব দেখিয়া সিংহল-বন্দরে রত্নমালার ঘাটে উপস্থিত হইলে, কোটাল তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং শ্রীমন্ত 'সাধু' বলিয়া পরিচয় দিলে, কোটাল পরীক্ষার্থ তাঁহার মাথার টোপর জলে ফেলিয়া দিতে বলেন;—

"রাজার কোটাল বলি সবে জানে আমা।
কোথা ঘর, সদাগর, কেবা জানে তোমা॥
প্রত্যয় দেহ যদি জানি, সদাগর।
তবে জানি সাধু, ফেল সোণার টোপর॥
এত শুনি শ্রীপতি সক্রোধ অন্তর,
শিরে হতে ফেল দিল লক্ষের টোপর॥"

তখন, বিমান-গামিনী ভগবতী ইহা দেখিয়া ক্ষেমঙ্করী-রূপে অধরে টোপরটী ধরিয়া লইয়া উজানী-নগরে শ্রীমন্তের মাতা খুল্লনাকে

উহা দিতে গেলেন। এখানে, শ্রীমন্তের ঐ টোপর-ফেলা-দৃশ্যটী কবি দেখাইতেছেন।

স্বচ্ছ সরোবরে—(সুনীল গগনের উপমান)।

মৎস্যরঙ্ক—মাছরাঙা পাখী। উজ্জ্বল রত্ন-খচিত মুকুটের উপমান।

উঠি—উর্দ্ধে উঠিয়া (পরে সাগরে পড়িল)।

হেম-ঘনাসনে—যখন শ্রীমন্ত, কোটালের বিশ্বাসার্থ মাথার টোপর ফেলিলেন,—

"হেনকালে যান চণ্ডী গগন-বিমানে।
যুক্তি করেন মাতা পদ্মাবতী সনে॥"

দেখ, দেখ লো নয়নে ইত্যাদি—

"শ্রীমন্ত টোপর ফেলে, দেখিয়া ভবানী বলে,
হের পদ্মাবতী দেখ জলে,
অবোধ খুল্লনা-পুত্র, বুদ্ধি নাহি তিলমাত্র
টোপর ফেলে কোটালের বোলে॥"

লক্ষের টোপর—লক্ষ-মুদ্রা যাহার মূল্য।

রক্ষিব ইত্যাদি—

"উহার মাতা খুল্লনা, নিত্য পূজে ত্রিলোচনা,
কৃপাবলে দয়া কৈলাম বনে।
আমার দাসীর ধন, নষ্ট করে অকারণ,
ইহা চক্ষে দেখিব কেমনে॥"

ক্ষেমঙ্করী-রূপ—ভগবতীর এক মঙ্গল-মূর্ত্তি-বিশেষ।

"ক্ষেমঙ্করী রূপ ধরি, অধরে টোপর ধরি,
ভগবতী চলিলা উড়িয়া।"

বাজ—বাজ-পক্ষী। পূর্ব্বে, পতনশীল মুকুট, মৎস্যরঙ্কের সহিত

উপমিত হইয়াছে। এখন, ক্ষেমঙ্করী, বাজ-পক্ষীর মত, সেই মৎস্য-রঙ্ক-রূপী টোপরকে ধরিলেন।

মিত্রাক্ষর

কবিতার চরণে-চরণে মিল থাকিলে, তাহাকে মিত্রাক্ষর বলে। ভাষায় এরূপ বন্ধন থাকিলে, ভাবের স্ব-প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটে। অথচ, ইহা কবিতার ভূষণ বলিয়া গণ্য। কিন্তু কবিতার প্রকৃত ভূষণ—সৌন্দর্য্য ও ভাব। ভাবের আত্মপ্রকাশে যাহা বাধা দেয়, তাহা সু-ভূষণ হইতে পারে না। ভাবের সৌন্দর্য্য থাকিলে, কবিতা নিজ-গুণেই সুন্দরী।

মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী—কবিতার চরণে-চরণে মিলের বন্ধন-হেতু 'বেড়ী'।

মিথ্যা সোহাগে—আদর করিয়া সৌন্দর্য্য বাড়াইতে গিয়া, অলঙ্কার যদি অঙ্গের বোঝা হইয়া দাঁড়ায়, তবে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, উদ্দেশ্যও বিফল হয় অর্থাৎ সে সোহাগ মিথ্যা হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্য বাড়িলে আদর সত্য অর্থাৎ সফল হইত।

ভুলাতে—মিত্রাক্ষর-কবিতায় অনেক স্থলে সুভাবের অভাব মিত্রাক্ষরতায় ঢাকা পড়ে।

কুচ্ছ ভূষণে—(ভাবের সৌন্দর্য্যের তুলনায় মিলের সৌন্দর্য্যের অপকর্ষ-ব্যঞ্জক। যে ভূষণ অঙ্গের বোঝা, তাহা 'কুচ্ছ' অর্থাৎ কুশ্রী, কুৎসিত।

কি কাজ রঞ্জনে রাঙি ইত্যাদি—রক্ত-পদ্মের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এমন যে, তাহাতে আর রক্ত-চন্দন দিয়া শোভা বাড়াইতে হয় না—বরং দিলে শোভা নষ্ট হয়। অনুরূপ ভাব—

"To paint the lily"—*Shakespeare.*

নিজ-রূপে শশিকলা ইত্যাদি—শশিকলার নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই যথেষ্ট।

পবিত্রি—পবিত্র করিয়া। গঙ্গা-জল নিজেই পবিত্র ও পাবন। তাহাকে মন্ত্র দিয়া পবিত্র করিতে যাওয়া বৃথা।

পারিজাত-বাসে—পারিজাত-ফুলের সুগন্ধই চরম। তাহাতে আর অন্য সুগন্ধ ঢালিতে হয় না। এখানে, কমল-দল, শশিকলা, জাহ্নবী-জল ও পারিজাত- বাস প্রকৃত কবিত্বের উপমান।

রূপী—রূপসী।

প্রকৃতির বলে—নিজের গুণে। প্রকৃত কবিত্ব (true poetry) নিজ-স্বভাব-গুণেই সুন্দরী।

চীন-নারী-সম পদ ইত্যাদি—'তবে' উহ্য বুঝিতে হইবে। যদি স্বভাব-গুণে কবিতা সুন্দরী, তবে তাহাকে আরও সুন্দরী করিবার জন্য তাহার পায়ে কেন কৃত্রিম বন্ধন দেওয়া?—ইহাই ভাব। রমণীর পা স্বভাবতই ছোট ও সুন্দর। চীন-রমণীরা তাহা আরও ছোট ও সুন্দর করিবার জন্য নানা বন্ধনে পা বাঁধে। ফলে, তাহাতে পায়ের ও চলার সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি না হইয়া, বরং বিকৃতিই ঘটে।

ভূতকাল

কাল একবার অতীত হইলে, আর তাহাকে কোনরূপে পাওয়া যায় না—কোনও মূল্যে, কোনও সাধনায়, তাহাকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। যখন কাল বর্ত্তমান, তখনই কার্য্যাদি দ্বারা তাহাকে আদর করিতে হয়। কারণ, সে চলিয়া গেলে, আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না।

কোন্ মূল্য দিয়া ইত্যাদি—(অতীত কালের পুনরাগমনের একান্ত অসম্ভবত্ব-ব্যঞ্জক)।

এ দুর্ল্লভ দ্রব্য লাভ—অতীতকে পুনঃ-প্রাপ্তি।

এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম ইত্যাদি—গুরুর মুখে তত্ত্ব-কথা, মৃণালের মুখে পদ্মের মত। তত্ত্ব-জ্ঞান সৌন্দর্য্যে পদ্ম-স্বরূপ।

যে প্রবাহ—পক্ষান্তরে, কালের গতি।

ফিরি কি সে আসে—পক্ষান্তরে,কাল অতীত হইলে আর ফিরিয়া আসে না।

পর্ব্বত-সদনে—পর্ব্বত-গৃহে, যেখান হইতে নদ-নদীর উৎপত্তি।

উঠে কি সে ইত্যাদি—মেঘ থেকে বৃষ্টি একবার পড়িলে, সে জল আর মেঘে ফিরিয়া যায় না।

আদরে—আদর করে। জীবনের সময় নষ্ট না করিয়া, উপস্থিত কার্য্যাদি করাই সময়কে আদর করা।

তা'র তুই—অর্থাৎ, তাহারই বশবর্ত্তী, সহায়।



আশা

নিদ্রায় লোকে নানা প্রকারের অলীক স্বপ্ন দেখে। কিন্তু জাগ্রত মানুষের মনে আশা যে কত কুহক দেখায়, তাহার সীমা নাই!

কত শত রঙ্গ করে—(নানাবিধ স্বপ্ন দেখাইয়া)।

কি শকতি—(নিশার স্বপ্নাপেক্ষা আশার কুহকের সমধিক শক্তি-ব্যঞ্জক)।

দিবার-মিলনে—দিনমানে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায়।

জাগে যে—(জাগ্রত অর্থাৎ সচেতন অবস্থাতেই আশার লীলা।)

রঙ্গিণী—(কুহকিনী আশাকে সম্বোধন)।

ধন-ভোগ ইত্যাদি—আশার কুহকেই দরিদ্র ভবিষ্যতে ধন-ভাগ্য কল্পনা করিয়া মনে সুখ পায়।

সেও মনে করে—(আশার ছলনায়)। অনুরূপ ভাব,—

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানুঃ
রাত্রৌ চিবুক-সমর্পিত-জানুঃ।
করতল-ভিক্ষা তরুতল-বাস
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-পাশঃ ॥—(মোহ-কুঠার)।

ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে—ভবিষ্যৎ-রূপ অন্ধকারে। অজ্ঞাত বলিয়া ভবিষ্যৎ "অন্ধকার"; আশা সেই অন্ধকারে দীপ-স্বরূপ। আশার কুহকেই লোকে ভবিষ্যতে কত কি হইব, পাইব, ইত্যাদি মনে করে।

কুহক—ছলনা। এখানে, ছলনা করিবার শক্তি।

সমাপ্তে

ইউরোপ-প্রবাস-কালে, দারিদ্র-দুঃখ-পীড়নে কাব্য-স্ফূর্ত্তি ম্লান হইয়া আসিতেছিল, কবি নিজের মনে ইহা বেশ অনুভব করিয়াছিলেন। এই কবিতাটী তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন। বস্তুতও, এই কবিতাবলী তাঁহার কাব্য-প্রতিভার শেষ-শিখা। তাই কবি, দুঃখের অশ্রু-ধারায় কাব্য-প্রতিভাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে চলিল দেখিয়া, হৃদয়-মণ্ডপ হইতে কবিতাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বিসর্জ্জন করিতেছেন।

সমাপ্তে—সমাপ্তিতে। এখানে, কাব্য-প্রতিভার সমাপ্তিতে।

বিস্মৃতির জলে—বিস্মৃতি-রূপ জলে। জলেই প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হয়।

অন্ধকার করি—প্রতিমা-বিসর্জ্জনান্তে প্রতিমা-মণ্ডপও প্রতিমার অভাবে অন্ধকার বোধ হয়।

ও প্রতিমা—কাব্য-জননী সরস্বতী।

হোমানলে—হোমানলকে। পক্ষান্তরে, কাব্য-প্রতিভাকে।

অশ্রু-ধারা—(দারিদ্র-দুঃখ-ব্যঞ্জক)। দারিদ্র-দুঃখের অশ্রু-জল কবির মনঃ-কুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত কাব্য-স্ফূর্ত্তি-রূপ হোমাগ্নিকে নিবাইয়া দিল। প্রতিমার পূজায় হোম-কুণ্ডে অগ্নি জ্বালাইয়া হোম করিতে হয়। কবি মনঃ-কুণ্ডে কাব্য-প্রতিভানল জ্বালাইয়া কাব্য-জননীর পূজা করিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের অশ্রু-জলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

শুকাইল—(এখানে, সকর্ম্মক ক্রিয়া-পদ) শুষ্ক করিল।

কমলে—(কর্ম্ম-কারক)। পূজায় কমল ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, কবিতা-রূপ কমল, যাহা দিয়া কবি সরস্বতীর পূজা করিতেছিলেন।

সে তরী—পক্ষান্তরে, কাব্য-তরী।

পদ-বলে—(সরস্বতীর) চরণ-কৃপায়।

অল্প-দিন—কবি বঙ্গ-ভাষায় কাব্যাদি রচনায় অল্পদিন-মাত্র ব্রতী ছিলেন।

শৈশবে—অল্প বয়সে, যখন কবি ইংরাজী-ভক্ত ছিলেন।

ডাকিলা যৌবনে—কবির পরিণত বয়সে বঙ্গ-বাণী তাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন। ৩৪ বৎসর বয়সে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কবি বাঙ্গলা-সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ঐ বৎসরে বাঙ্গালা-ভাষায় তাঁহার প্রথম রচনা (শর্ম্মিষ্ঠা-নাটক) প্রকাশিত হয়।

এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি ইত্যাদি—পাণ্ডবদিগের ন্যায়, রাজধানীর সুখ ছাড়িয়া দুঃখময় বনবাসে যাই। কবি-পক্ষে, কাব্য-জগতের

আনন্দ ছাড়িয়া জীবিকোপায়ের কঠোর দুঃখ-জঞ্জালে প্রবেশ। কাব্য-রূপ রম্য ইন্দ্রপ্রস্থের তুলনায় অপ্রীতিকর সংসারিক কার্য্যাদি 'বন'-স্বরূপ।

জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—(বঙ্গের জন্য এই বর-প্রার্থনায়, কবির হৃদয়-নিহিত স্বদেশ-হিতৈষণার গভীর উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়)।

ভারত-রতনে—বঙ্গ ভারতের 'রত্ন'-স্বরূপ। এই রত্ন সমুজ্জ্বল হইয়া গৌরাবান্বিত হউক।



পরিশিষ্ট



নীতি-গর্ভ কবিতাবলী

রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা

রসাল—আম্র-বৃক্ষ।

স্বর্ণ-লতিকা—ক্ষুদ্র-কায় গুল্ম-বিশেষ। পুষ্পের পীত-বর্ণত্ব-হেতু 'স্বর্ণ'। অথবা জ্যোতিষ্মতী লতা-বিশেষ।

ক্ষুদ্র-কায়া—(বিশেষণ)। ক্ষুদ্র কায় যাহার। স্ত্রীলিঙ্গে 'ক্ষুদ্র-কায়া'।

মধুকর-ভরে—(ভারের স্বল্পতা-ব্যঞ্জক)।

পড়, লো, হেলিয়া—(স্বর্ণ-লতিকার দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক)।

হিমাদ্রি-সদৃশ ইত্যাদি—(রসালের দৃঢ়তা, গৌরব ও উচ্চতা-ব্যঞ্জক)।

আমি কি, লো, ডরাই ?—(রসালের তাপ-সহিষ্ণুতা-ব্যঞ্জক)।

রাখাল আমার তলে ইত্যাদি—রসাল-বৃক্ষ রৌদ্র-তাপিত রাখালের আশ্রয়।

এ রাজচরণে—রসালের রাজাশ্রয়ে। মহত্ত্ব-হেতু রসাল বৃক্ষ-'রাজ'।

শীতলিয়া—(গ্রীষ্মকালে) অতিথিকে শীতল করিয়া।

মধু-মাখা ফল—সুমধুর আম্র-ফল।

যমদূতাকৃতি—(কৃষ্ণ-বর্ণ ও ভীষণ বলিয়া)।

প্রভঞ্জন—ঝড়। ঝড়ে বৃক্ষাদি ভাঙ্গে বলিয়া 'প্রভঞ্জন'।

সিংহ-নাদ—ঝড়ের শব্দ, গাম্ভীর্য্যে ও ভীষণতায় সিংহ-নাদের মত।

ভীমসেন—মধ্যম পাণ্ডব ভীম শারীরিক বলের জন্য প্রসিদ্ধ।

কৌরব-সমরে—প্রতিদ্বন্দী দুর্য্যোধনাদি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে।

ঐরাবত-পিঠে—ঐরাবত-নামক হস্তী দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন।

বজ্র—(ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্র)।

উরু ভাঙ্গি কুরু-রাজে ইত্যাদি—ভীমসেন কুরুরাজ দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন।

আয়ু-সহ দর্প—জীবনও গেল এবং তাহার সহিত দর্পও গেল।

ঊর্দ্ধ-শির—মহৎ।

নীচ-শির—ক্ষুদ্র।

এ কৌশলে—এই গল্পচ্ছলে।

ময়ূর ও গৌরী

গৌরী কার্ত্তিকেয়ের জননী এবং ময়ূর কার্ত্তিকেয়ের বাহন।

প্রিয়োত্তম—প্রিয় এবং উত্তম। কার্ত্তিকেয় যেমন রূপবান্, তেমনই বীর। ইনিই তারকাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধে দেব-সেনা-নায়ক হইয়া তাহাকে বধ করেন।

ঘৃণায় হাসে—(ময়ূরের কে-কা-ধ্বনির কর্কশতা-ব্যঞ্জক)।

বাখানে অধমে—অধম' কোকিলকে প্রশংসা করে। ময়ূরের মতে বেশ-ভূষা-হীন কৃষ্ণ-কায় কোকিল 'অধম'।

বরেন বসুধা দেবী যবে—বসন্ত-কালে।

নীরবে থাকি—(লজ্জায়)। স্বভাবোক্তিই এখানে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের রহস্য। বসন্ত-কালে যখন কোকিল মধুর স্বরে জগৎ মাতাইতে থাকে, তখন (ময়ূর বলিতেছে) সে (লজ্জায়) নীরব থাকে। বাস্তবিক, স্বভাব-বশেই বসন্ত-কালে ময়ূর নীরব ; বর্ষাকালেই ময়ূরের স্ফূর্ত্তি।

চন্দ্রক-কলাপ—চন্দ্রাকার চিহ্ন-সমূহ।

রাখাল-রাজার সম—কৃষ্ণের ন্যায় ময়ূরের শিরেও সুন্দর চূড়া বিদ্যমান।

কেশে—(মস্তকাগ্রে)।

আখণ্ডল-ধনুর বরণে—ইন্দ্র-ধনুর মত নানাবর্ণে।

নাচ গিয়া, ঘনের গর্জ্জনে—মেঘ-গর্জ্জন-কালে ময়ূরগণ আনন্দে নৃত্য করে, ইহা কবি-প্রসিদ্ধি।

দেব-সনাতন—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা।

সু-কলে—সু-ভাষে, সু-স্বরে।

অশ্ব ও কুরঙ্গ

নব-দূর্ব্বাময় দেশে—(অশ্বের প্রীতিকরতা-ব্যঞ্জক)।

দূর্ব্বা—(যাহা অশ্বের খাদ্য)।

বন-বীণা অলিকুল—('বীণা' ভ্রমর-গুঞ্জনের মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক)।

যা দেখে বাখানে, তায়—বাখানে যা দেখে, তাহাতেই বিস্ময় বোধ করে।

বন-গোঁসাই—(বন-দেবতাকে সম্বোধন)।

মৃগয়ী—মৃগয়াকারী, ব্যাধ।

কর্কশ-ভাষী সে অতি—ইহার পূর্ব্বে কুরঙ্গ রূঢ় ভাষায় অশ্বকে শাসাইয়াছে—"ওরে, বর্ব্বর", ইত্যাদি।

বনে পশুকুলে স্বামী ইত্যাদি—(ইহা অশ্বকে ভয় দেখাইবার জন্য মিথ্যা কথা)।

ক্রোধে—কুরঙ্গের প্রতি ক্রোধ-বশতঃ।

সাদী—অশ্বারোহী।

ছায়া-সম জয় যায় ধর্ম্মের সংহতি—ধর্ম্মের সঙ্গে জয়, ছায়ার মত, যায়। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"।

সিংহ ও মশক

শঙ্খ-নাদ—মশার তীব্র শব্দ, যুদ্ধারম্ভে শঙ্খ-নাদ-স্বরূপ।

ত্রিদিবে—স্বর্গে।

শূলে—যুদ্ধে শূলাস্ত্র ব্যবহৃত হয়। এখানে, মশার হুলই শূল-স্বরূপ।

হরি—সিংহ।

সম্মুখ-সমর—সশস্ত্র শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধই ন্যায়-যুদ্ধ বলিয়া কথিত।

লক্ষ্মণের মুখে কালি—গুপ্ত-ভাবে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞ-রত নিরস্ত্র মেঘনাদকে বধ করায় লক্ষ্মণের বীরত্ব-গৌরব কলঙ্কিত হইয়াছে।

কবি—(মধুসূদন নিজেই, তাঁহার মেঘনাদবধ-কাব্যে, লক্ষ্মণের বীর-চরিত্রে কলঙ্ক-লেপন করিয়াছেন)।

মুকতি—বনে সিংহ থাকায়, অন্যান্য বন-জীব ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত। সিংহের মৃত্যু হইলে, তাহারা ভয়-মুক্ত হইবে।

ভীম-দুর্য্যোধনে ইত্যাদি—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন-হ্রদে লুক্কায়িত হইলে, সেখানে ভীমের সহিত তাঁহার গদা-যুদ্ধ হয় এবং তাহাতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মেঘনাদ মেঘের পিছনে ইত্যাদি—রাবণ-পুত্র মেঘনাদ মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। (রামায়ণে দেখ)।

অলঙ্কারে—রূপকে, গল্পের ছলে।

কুক্কুট ও মণি

তণ্ডুলের কণা ইত্যাদি—কুক্কুট হাসিয়া মনে-মনে এই কথা ভাবিল ;—"তণ্ডুলের কণা" ইত্যাদি।

দৈব এ ছলনা—বিধাতৃ-দত্ত জ্ঞান-হীনতায় কুক্কট তণ্ডুল-কণাকে মণি অপেক্ষা "বহুমূল্যতর" জ্ঞান করিয়া প্রতারিত হইতেছে।

মূর্খ যে ইত্যাদি—মূর্খ লোকেও বিদ্যা-রূপ মণির মূল্য না জানিয়া, কুক্কুটের ন্যায়, তণ্ডুল-কণা-সম সামান্য বস্তুকেই "বহুমূল্যতর" জ্ঞান করিয়া প্রতারিত হয়।

এই ভাণে—এই গল্পচ্ছলে।

সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি

মৈনাক-গিরি হিমালয়ের পুত্র। পূর্ব্বে পর্ব্বতদের পক্ষ ছিল, এবং তাহারা মেঘের মত উড়িতে পারিত। উহারা যেখানে গিয়া বসিত, সেখানে উহাদের চাপে বিস্তর লোক-ক্ষয় ও শস্য-হানি ঘটিত দেখিয়া, ইন্দ্র উহাদের পক্ষচ্ছেদ করেন। কেবল, মৈনাক

সেই ভয়ে সাগরে চির-লুক্কায়িত হইয়া আছেন। ইহা পৌরাণিক কাহিনী।

এক-চক্রে—এক-চক্র-বিশিষ্ট রথে। সূর্য্যের রথ একচক্র-বিশিষ্ট, ইহা পৌরাণিক কাহিনী।

অংশু-মালা গলে—সূর্য্যের অসংখ্য কিরণ, যেন তাঁহার গলার মালা। সূর্য্যের নাম "অংশুমালী"।

দেব স্রষ্টা—স্রষ্টা দেব অর্থাৎ বিধাতা, ব্রহ্মা।

অচিরে—('সজীব হইলা'-র সহিত অন্বয়)।

অবহেলি'—এখানে, পরিত্যাগ করিয়া।

পদ্মের বাড়িল খেলা—'খেলা' আনন্দ-ব্যঞ্জক। সূর্য্যোদয়েই পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।

রজনী ইত্যাদি—যেন রজনী আকাশের চারিদিকে তারার হাট বসাইয়াছিল, এখন সূর্য্যোদয়ে সে হাট ভাঙ্গিয়া দিল।

দ্বিতীয়-তপন-রূপে—(মৈনাকের রূপের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)। নীল নভোমণ্ডলে সূর্য্যোদয়ের সহিত নীল সিন্ধু-জলে হঠাৎ তেজঃপুঞ্জশালী মৈনাকের উদয়ের সাদৃশ্য সুন্দর।

মৈনাক ভাসিল—(যে মৈনাক জলে ডুবিয়াছিল)।

শিষ্ট-মতি—(এখানে, বল-হীনতার ইঙ্গিত আছে, বুঝিতে হইবে)।

কমলিনী কেবল হাসিল—(স্বভাবোক্তি)। প্রচণ্ড সূর্য্য-তাপে পৃথিবীর সকলই উত্তপ্ত ও শুষ্ক হয়; কেবল পদ্ম, সুকুমার হইলেও, প্রসন্ন থাকে।

হিরণ্ময় রাজাসন—মধ্যাহ্ন-তপনের উজ্জ্বল আসন।

রক্ষণ—রক্ষক।

রমার থাকিলে কৃপা—যত দিন লক্ষ্মীর শুভ-দৃষ্টি থাকে।

ঢাকেন বদন ইত্যাদি—যখন লক্ষ্মী তাঁহার শুভ-দৃষ্টি-দানে বিরতা হয়েন।

দেখি যেন ফণী—(পলায়নের দ্রুতত্ব-ব্যঞ্জক)। লোকে সাপ দেখিলে যেমন দ্রুত-গতিতে পলায়, তেমনই কেহ লক্ষ্মী-হীন হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে লোকে কিছুমাত্র কাল-বিলম্ব করে না।



মেঘ ও চাতক

ভানু পলাইলে—মেঘোদয়ে সূর্য্য আচ্ছাদিত হয়। কবি-কল্পনায়, ইহা মেঘের ভৈরব গর্জ্জনে ভীত সূর্য্য-দেবের পলায়ন।

তড়িৎ হাসে—ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুতের উজ্জ্বল স্ফুরণ, হাসিরই মত। কবি-কল্পনায়, ভীত সূর্য্য-দেবের পলায়ন দেখিয়াই যেন মেঘ-সহচরী তড়িতের হাসি।

নিশ্বাস—(ভৈরব-গর্জ্জনকারী মেঘের)।

ঝড়ে—ঝড়-রূপে।

চূড়া—গিরির চূড়া।

সভয়ে—(ব্যাকরণ-দুষ্ট)। 'ভয়ে' বলিলেই ঠিক হইত। ছন্দের খাতিরে 'সভয়ে'।

মাগি' কোলাহলে জল—চাতক-পক্ষী মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না, ইহা কবি-প্রসিদ্ধি।

বিদায়—এখানে, ভিক্ষা।

সেরূপে চাতক-দল—মেঘোদয়ে চাতক-পক্ষীর দলও, বড় মানুষের ঘরে ভিখারী-মণ্ডলের মত, "কেহ আসে, কেহ যায়, কেহ ফিরে

পুনরায় আবার বিদায় চায়, ত্রস্ত লোভে সবে।" (সুন্দর স্বভাবোক্তি)।

বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি—("আনিয়াছি বারি"র সহিত অন্বয়)।

সাগরের নীল পায়ে পড়ি—অর্থাৎ সাগরের কৃপায়, সাগরের বদান্যতায়। সাগরের জলই বাষ্পাকারে উঠিয়া মেঘে পরিণত হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক তথ্য।

ধরার এ ধার ধারি—ধরার নদ-নদী, প্রবাহিত হইয়া সাগরে জল যোগাইতেছে। মেঘও যখন সেই সাগরেরই জল, তখন তাহার জন্য মেঘ ধরার কাছে ঋণী। বর্ষণ করিয়া মেঘ ধরার এই ধার শোধ করে।

স্তন-দুগ্ধ—বৃষ্টির জল পাইয়াই ভূমি বৃক্ষ-লতাদিকে রস-দান করিয়া পালন করিতে সমর্থ হয়, ইহাই ভাব। কবি-কল্পনায়, এই রসই মেদিনী-জননীর স্তন-দুগ্ধ-স্বরূপ এবং মেঘের জলেই মেদিনীর এই সরসতা।

রসে—(কর্ম্ম-কারক)। রসকে। 'রস' হইলেই ভাল শুনাইত।

অপরূপ রূপ-সুধা—বৃক্ষ-লতাদির সুন্দর রূপ এবং তজ্জাত ফলাদির অমৃতোপম আস্বাদ—এ সবই মেদিনীর রসে এবং সে রসের মূলীভূত কারণ বৃষ্টির জল।

তাহারা বাঁচায় ইত্যাদি—বৃক্ষ-লতাদির গুণে মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি জীবগণ বাঁচিয়া আছে। অতএব, মেঘের জলে চরাচর ব্যাপিয়া কি মহোপকার সাধিত হইতেছে, ভাবিয়া দেখ;—ইহাই ভাব।

নিজে তিনি হীন-গতি—নিজে গিয়া জল আনিবার শক্তি মেদিনীর নাই। তাই, তাঁহাকে জল দান করা মেঘের কর্ত্তব্য।

তোমরা কাহারা?—(জল-দানের অপাত্র-ব্যঞ্জক)।

পালে—(জীব-জন্তুকে) পালন করে।

অগ্নি-বাণে—বিদ্যুৎই তড়িতের আগ্নেয়-বাণ-স্বরূপ।

পাখা জ্বলে—(বিদ্যুৎ-পাতে)।

এই ক্রমে—এই প্রণালীতে, অর্থাৎ এই গল্প দ্বারা।

পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু

জনরব-রূপ-স্রোতে—জনরব পরম্পরাগত হয় বলিয়া, স্রোতের সহিত তুলনীয়।

ভাসাল—'ভাসিল' হইলেই ভাল হইত। এই (বক্ষ্যমাণ) কথা জনরব-রূপ স্রোতে, ঘোষণা-রূপ নৌকায় ভাসিল। অর্থাৎ পশুকুল-মুখে এই কথা প্রচারিত হইল।

কুল-রাজে—পশু-কুল-রাজ সিংহকে।

কুল-মন্ত্রী—পশু-কুলের মন্ত্রী।

তর্কের যে অলঙ্কার ইত্যাদি—তোমরা যে তর্কালঙ্কার, অর্থাৎ বুদ্ধি-সঙ্গত বিচারে সুনিপুণ।

বিশ্ব-জনে বলে—শৃগালের বুদ্ধি বিশ্ব-বিখ্যাত।

তা'র চিহ্ন কে মুছিল ?—যে-সকল পশু ভেট দিতে সিংহের কাছে গিয়াছিল, তাহাদের কেহই ফিরে নাই। কাজেই, তাহাদের প্রত্যাগমনের পদ-চিহ্ন নাই। ইহা হইতেই বুঝিয়া দেখ, তাহাদের কি দশা ঘটিয়াছে!

অন্যান্য কবিতা

আত্মবিলাপ

জীবন-প্রবাহ ইত্যাদি—সাগর যেমন নদ-নদীর গন্তব্য স্থান, এ সংসারে জীবনের গতিও তেমনই মৃত্যু-মুখে।

প্রমত্ত—অজ্ঞানান্ধ।

রাতি—অজ্ঞানান্ধকার।

জাগিবি—(প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের ন্যায়, জ্ঞানোদয়ে)।

অম্বু-বিম্ব ইত্যাদি—(ক্ষণস্থায়িত্ব-ব্যঞ্জক)। জলের মুখে জল-বুদ্বুদ্ দেখিতে-দেখিতে মিলাইয়া যায়। সদ্যঃপাতি—সদ্যঃ-ভ্রংশশীল।

"সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ম্"—(মেঘদূত)।

মরীচিকা—ইহার আর এক নাম—মৃগতৃষ্ণা। প্রচণ্ড সূর্য্য-তাপে উত্তপ্ত মরু-দেশের বালুকা-সংলগ্ন বায়ু-স্তরে আলোক-কিরণের বক্র-গতি এমন ভ্রান্ত দৃশ্যের সৃষ্টি করে, যাহাতে দূরস্থ বৃক্ষাদি বিপরীত-ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া, ঠিক যেন জলাশয়ের মত দেখায়। তৃষ্ণায় মৃগগণ এই ভ্রান্ত দৃশ্যে ভুলিয়া, জল-পানার্থে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে—যেখানে যায়, জলের পরিবর্ত্তে ঐ ভ্রান্ত জলাশয়ের দৃশ্য দেখে। এইরূপে তাহারা ক্লান্ত হইয়া, অবশেষে প্রাণ হারায়।

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়—(অগ্নির দিকে)। পতঙ্গ যেমন আত্ম-বিসর্জ্জনার্থ আগুনের দিকে যায়।

ব্যয়িলি—ব্যয় করিলি।

বঙ্গভূমির প্রতি

মধু-হীন করো না ইত্যাদি—বঙ্গ-জননীর মনঃ-কোকনদে যেন মধু (পক্ষান্তরে, কবি মধুসূদন) চির-বিরাজ করে।

নাহি, মা, ডরি শমনে—(অমরত্বের আশা-ব্যঞ্জক)।

মক্ষিকাও গলে না, ইত্যাদি—অমৃতের হ্রদে পড়িলে, সামান্য মক্ষিকাও নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, বঙ্গ-মাতার মনে স্থান পাইলে, কবিও চিরজীবী হইবেন।

শ্যামা জন্মদে—জন্মদাত্রী বঙ্গ-মাতা শস্যশালিনী বলিয়া 'শ্যামা'।

ফুটি যেন স্মৃতি-জলে—(পরবর্ত্তী "কি বসন্ত, কি শরদে"র সহিত অন্বয়)। কবি-পক্ষে, বঙ্গ-জননীর মনে যেন চির-বিরাজ করি।

মানসে—মানস-সরোবরে।

তামরস—পদ্ম।

কি বসন্ত, কি শরদে—(তামরস ও কবি, উভয় পক্ষেই চির-বিরাজমানত্ব-ব্যঞ্জক)। 'শরতে'র স্থলে 'শরদে' অশুদ্ধ প্রয়োগ মিলের জন্য।

